পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 96 Friday, 7 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৯৬ সংখ্যা ❋ ২২ ফাল্গুন ১৪৩১, শুক্রবার, ৭ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে তৃণমূলের প্রথম বৈঠকে নেই অভিষেক!

ডাকলেন আলাদা বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ 'ভূতুড়ে ভোটার' ধরতে কোর কমিটি গড়ে দিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হওয়া সেই মেগা বৈঠকের মঞ্চে মমতার পাশেই বসেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর নেতৃত্বে সেই কমিটি গঠন করা হলেও, দ্বিতীয় নাম ছিল অভিষেকের। আর সেই কমিটির প্রথম বৈঠকেই দেখা মিলল না অভিষেকের। শুধু তাই নয়, পৃথক বৈঠকেরও ডাক দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাম্প্রতিককালে বারবার রাজ্যের রাজনৈতিক মহলের চর্চায় উঠে এসেছে তৃণমূলের অন্দরের সমীকরণ। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব তথা সুপ্রিমোর সঙ্গে কি অভিষেকের দূরত্ব বাড়ছে? এই প্রশ্ন ঘুরেফিরে সামনে এসেছে। তবে নেতাজি ইন্ডোরের বৈঠকে অভিষেক স্পষ্ট বলেছেন, ''আমার গলা কেটে দিলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বেরবে।'' কোনও দূরত্ব যে নেই, সেটাই কার্যত বুঝিয়ে দেন অভিষেক। তারপরও বৃহস্পতিবারের বৈঠকে বাড়ল জল্পনা। মূলত ভোটার লিস্ট পরিষ্কার করার জন্য এই কমিটি গঠন করে দিয়েছিলেন মমতা। ৩৬ জনের ওই কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার ছিল সেই কমিটির প্রথম বৈঠক। সেখানে অভিষেক ছাড়াও অনুপস্থিত ছিলেন ডেরেক ও'ব্রায়েন। বৈঠক শেষ হওয়ার পর দেখা যায়, চিরকুট হাতে আর একটি বৈঠকের কথা ঘোষণা করছেন সুব্রত বক্সী। তিনিই জানান, আগামী ১৫ মার্চ দলের জেলা নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠকে বসবেন অভিষেক। এদিনের বৈঠকে প্রাথমিক আলোচনার পর ঠিক করা হয়েছে, ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করতে এবং বৈধ ভোটারদের অধিকার নিশ্চিত করতে পাঁচ দফা নীতি অনুসরণ করে কাজ করা হবে। সেইসঙ্গে, প্রত্যেকটি জেলার জন্য আলাদা করে এক-একটি কোর কমিটি থাকবে। যাদের কাজই হবে ভূতুড়ে ভোটার খুঁজে বের করা। জেলাভিত্তিক এই কোর কমিটিগুলির প্রত্যেকটির সদস্য সংখ্যা হবে কমপক্ষে ১১। এই কোর কমিটিগুলি তাদের রিপোর্ট পাঠাবে রাজ্যের কোর কমিটিকে। এদিনের বৈঠকে স্থির করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সর্বশেষ যে ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেই তালিকা থেকে ভূতুড়ে ভোটারদের চিহ্নিত করতে পাঁচটি উপায় অবলম্বন করা হবে। যেমন- ১) পশ্চিমবঙ্গে ভোট দানের অধিকার নেই, ভোটার তালিকায় থাকা এমন নামগুলিকে আলাদা করে নথিভুক্ত করতে হবে। ২) একই এপিক নম্বরে আলাদা আলাদা ব্যক্তির নাম থাকলে তা পৃথকভাবে নথিভুক্ত করে রাখতে হবে। ৩) ২০২৫ সালের ভোটার তালিকা অনুসারে, বিধানসভা ভিত্তিক প্রত্যেকটি বুথের প্রত্যেকটি পার্টের প্রত্যেক ভোটারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে ভোটার তালিকা যাচাই বা স্ক্রুটিনি করতে হবে। ৪) কোনও কারণ ছাড়াই অন্যায়ভাবে যে ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, সেই নামগুলি যাচাই করে, ফের সেগুলিকে যাতে তালিকাভুক্ত করা হয়, তার জন্য নথিভুক্ত করতে হবে। ৫) অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে যাঁরা ভোটার তালিকায় নিজেদের নাম তুলেছেন, সেই ভোটারদের বিষয়ে বিশদে খোঁজখবর নিতে হবে এবং বিশেষভাবে নজরদারি করতে হবে। বক্সীর বৈঠক হওয়া সত্ত্বেও অভিষেকের পৃথক বৈঠক করার প্রয়োজন পড়ল কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ১৫ মার্চের ওই বৈঠকে সব নেতারা উপস্থিত থাকবেন কি না, সেদিকেই থাকছে নজর।

এত অনিচ্ছা! চরম ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট, হাজিরা দিতে হবে মুখ্যসচিবকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে কলকাতা হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা কার্যকর করেনি রাজ্য। ২০১০ সালের পর থেকে তৈরি হওয়া সব 'ওবিসি সার্টিফিকেট' বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। গত বছরের ২২ মে ওই নির্দেশ দেয় হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজা শেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ। সেই নির্দেশ দেওয়ার পর প্রায় ৯ মাস পরও কার্যকর করা হয়নি বলে অভিযোগ। সেই ইস্যুতেই নতুন করে মামলা হল আদালতে। সঠিক পদ্ধতি মেনে ওবিসি শংসাপত্র দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পর ১২ লক্ষ শংসাপত্র বাতিল হয়ে যায়। হাইকোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার।

হাইকোর্টের নির্দেশে কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি শীর্ষ আদালত। এখনও চলছে সেই মামলার শুনানি। এরই মধ্যে আদালত অবমাননার মামলা হল রাজ্যের বিরুদ্ধে। ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশ কার্যকর করায় রাজ্যের অনিচ্ছা ও উদাসীনতায় চরম ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট। নির্দেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগে রাজ্যের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা গ্রহণ করল হাইকোর্ট। আগামী ১২ মার্চ দুপুর ২ টোয় এই মামলার শুনানিতে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ।

যাদবপুর কাণ্ডে ব্রাত্য-ওমপ্রকাশদের বিরুদ্ধে এফআইআর করল পুলিশ!

হুঁশিয়ারি দিয়েছিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর পুলিশের। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্রের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের। খুনের চেষ্টা, মহিলাকে মারধর, শ্লীলতাহানি, হুমকি সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু পুলিশের। পুলিশ সূত্রে খবর, বলেন, ''সাত জনের এফআইআর-এ মিথ্যে দাবি করা হয়েছে। ছাত্রদের কোনও এফআইআর নেওয়াই হয়নি। কিন্তু, যাঁরা ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে তাদের এফআইআর নেওয়া হয়েছে।'' এরপরই কেন এফআইআর নেওয়া হয়নি তা রাজ্যের কাছে জানতে চান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। পরবর্তীতে তিনি স্পষ্ট নির্দেশ দেন, আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগ এফআইআর হিসাবে নিতে হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, এরপর বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, তাঁর গাড়ির চালক, ওমপ্রকাশ মিশ্র সহ আরও একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কয়েকটি

ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় ১১৫, ১১৫(২), / ৭৪৩৫১(৩) / ১০৯ / ৩(৫) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। গত শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ঘটনা ঘটে তার প্রক্ষিতে প্রথম বর্ষের পড়ুয়া ইন্দ্রানুজ রায়ের তরফে ইমেল মারফত একটি অভিযোগ দায়ের করা হয় থানায়। তবে অভিযোগ, পুলিশ এর প্রেক্ষিতে কোনও মামলা রুজু করেনি। এরপর বুধবার একটি মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। সেখানে ছাত্রদের হয়ে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ধারাতে এফআইআর রুজু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে মারধর, শ্লীলতাহানি, হুমকি সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইন্দ্রানুজের বাবা অমিত রায় বলেন, ''গণতান্ত্রিক দেশ। পুলিশ প্রশাসনের উচিত সেই দায়িত্ব পালন করা। আর সেটা পালন না করাই অগণতান্ত্রিক। তবে কোর্ট বুঝিয়ে দিল একটা অংশ যদি অগণতান্ত্রিক কাজ করে তবে এখনও কোর্ট রয়েছে যেখানে বিচার পাওয়া যাবে।''

চাপ বাড়াতে এবার কমিশনের অফিসে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল! ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে বৈঠকের পরই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ ভূতুড়ে ভোটার ইস্যুতে এবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। ভুয়ো ভোটার ধরার কাজ কতদূর এগোল তা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবনে কোর কমিটির বৈঠক বসেছিলেন নেতৃত্ব। ওই বৈঠক শেষেই এদিন বিকালে সুব্রত বক্সীর নেতৃত্বে তৃণমূলের এক প্রতিনিধি দল রাজ্য ইলেকশন কমিশনের অফিসে পৌঁছন। অবিলম্বে ভোটার লিস্ট থেকে ভূতুড়ে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া, তালিকায় স্বচ্ছতা আনা-সহ একাধিক দাবি জানান তাঁরা। ২৭ ফেব্রুয়ারি নেতাজি ইনডোরের বৈঠক থেকে ভূতুড়ে ভোটার ইস্যুতে দলের নেতা, কর্মীদের সতর্ক করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার একই এপিক নম্বরে বিহার, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশের মতো ভিন রাজ্যের ভোটারদের নাম ঢুকিয়ে বিহার, মহারাষ্ট্রের মতো বাংলা দখলের চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ কাজে বিজেপিকে স্বয়ং নির্বাচন কমিশন সহযোগিতা করছে বলেও অভিযোগ করেছিলেন নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, দিল্লি, মহারাষ্ট্রের মতো বাংলার প্রতি বিধানসভার ভোটার লিস্টে ২০ থেকে ৩০ হাজার ভুয়ো নাম ঢোকানোর জন্য বাবুরা বাংলায় এসে বসে আছেন। এরপরই ভোটার তালিকা থেকে ভূতুড়ে নাম খুঁজে বের করতে দলের নেতা কর্মীদের বিধানসভা ভিত্তিক বুথ ধরে ধরে ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এদিন জেলার সভাপতি, চেয়ারম্যানদের নিয়ে এ সংক্রান্ত বৈঠকে বসেছিল কোর কমিটি। ওই বৈঠকের পরই সুব্রত বক্সী, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ চক্রবর্তীদের নেতৃত্বে তৃণমূলের এক প্রতিনিধি দল রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিসে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সুব্রত বক্সী, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াতে চলেছেন পিকে? নির্বাচনের আবহে বড় ইঙ্গিত 'ভোটকুশলীর'

পটনা, ৬ মার্চঃ বিহারের রাজনীতিতে তিনি বড্ড প্রাসঙ্গিক। শুধু বিহারই নয়। ২০১৪ সালে মোদি ও এনডিএ জোটের উত্থানের পর থেকেই প্রশান্ত কিশোরের নাম ছড়িয়েছে মানুষের মুখে মুখে। তবে পিকে নিজে যতটা না একজন রাজনীতিক, তার থেকে বেশি তিনি

একজন ভোটকুশলী। ২০১৮ সালে নীতীশ-ঘনিষ্ঠতার দরুন পিকেকে একবার দেখা গিয়েছিল দলীয় রাজনীতির অন্দরে। সেই সময় নীতীশের জেডিইউ-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন তিনি। হয়েছিলেন দলের সহ-সভাপতি। কিন্তু ২০২০ সাল আসতে, সেই পদও খুইয়ে বসেন পিকে। মতবিরোধের কারণেই বেরিয়ে যান দল থেকে। তারপর আবার ভোটকুশলীর কাজ। ২০২১ সালে বাংলা ও তামিলনাড়ুতে শেষবারের জন্য ভোটকুশলীর কাজ সেরে তিনি তৈরি করেন নিজের রাজনৈতিক দল। নাম দেন 'জন সুরাজ'। লোকসভা ভোটেও জন সুরাজ থেকে বিভিন্ন প্রার্থীদের দাঁড়াতে দেখা যায়। কিন্তু ভোটের রাজনীতিতে বিশেষ ডিভিডেন্ড তুলতে পারেনি তারা। সেই সময়কালে একাধিক সাক্ষাৎকারেই পিকে বলতেন, জন সুরাজ আসলে বদলের হাওয়া। তিনি সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দল চালাচ্ছেন না। বরং যারা বদলের স্বপ্ন দেখে, বিহারকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেওয়ার স্বপ্ন দেখে, তাদেরকেই সেই স্বপ্নপূরণে সাহায্য করতে চায় 'জন সুরাজ'। তবে বছর ঘুরেছে, সময় পাল্টেছে। চলতি বছরের নভেম্বরেই বিহারে সম্ভবত বাজবে নির্বাচনী নির্ঘণ্ট। আর তার আগেই এককালের 'কিং মেকার' এখন ইঙ্গিত দিচ্ছেন সরাসরি নির্বাচনী রাজনীতিতে নামার। আসন্ন নির্বাচনে 'জন সুরাজ' যে বিহারের ২৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রেই নিজেদের প্রার্থী দিতে চলেছে, সেই ঘোষণাটা আগেই করেছেন পিকে। এমনকি, নির্বাচনের জন্য তারা যে জোটও গড়তে পারে সেই নিয়েও বাড়ছে জল্পনা। কিন্তু নীতীশ-বিরোধী পিকে জোট গড়লে কার সঙ্গেই বা হাত মেলাবেন? বিহারের রাজনীতি নীতীশের পরেই যদি কারওর নাম এসে থাকে, তবে সেটি হল লালু-পুত্র তেজস্বী যাদব। কিন্তু বৃহস্পতিবার সেই জল্পনাতেও জল ঢেলে দেন জন সুরাজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর। তাঁর কথায়, ''আমার দলের কর্মীরা আমাকে বারবার তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে রঘপুর কেন্দ্র থেকে দাঁড়াতে বলছে। তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও দলের হাতেই।'' এরপর তুঙ্গে ওঠে জল্পনা। বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যে প্রার্থী হিসাবে পিকে-কেও দেখা যেতে পারে, সেই নিয়ে চড়েছে উত্তেজনা।

তৈরি বিশেষ তদন্ত কমিটি, উপাচার্যের রিপোর্ট পেতেই জরুরি বৈঠক রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ জল গড়িয়েছে হাইকোর্ট। খোদ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নামেও দায়ের হয়েছে এফআইআর। এবার যাদবপুর কাণ্ডে উপাচার্যের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। ক্ষমতা বলে তিনি আবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও বটে। ইতিমধ্যেই সেই রিপোর্ট তাঁর কাছে এসে গিয়েছে বলে খবর। সেই রিপোর্ট নিয়েই জরুরি বৈঠকও ডেকে ফেলেছেন বোস। সূত্রের খবর, তৈরি হয়েছে বিশেষ তদন্ত কমিটি। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই যাদবপুরকাণ্ডে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা দায়ের হয়েছিল। তারই শুনানিতে আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দেন বিচারপতি। অন্যদিকে যাদবপুরের অচলাবস্থা কাটাতে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা। যদিও আইনজীবী অর্ক নাগের করা ওই জনস্বার্থ মামলায় কোনও হস্তক্ষেপ করতে চায়নি হাইকোর্ট। বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম স্পষ্ট বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব আইন আছে। রাজ্য সরকারের নিজস্ব ক্ষমতা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে। আমরা এখানে বসে নেই রাজ্যকে সেই ক্ষমতা মনে করানোর জন্য। এদিকে ব্রাত্য-ওমপ্রকাশদের নামে এফআইআর হওয়ার আগে রবিবার পর্যন্ত যাদবপুর-কাণ্ডে আটচল্লিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে ফেলেছিল পুলিশ। একাধিক ছাত্রের বিরুদ্ধে চুরি, ছিনতাই, শ্লীলতাহানি, মারধরের অভিযোগ আনা হয়েছিল। শনিবার মন্ত্রীর গাড়ির তলায় চলে আসা আহত পড়ুয়া ইন্দ্রানুজ রায়ের বিরুদ্ধেও তিনটি জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছিল পুলিশ। অন্যদিকে বর্তমানে আবার অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। এমতাবস্থায় রাজ্যপাল তথা আচার্য নতুন কোনও পদক্ষেপ করেন কিনা সেটাই দেখার।

আজ বাজেট অধিবেশনের সেকেন্ড ইনিংস, কোন বড় সিদ্ধান্ত হতে চলেছে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ নানা চর্চা হলেও শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র দফতর নিয়ে বাজেট আলোচনা হচ্ছে না বিধানসভায়। সাতটি দফতর ছাড়া বাকি সব বাজেট গিলোটিনে যাবে বলেই খবর। আগামী সোমবার থেকে বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবে। কিন্তু, শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা কি হবে? হলে কতক্ষণ হবে? সূত্রের খবর, সে সব নিয়ে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা স্পিকারের চেম্বারে। ১০ তারিখ শুরু হয়ে বাজেট অধিবেশন দ্বিতীয় পর্ব শেষ হওয়ার কথা আগামী ১৯ তারিখ। এই কদিনে স্বরাষ্ট্র দফতরে মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতর নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না বলেই খবর। তা নিয়েই এবার নতুন করে চাপানউতোর শুরু

হয়েছে প্রশাসনিক মহলের অন্দরে। সূত্রের খবর, আলোচনা হবে শিক্ষা দফতর (প্রাথমিক, মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা), স্বাস্থ্য দফতর, বিদ্যুৎ দফতর, শ্রম দফতর, পঞ্চায়েত দফতর, পুর ও নগর উন্নয়য় দফতর নিয়ে। শেষ পর্যন্ত সেখানে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এখন সেটাই দেখার। কয়েকদিন আগে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, স্বরাষ্ট্র দফতর নিয়ে তো বিভিন্ন প্রশ্ন, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেন, অন্য দায়িত্বপ্রাপ্তরা বলেন। তবে কী হবে সেটা বিএ বা কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে ঠিক হবে। তবে আলোচনা না হলেও অসুবিধার কিছু নেই।

'খেলা হবে'র পাল্টা 'চালিয়ে খেলার' হুঙ্কার দিল এসএফআই, পাল্টা তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ যাদবপুরকাণ্ডে শুরু থেকেই ছেড়ে কথা বলতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস। অরূপ বিশ্বাস তো সাফ বলেছিলেন, যাদবপুর দখল করতে তাঁদের ১ মিনিট সময় লাগবে। ছেড়ে কথা বললেনি সায়নী ঘোষ থেকে কুণাল ঘোষের মতো নেতারা। এবার পাল্টা চালিয়ে খেলার হুঙ্কার এসএফআইয়ের। তৃণমূল পুলিশের সাহায্যে ক্যাম্পাসে ঢুকে মারধর করলে দেওয়া হবে পাল্টা জবাব। ইট মারলে পাটকেল খেতে হবে। ২০১১ থেকে ওরা ক্যাম্পাসে গ্রেট সিন্ডিকেট, ক্রাইম সিন্ডিকেট, দুর্নীতির সিন্ডিকেট চালিয়ে আসছে। ওরা যদি খেলা হবে পরিকল্পনা করে, তাহলে এবার আমরাও বলছি ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে চালিয়ে খেলা হবে। এদিন এ ভাষাতেই সাংবাদিক বৈঠক থেকে হুঙ্কার দিলেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে। প্রসঙ্গত, যাদবপুরকাণ্ডের পরেই সোমবার রাজ্যজুড়ে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক

দিয়েছিল এসএফআই। ধর্মঘটের আবহে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিচ্ছিন্ন অশান্তির ছবিও দেখা যায়। একাধিক কলেজে টিএমসিপি-র সঙ্গে এসএফআই কর্মীদের সংঘর্ষের ছবিও দেখা যায়। এদিকে ইতিমধ্যেই যাদবপুরকাণ্ডের জল গড়িয়েছে আদালতে। আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তা নিয়ে চাপানউতোর চলছে। অন্যদিকে শাসকের উপর চাপ বাড়িয়ে চলেছে বামেরাও। রোজই নেওয়া হচ্ছে নিত্যনতুন কর্মসূচি। এরইমধ্যে এবার ফের হুঙ্কার সৃজন ভট্টাচার্যদের উত্তরসূরীদের। এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে দেবাঞ্জন বলেন, ''বহিরাগত গুন্ডারা যদি ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকে ছাত্রীদের মারতে থাকে, যদি বহিরাগত গুন্ডারা পুলিশের সাহায্য নিয়ে তৃণমূল-টিএমসিপি-পুলিশ এক হয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যে মেয়েদের ধরে পেটাতে থাকে, রাস্তায় ফেলে মারতে থাকে তাহলে কী সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আক্রমণকারীদের দিকে ফুল ছুঁড়বে? এটা ২০২৫ সাল। ওরা যদি খেলা হবের পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে আমরাও বলছি ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে চালিয়ে খেলা হবে। এটার জন্য যেন সকলে প্রস্তুত হয়ে থাকে।'' পাল্টা সুর চড়িয়েছে রাজ্যের শাসকদলও। তৃণমূলের ছাত্র সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কর ভট্টাচার্য খোঁচা দিয়ে বলেন, ''হেলে ধরতে পারে না কেউটে ধরতে এসেছে। ওরা যখন এত বড় বড় লেকচার দেয় তখন শুনে হাসি পায়।''

ট্রলি ব্যাগে দেহাংশ গায়েবের পুনর্নির্মাণ, পাড়ার মধ্যে হুবহু সে দিনের ঘটনা ঘটালেন মা-মেয়ে

দুরন্ত বার্তা, উঃ ২৪ পরগনা, ৬ মার্চঃ আহিরীটোলা ঘাটে ট্রলি ব্যাগে দেহ উদ্ধারের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হলো। মধ্যমগ্রাম বীরেশপল্লির যে পথ ধরে মা-মেয়ে পিসি শাশুড়ির দেহ নিয়ে বেরিয়েছিল, সেই পথেই এ দিন চলল পুনর্নির্মাণ পর্ব। ইতিমধ্যেই কৃতকর্মের কথা স্বীকার করেছে মা আরতি ঘোষ, মেয়ে ফাল্গুনী ঘোষ। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারও করা হয়েছে খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র। আরতি ও ফাল্গুনীকে নিয়ে এ দিন মধ্যমগ্রামের বীরেশপল্লি, দোলতলা-সহ এলাকার যে রাস্তা ধরে দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে সেই সব জায়গায় পুনর্নির্মাণ চলে। ঘটনার দিন মা-মেয়ে, যা যা করেছিলেন, এ দিনও তাই তাই করতে হয় ক্যামেরার সামনে। পিসিশাশুড়ি সুমিতা ঘোষকে খুন করে স্থানীয় যে পুকুরে ধারাল বটি ফেলেছিলেন আরতি, এ দিন তাও দেখান। তবে আসল বটির জায়গায় ছিল এ দিন ছিল থার্মোকলের বটি। শুধু আরতি ও তাঁর মেয়েই নন, এ দিন ডাক পড়েছিল রাধানাথ হালদার নামে সেই ভ্যান চালকের। যাঁর ভ্যানে নীল ট্রলি ব্যাগটি নিয়ে গিয়েছিলেন আরতি ও ফাল্গুনী। ডাক পড়েছিল ট্যাক্সি চালক শ্যামসুন্দর দাসেরও।

ঘটনার দিন ভ্যানে দোলতলা মোড় এসেছিলেন মা ও মেয়ে। সেখান থেকে ট্যাক্সি ধরে কুমোরটুলি। এ দিন সবটা রেকর্ড করেন মধ্যমগ্রাম থানার তদন্তকারীরা। তবে ভ্যান চালক রাধানাথ হালদার জানান, মা-মেয়ে ভ্যান চালককে ঘটনার দিনের মতোই ১৩০ টাকা ভাড়া মেটালেও এর বাইরে কিছু পাওয়া যায়নি। ট্যাক্সিচালক শ্যামসুন্দর দাস জানান, সে দিন কুমোরটুলি ঘাটে যাওয়ার জন্য ৭০০ টাকা চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু মা-মেয়ে ৫০০ টাকা দেবেন বলেন। পরে ৬০০ টাকায় ভাড়া ঠিক হয়। ৩২-৩৩ বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছেন, এমন অভিজ্ঞতা হবে, তা তিনি ভাবতেও পারেননি। এ দিন যখন মা-মেয়েকে নিয়ে তদন্তকারীরা পাড়ায় এ দিক ও দিক ঘুরছে, এলাকার লোকজনের উৎসুক চাহনি। আরতি, ফাল্গুনী কী ভাবে এই কাজ করল, তা চাক্ষুষ করতে বাড়ির সামনে, দোকানের ধারে এ দিন জটলা ছিল চোখে পড়ার মতো।

হারসিলে মা গঙ্গার পুজো দিলেন প্রধানমন্ত্রী, ট্রেক ও বাইক র‍্যালির সূচনা

হারসিল, ৬ মার্চ ঃ উত্তরাখণ্ডের হারসিলের মুখওয়ায় মা গঙ্গার পূজার্চনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও ট্রেক ও বাইক র‍্যালির শুভ সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বৃহস্পতিবার সকালেই উত্তরাখণ্ডের দেহরাদূনে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখান থেকে তিনি যান হারসিলের মুখওয়ায়। বরফে ঢাকা হিমালয়ের নৈসর্গিক দৃশ্য চাক্ষুস করেন প্রধানমন্ত্রী।পরে তিনি মা গঙ্গার দর্শন ও পূজার্চনা করেছেন। স্থানীয় মানুষজনের লোকনৃত্য প্রদর্শনের সময় সবার মধ্যে মিশে যান প্রধানমন্ত্রী। একটি প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন তিনি। এরপরই পতাকা নেড়ে ট্রেক ও বাইক র‍্যালির শুভ সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

মারাঠিই হল মুম্বই, মহারাষ্ট্র ও রাজ্য সরকারের ভাষাঃ দেবেন্দ্র ফড়নবিস

মুম্বই, ৬ মার্চ ঃ মারাঠিই হল মুম্বই, মহারাষ্ট্র ও রাজ্য সরকারের ভাষা। জানিয়ে দিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্র বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফানবিস বলেছেন, মারাঠি হল মুম্বই, মহারাষ্ট্র ও রাজ্য সরকারের ভাষা এবং এখানে বসবাসকারী লোকজনের তা গ্রহণ করা উচিত।মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস আরও বলেছেন, মারাঠি ভাষা রাজ্যের সংস্কৃতি এবং পরিচয়ের একটি অংশ, এবং এটি শেখা প্রতিটি রাজ্যবাসীর কর্তব্য হওয়া উচিত। মারাঠি ভাষা মহারাষ্ট্রে সম্মানিত ও সংরক্ষিত হবে এবং এটি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

৭ মার্চ ভারতীয় ক্রিকেটের স্মরণীয় দিন, মাইলস্টোনে পৌঁছেছিলেন সানি

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ আজ, শুক্রবার, ৭ মার্চ ভারতীয় ক্রিকেটের স্মরণীয় দিন। এইদিন টেস্ট ক্রিকেটে ১০ হাজার রান করা প্রথম ব্যাটার - ক্রিকেটের সব থেকে দীর্ঘতম ও পুরনো ফর্ম্যাটে ১০ হাজার রান করা প্রথম ব্যাটার হয়েছিলেন সুনীল গাভাসকর। ১৯৮৭ সালের ৭ মার্চ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নিজের ১২৪-তম ম্যাচে আহমেদাবাদে এই মাইলস্টোনে পৌঁছেছিলেন সানি।১৬ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে টেস্ট ক্রিকেটে খেলে গাভাসকর ৩৪টি সেঞ্চুরি করেছিলেন। ১২৫টি টেস্ট ম্যাচ খেলে তিনি করেছিলেন ১০ হাজার ১২২ রান এবং নিয়েছিলেন ১টি টেস্ট উইকেটও।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল সুনীল গাভাসকরের। আর এই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেই খেলতে ভালো বাসতেন সানি। ৭০-৮০-র দশকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো শক্তিশালী দলকে হারানো খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু সানি সেই ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধেই ২৭টি ম্যাচে খেলে ১৩টি শতরান করেছিলেন।

উত্তরাখণ্ডের বিকাশে একসঙ্গে কাজ করছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারঃপ্রধানমন্ত্রী

হারসিল, ৬ মার্চঃ উত্তরাখণ্ডকে বিকশিত রাজ্যে উন্নীত করার লক্ষ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার একসঙ্গে কাজ করছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, উত্তরাখণ্ডে গত ১০ বছরে চারধাম অল ওয়েদার রোড, আধুনিক এক্সপ্রেসওয়ে, রেলপথ, বিমান এবং হেলিকপ্টার পরিষেবা দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের হারসিলে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, উত্তরাখণ্ডের এই দেবভূমি আধ্যাত্মিক শক্তিতে ভরপুর, চারধাম ও অনন্ত তীর্থের সঙ্গে আশীর্বাদপ্রাপ্ত।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, মা গঙ্গার কৃপায় আমি দশকের পর দশক ধরে উত্তরাখণ্ডের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আমি বিশ্বাস করি, মা গঙ্গার আশীর্বাদেই আমি কাশীতে পৌঁছেছি এবং এখন আমি একজন সাংসদ হিসেবে কাশীর সেবা করছি। সেইজন্যই আমি কাশীতেও বলেছিলাম, মা গঙ্গা আমাকে ডাকছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এই দশকে উত্তরাখণ্ডে পর্যটকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালের আগে, প্রতি বছর গড়ে ১৮ লক্ষ তীর্থযাত্রী চারধাম যাত্রায যেতেন। এখন প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসতে শুরু করেছেন। মোদী বলেছেন, এই বছরের বাজেটে ৫০টি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার বিধান রাখা হয়েছে। এই গন্তব্যস্থলগুলির হোটেলগুলিকে পরিকাঠামোর মর্যাদা দেওয়া হবে। এর ফলে পর্যটকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে।অন্যদিকে উত্তরাখণ্ডে পর্যটকের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এই দশকে উত্তরাখণ্ডে পর্যটকের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪ সালের আগে, প্রতি বছর গড়ে ১৮ লক্ষ তীর্থযাত্রী চারধাম যাত্রায় যেতেন। এখন প্রতি বছর প্রায় ৫০ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসতে শুরু করেছেন। মোদী বলেছেন, এই বছরের বাজেটে ৫০টি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার বিধান রাখা হয়েছে। এই গন্তব্যস্থলগুলির হোটেলগুলিকে পরিকাঠামোর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর ফলে পর্যটকদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং স্থানীয় কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি পাবে। বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের হারসিলে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমাদের প্রচেষ্টা হল, উত্তরাখণ্ডের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিও যেন পর্যটনের বিশেষ সুবিধা পায়। আগে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিকে বলা হত শেষ গ্রাম। কিন্তু আমরা সেই চিন্তাভাবনা বদলে দিয়েছি, আমরা বলেছি এটি আমাদের শেষ গ্রাম নয়, আমাদের প্রথম গ্রাম। সীমান্তবর্তী গ্রামের উন্নয়নের জন্য 'ভাইব্র্যান্ট ভিলেজ' কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

৯ মার্চ আগরতলায় বিজেপির জনসমাবেশ, আসবেন জে পি নাড্ডা

আগরতলা, ৬ মার্চঃ৮ মার্চ ত্রিপুরায় দ্বিতীয় বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি হচ্ছে। এই দুই বছরে সরকার জনকল্যাণে যে সমস্ত কাজ সম্পাদন করেছে তার জন্য রাজ্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজধানীর স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে সমাবেশের আয়োজন করতে চলেছে বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি। ৯ মার্চ এই জনসমাবেশ হবে। এই জনসমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা। বুধবার বিজেপি রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।রাজীব ভট্টাচার্য আরও বলেন, জনসমাবেশে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা, মন্ত্রিসভার সদস্যরা, দলের বিধায়করা এবং সাংসদরা। সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা গত দুই বছরে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলি জনগণের সামনে তুলে ধরবেন ।প্রদেশ বিজেপি সভাপতি জানান, আসন্ন এই মহাসমাবেশকে সফল করে তুলতে নয় সদস্যের একটি টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিমের নেতৃত্বে রয়েছেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন মন্ত্রী প্রনজি সিংহ রায়, মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, দলের প্রদেশ কমিটির তিনজন সাধারণ সম্পাদক, প্রদেশ কমিটির সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্তপ্রমুখ। এছাড়াও আরো কয়েকটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানান প্রদেশ বিজেপি সভাপতি।এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জন সমাবেশের জন্য সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের লক্ষ্যে একটি লগু প্রকাশ করা হয়। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি আরো জানান, রাজ্যভিত্তিক এই সমাবেশের পর পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে জেলা, মন্ডল এবং বুথ ভিত্তিক এই কর্মসূচি পালন করা হবে।

সাঁকরাইলের গ্রামীণ হাসপাতালের বাইরে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, তদন্ত কমিটি গঠন

হাওড়া, ৬ মার্চ ঃ সাঁকরাইলের গ্রামীণ হাসপাতালের বাইরে বৃদ্ধার মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। বুধবার রাতে ওই হাসপাতালেই ভর্তি করা হয়েছিল বৃদ্ধাকে। সকালে হাসপাতালের সামনে রাস্তার ওপর তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীরা। হাসপাতালের গাফিলতির জেরেই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। এই ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।মৃত বৃদ্ধার ছেলে জিতেন্দ্র পাশী বলেন, 'হাসপাতালে ভর্তি করেছিল, বাইরে কী করে এল? আমি প্রশ্ন করছি। মা এসে দেখছি বাইরে পড়ে আছে। রাতে হাসপাতালে ভর্তি করে গেলাম। এসে দেখছি বাইরে পড়ে আছে। চিকিৎসক বলছে মা হাসপাতালে আসেনি।'সাঁকরাইলের এক বাসিন্দা বলেন, 'এখানে গ্রামীণ হাসপাতালে কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। যে যেরকম পারে সেরকম করে। কোনও নিয়ম নেই, কিচ্ছু নেই। হাতে বোতল নিয়েও চলে আসে। অনেক সময় হাসপাতালের সামনেই প্রসব হয়ে যায়। বলতে গেলে থানায় হাসপাতালের লোক ফোন করে দেয়, আমাদের নামে অভিযোগ করে, আমাদেরই গ্রেফতার করানোর চেষ্টা করে। আয়া যেগুলো আছে, ওদের ব্যবহার দেখলে কী বলবেন। সরকারি চাকরি করছে তারপরেও এত গরম দেখায় বলে বোঝানো যাবে না।'

প্রাণীসম্পদ স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি সংশোধনীতে অনুমোদন মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি,৬ মার্চ ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে গত বুধবার প্রাণীসম্পদ স্বাস্থ্য ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এলএইচডিসিপি) সংশোধনীতে অনুমোদন দেওয়া হযেছে। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রকল্পটির তিনটি উৎপাদন রয়েছে। সেগুলি হল- জাতীয় পশু রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (এনএডিসিপি) এবং এলএইচ অ্যান্ড ডিসি এবং পশু ঔষধী। এলএইচ অ্যান্ড ডিসি এইচ-এর ৩টি উপাদান। সেগুলি হল, জটিল পশু রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, বর্তমান পশু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারিগুলির মানোন্নয়ন ভ্রাম্যমান পশু চিকিসা ইউনিট ও পশু রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজ্যগুলিকে সহায়তা করা। পশু ঔষধী হল একটি নতুন উৎপাদান। এই প্রকল্পের জন্য দু বছরে ৩,৮৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।এলএইচডিসিপি বাস্তবায়নে টিকাদানের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ করা হয়। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য সেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং পিএম কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র ও সমবায় সমিতি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জেনেরিক ভেটেরিনারি ওষুধ পাওয়ার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে।প্রকল্পটি টিকাদান, নজরদারি এবং স্বাস্থ্য সেবা সুবিধার উন্নয়নের মাধ্যমে গবাদি পশুর রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সাহায্য করবে। এছাড়া এই প্রকল্পটি উপাদনশীলতা বাড়াবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, উদ্যোক্তাদের উসাহিত করবে ও রোগের কারণে কৃষকদের অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রতিরোধ করবে।

পরীক্ষার্থীদের রোষের মুখে শিক্ষকরা, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আশ্বাস দিলেন উচ্চ মাধ্যমিক সংসদ সভাপতি

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃউচ্চ মাধ্যমিক সংসদের নিয়ম মানতে গিয়ে শেষমেশ পরীক্ষার্থীদের রোষের মুখে পড়ে হাসপাতালে চামাগ্রাম হাইস্কুলের ছয় শিক্ষক। এই ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক উল্লেখ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পথে যাবেন বলে জানান সংসদ সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।তিনি দাবি করেন, আমরা দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেব। যাতে এই জাতীয় ঘটনা আর কোথাও না হয়। যদিও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে ওই স্কুলে দ্বিতীয় দিনের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয় বুধবার। রাজ্যে মোট ২০৮৯ কেন্দ্রে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। সোমবার বাংলা পরীক্ষায় কোনও বেনিয়মের ছবি দেখা যায়নি। এক দিকে কড়া নিরাপত্তা ও অন্যদিকে স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের নজরদারির মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় প্রথমদিনের পরীক্ষা।এদিনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। রাজ্যের ২০৮৮ টি কেন্দ্রে যে ধরনের বেনিয়ম বা হামলা হয়নি, তার নজির মালদার এই স্কুলে থাকায় অনিয়মের সঙ্গে আপোষ না করার বার্তা দিয়েছেন সংসদ সভাপতি। চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানান, ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এরকম ঘটনা কোনওভাবেই কাম্য নয়। এই ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত কঠোর। আমরা অনিয়মের সঙ্গে আপোষ করিনি। আমরা মুঠোফোন বা চিট করার ঘটনায .কড়া পদক্ষেপ নিয়ে থাকি।যাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস আর কোনও স্কুলে পরীক্ষার্থীরা না দেখাতে পারে তা নিয়ে সংসদ সভাপতি স্পষ্ট জানান, তল্লাশি সব জায়গাতেই হচ্ছে। ২০৮৯ পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা হচ্ছে। এই ঘটনা বাংলা পরীক্ষাতে কোথাও হয়নি। ইংরাজিতেও ২০৮৮ পরীক্ষাকেন্দ্রে কোথাও হয়নি, কোনও সমস্যা হয়নি। শুধুমাত্র একটি পরীক্ষাকেন্দ্রে হয়েছে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এটা কাঙ্খিত নয়।

হরিয়ানায় ২০ কেজির বেশি গাঁজা-সহ ধৃত দুই

সিরসা, ৬ মার্চ ঃহরিয়ানার সিরসা জেলার পুলিশের বিশেষ অভিযানে দুই মাদক পাচারকারী গ্রেফতার। বুধবার রাতে ভাবদীন টোল প্লাজা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ২০ কেজি ৮৭০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। টোল প্লাজার কাছে সন্দেহজনকভাবে বসে থাকা অবস্থায় তাদের হাতে থাকা প্লাস্টিকের বস্তাগুলোর তল্লাশি চালানো হয় এবং তার মধ্যেই গাঁজা পাওয়া যায়।প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, অভিযুক্তরা স্বীকার করেছে যে তারা বিহার থেকে গাঁজা সংগ্রহ করে সিরসা, ডিং ও আশপাশের এলাকায় সরবরাহের পরিকল্পনা করছিল। পুলিশের ধারণা, তারা কোনও বড় মাদক চক্রের সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরেই এই কাজে যুক্ত।

সংখ্যালঘু কল্যাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সরকারঃকিরেন রিজিজু

তিরুবনন্তপুরম, ৬ মার্চ ঃ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার। এমনটাই বললেন সংসদ বিষয়ক ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বৃহস্পতিবার কেরলের তিরুবনন্তপুরমে অনুষ্ঠিত দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কর্মক্রম-এর আঞ্চলিক পর্যালোচনা সভা এবং প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বক্তব্য রাখার সময় রিজিজু বলেছেন, কেরল সরকার ন্যাশনাল মাইনরিটিস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফাইন্যান্স কর্পোরেশন-এর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্রিয় এবং অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে। তিনি কল্যাণমূলক কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সংস্থাগুলির সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। রিজিজু আরও বলেছেন, ভারত এমন একটি দেশ যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি সম্প্রীতিতে বাস করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত পরিকল্পনা প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণের জন্য তৈরি করা হয়েছে। তিনি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ-এ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

৭-৮ মার্চ গুজরাটে সফর প্রধানমন্ত্রীর, নারী দিবসে রয়েছে বিশেষ কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৭-৮ মার্চ গুজরাট সফরে যাচ্ছেন। এই সফরের সময় ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে গুজরাটের নভসারিতে 'লাখপতি দিদি সম্মেলন'-এ অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'লাখপতি দিদি সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে নভসারির বাঁশি-বরসিতে।এই অনুষ্ঠানে তিনি রাজ্য জুড়ে ২৫ হাজারেরও বেশি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠী থেকে আড়াই লক্ষেরও বেশি মহিলাকে ৪৫০ কোটি টাকারও বেশি আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন।

হাসপাতালে ভর্তি হয়ে তোপের মুখে উপাচার্য, সরব অধীর, নেটনাগরিকরা

কলকাতা, ৬ মার্চ ঃ গত বুধবার বেলা ৪টেয় ফুরোয় আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের প্রস্তাবিত বৈঠকের চূড়ান্ত সময়সীমা'। এই অবস্থায় তার কয়েক ঘন্টা আগে বুধবার হাসপাতালে ভর্তি হলেন যাদবপুরের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য। এই ঘটনার সমালোচনা করলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীর চৌধুরী। নেটনাগরিকদের তোপের মুখেও প।নে উপাচার্য।অধীরবাবু সংবাদমাধ্যমে বলেন, ' করতে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অন্তর্বর্তী উপাচার্য। এ সব তো আমরা বুঝি! ছাত্রদের সঙ্গে এরকম নাটক করার মানেই হয় না।সামাজিক মাধ্যমে আক্রমণ হানেন নেটনাগরিকরা। শেখ আকবর আলি লিখেছেন, এই রকম করে যখন টিএমসি নেতা মন্ত্রীদের সিবিআই ইডি গ্রেফতার করে। আমারও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে এই বুদ্ধি কে শেখালো? মুরলি মজুমদার লিখেছেন, অপারেশন তিয়েন এন মেইন স্কয়ার করলে সব সিধে হয়ে যাবে।হরিনারায়ণ বসু লিখেছেন, ১৭০৯০ মোটেই হাসপাতালে ভর্তির মতো হাই প্রেশার নয.এবং হাসপাতালও ভর্তি নেবে না, আপনার ব্যাপারে তো অবশ্যই। অতঃ কিম! অনির্বান দে লিখেছেন, অবসর দেয়া হোক, অসুস্থ।গৌরাঙ্গ মণ্ডল লিখেছেন, সিপি আর বিপি কোনোদিন ঠিক থাকেনা।সোনালি চক্রবর্তী লিখেছেন, ওপর থেকে ভর্তি হতে বলেছে। মরে গেলেও ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে দেওযা চলবে না,চলবে না।রাজদীপ লিখেছেন, কালীঘাট থেকে কল করে বলে দিয়েছে তাই ভর্তি হতে হচ্ছে। দিগন্ত এস নাগ লিখেছেন, এইসব তো ওপর মহলের আদেশ। জনগন কি এতই বোকা নাকি।শেখর ভট্টাচার্য লিখেছেন, মদনাইটিস রোগে আক্রান্ত। সুজাতা ঘোষরায় লিখেছেন, নাট্যকারকে একই ঘরে রাখার দাবি উঠুক! স্ক্রিপ্ট যেন জবরদস্ত হয়। হাসান রসিদ লিখেছেন, এদের শান্তির জায়গা হলো হাসপাতালের বিছানা.... এরা আমৃত্যু হাসপাতালের বিছানায় শান্তিতে থাক.....।শমিতাভ ভট্টাচার্য লিখেছেন, অন্ডকোষের গণ্ডগোল হলে পরে বুকে চিনচিন ব্যথা করে।শুভার্থ দাস লিখেছেন, উডবার্ন ওয়ার্ড খালি আছে তো ? অরুণা দত্ত লিখেছেন, হাসপাতাল হচ্ছে উনাদের রক্ষাকবচ।সুজাতা সেনগুপ্ত লিখেছেন, বুক ধড়ফড় নাকি চিন-চিনে ব্যথা? প্রশান্ত সাহা লিখেছেন, ঠিক পথে এগোচ্ছে..টিকিট পেতে পারেন....।প্রণব হর লিখেছেন, অস্থায়ী উপাচার্য। ভেকধারী। ষাযন্ত্রে লিপ্ত। শিক্ষক নামের কলঙ্ক। তুষার হালদার লিখেছেন, মদন রোগ ধরেছে।শোভন রায় লিখেছেন, লোকটা এটা কিন্তু দারুন গিয়েছে। মিটিং করতে পারবে না। এখন কেউ ওকে দোষও দিতে পারবে না।তিনু দের সংস্পর্শে থাকলে এসব বুদ্ধি নিজে থেকেই আসে। ব্রাত্য যেমন খুব অসুস্থ হযে.শুধু বিপি চেক করে ফিরে গেলো। মনোজ রায় লিখেছেন, এতদিন অসুস্থ হয়ে বাড়িতে ছিল। এখন নাটক করে হসপিটালে ভর্তি হলো।

দেহরাদূন পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী, বিমানবন্দরে স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

দেহরাদূন, ৬ মার্চ ঃ দেহরাদূন পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে দেহরাদূনের জলি গ্রান্ট বিমানবন্দরে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানান উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। মুখ্যমন্ত্রী ধামি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, যিনি তাঁর উদ্যমী নেতৃত্ব এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের উন্নয়নকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন, দেশের উন্নতির একজন মহান অন্বেষণকারী, দেহরাদূনে তাঁর আগমনে তাঁকে আন্তরিকভাবে স্বাগত ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।উত্তরাখণ্ডের হারসিলে এদিন কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর। হারসিলে ট্রেক ও বাইক র‍্যালির সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং হারসিলে একটি জনসমাবেশেও ভাষণ দেবেন।

তেলেঙ্গানা এমএলসি ভোটে বিজেপির ঝুলিতে দু'টি আসন, কর্মীদের শুভেচ্ছা মোদীর

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃ তেলেঙ্গানা এমএলসি ভোটে বিজেপির ঝুলিতে এসেছে দু'টি আসন। এই দু'টি আসন জয়ের পর বিজেপি কর্মীদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বিজেপি কর্মীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করেছেন, এমএলসি নির্বাচনে এমন অভূতপূর্ব সমর্থন দিযে.বিজেপি তেলঙ্গানাকে আশীর্বাদ করার জন্য আমি তেলেঙ্গানার জনগণকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের নবনির্বাচিত প্রার্থীদের অভিনন্দন। প্রধানমন্ত্রী এক্স মাধ্যমে আরও লিখেছেন, আমি আমাদের দলীয় কর্মীদের জন্য খুবই গর্বিত, যারা অত্যন্ত পরিশ্রমের সঙ্গে জনগণের মধ্যে থেকে কাজ করছেন। উল্লেখ্য, তেলেঙ্গানা এমএলসি নির্বাচনে ৩টি আসনের মধ্যে দু'টিতে জয়লাভ করেছে বিজেপি। বিজেপি প্রার্থী চিন্নামিল আঞ্জি রেড্ডি ৪,৯৯, ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।

দিল্লির জনগণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব, আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী রেখার

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃদিল্লির জনগণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব, আশ্বাস দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। একইসঙ্গে দিল্লির পূর্বতন আম আদমি পার্টির সমালোচনা করেছেন তিনি। বৃহস্পতিবার দিল্লির শালিমার বাগ বিধানসভা এলাকা পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেছেন, ''পয় ঃ নিষ্কাশনের কারণে এখানকার মানুষ বিপর্যস্ত, ড্রেন এখনও তৈরি হয়নি''। একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় যে কাজ করার কথা ছিল তা এখনও হয়নি।মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা আরও বলেছেন, ছোট বাজার কমপ্লেক্সগুলিও একই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বড় বাজার এলাকাগুলি স্যানিটেশনের মতো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। আগের সরকার শুধু জনগণের সমস্যা ও কষ্টের বিজ্ঞাপন দিত, কিন্তু আমি এসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।

কসবা কাণ্ডে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে ঋণ আদায়কারী গ্রেফতার

কলকাতা, ৬ মার্চঃ কসবার হালতুর পূর্বপল্লীতে একই পরিবারের তিন সদস্যের মৃত্যুর ঘটনায় এবার আরও একজন গ্রেফতার হলেন।মৃত দম্পতির সুইসাইড নোটের ভিত্তিতে আগেই গ্রেফতার করা হয়েছিল সোমনাথ রায়ের মামা-মামিকে। এবার গ্রেফতার এক লোন এজেন্ট । ওই ব্যক্তিরও নাম সুইসাইড নোটে ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর মিলেছে।নিজেদের একমাত্র আড়াই বছরের ছেলে রুদ্রনীলকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আত্মঘাতী হয়েছেন। তার আগে দেওয়ালে পেন্সিলে সুইসাইড নোট লিখে গিয়েছিলেন রায় দম্পতি। তারই ভিত্তিতে আগেই সোমনাথ রায়ের মামা-মামিকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এবার গ্রেফতার এক লোন এজেন্টকে। ধৃতের নাম চঞ্চল মুখোপাধ্যায়।

গোবিন্দঘাট থেকে হেমকুণ্ড সাহেব জি রোপওয়ে উন্নয়ন প্রকল্প পর্বতমালা পরিযোজনায় অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে অর্থনৈতিক বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কমিটি (সিসিইএ) উত্তরাখণ্ডের গোবিন্দঘাট থেকে হেমকুণ্ড সাহেব (১২.৪ কিমি) রোপওয়ে উন্নয়ন প্রকল্প পর্বতমালা পরিযোজনায় অনুমোদন দিয়েছে। গত বুধবার এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, এর জন্য ব্যয় হবে ২,৭৩০,১৩ কোটি টাকা।পিআইবি এও জানিয়েছে, বর্তমানে গোবিন্দ ঘাট থেকে হেমকুণ্ড সাহেব পর্যন্ত ২১ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয় পায়ে হেঁটে অথবা ঘোড়া ও পাল্কিতে করে। এই রোপওয়েটি তীর্থযাত্রীদের এবং হেমকুণ্ড সাহেবে ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে পরিকল্পনা করা হয়েছে।রোপওয়েটি সরকারি-বেসরসারি অংশীদারিত্বে তৈরি করা হবে। প্রতি ঘণ্টায় একদিকে ১,১০০ যাত্রী বহন করতে পারবে। প্রতিদিন

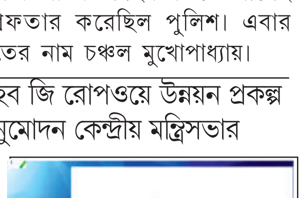

যাত্রী বহন ক্ষমতা হবে ১১,০০০।এই রোপওয়ে প্রকল্পটি নির্মাণ ও পরিচালনার সময় আতিথেয়তা, ভ্রমণ, খাদ্য ও পানীয় (এফঅ্যান্ডবি) ও পর্যটনের মতো ক্ষেত্রগুলিতে সারা বছর ধরে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।হেমকুণ্ড সাহেব উত্তরাখণ্ডের চামৌলি জেলায় ১৫,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। পবিত্র স্থানে প্রতিষ্ঠিত এই গুরুদ্বারটি প্রতি বছর মে থেকে সেপ্টেম্বর এই ৫ মাস খোলা থাকে। বছরে ১.৫ থেকে ২ লক্ষ তীর্থযাত্রী এখানে আসেন। হেমকুণ্ড সাহেব বিখ্যাত ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স-এর প্রবেশদ্বার হিসেবে স্বীকৃত।

নতুন উদ্যোগ, আমেরিকার বিশ্বকাপ ফাইনালে থাকছে অভিনব চমক

জুরিখ, ৬ মার্চ ঃ ১৯ জুলাই, ২০২৬, আমেরিকার নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে হবে ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনাল।এই ফাইনালে দর্শকদের জন্য থাকছে বিশেষ চমক। আর তা হল সুপার বোলের আদলে জমকালো হাফটাইম শো! এই অনন্য সাংস্কৃতিক আয়োজন বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম। এই বিশেষ চমকের ঘোষণা বুধবার রাতে করেছেন ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো।এই বিশেষ শো প্রযোজনা করবেন বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ ব্যান্ড কোল্ডপ্লের লিড সিঙ্গার ক্রিস মার্টিন ও ম্যানেজার ফিল হার্ভে। এর জন্য হাফটাইমের বিরতি ১৫ মিনিটের জায়গায় কিছুটা দীর্ঘায়িত হতে পারে। বিশ্বকাপের ফাইনালে এই নতুন উদ্যোগ ফুটবলপ্রেমীদের জন্য এক নতুন চমক হতে যাচ্ছে। আর এই চমক ফুটবল সংস্কৃতির নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

বড়সড় সাফল্য, উত্তর প্রদেশে গ্রেফতার বিকেআই সন্ত্রাসী লাজার মসিহ

কৌশাম্বী, ৬ মার্চ ঃ বড়সড় সাফল্য পেল উত্তর প্রদেশ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ও পঞ্জাব পুলিশ। উত্তর প্রদেশ এসটিএফ ও পঞ্জাব পুলিশের যৌথ অভিযানে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার হয়েছে বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল (বিকেআই) এবং আইএসআই মডিউলের একজন সক্রিয় সন্ত্রাসী। পঞ্জাবের অমৃতসরের বাসিন্দা ওই সন্ত্রাসীর নাম - লাজার মসিহ।উত্তর প্রদেশ এসটিএফ সূত্রের খবর, ধৃত সন্ত্রাসী স্বর্ণ সিং ওরফে জীবন ফৌজির জন্য কাজ করে। বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের (বিকেআই) জার্মান ভিত্তিক মডিউলের প্রধান ও পাকিস্তানের আইএসআই অপারেটিভদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখত সে। ধৃতের কাছ থেকে ৩টি হ্যান্ড গ্রেনেড, ২টি ডেটোনেটর, ১৩টি কার্তুজ এবং ১টি বিদেশী তৈরি পিস্তল-সহ অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে।

আবহাওয়া

বসন্তেই গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজও। বৃষ্টির দেখা নেই, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে আগামী দুই থেকে তিন দিন সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পরের দু'দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।মহানগরী কলকাতায় ফের নামল ন্যূনতম তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসন্তের আমেজ অনুভূত হলেও, মহানগরীতে গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও গরম বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল৮ টা ৫২ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫২ মিনিট। ভাটা-সকাল৮ টা৫২মনিট এবং রাত ২ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১০মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৫মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২২ ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার, ইংরেজীঃ৭ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ২১ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ২০ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৯ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈ৫ লমতা, আসামঃ১৮ ফাগুন, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৭ঃ৪২ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৮ঃ৪২ঃ৫২(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ২০ঃ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্তনক্ষঃভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃবালব রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃইঃদ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১৮ঃ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ০৩ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৭ঃ১১ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০২০১৬৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২৪৫৪২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২২২২৪৯ (৭) ১ পদবুধঃ ১১৪২৬৪ (২৬) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮৪৭২৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ১১১০৪৬১২ (২৬) ৩ পদশনিঃ ১০২৪১০২০ (২৫) ২ পদরাহুঃ ১১৬১৪৪৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৬১৪৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রি।লগ্নঃকুম্ভ রাশি সকাল ০৬ঃ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০ঃ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ১৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

Government of India

সাধ্যের মধ্যে দামে উন্নত মানের জেনেরিক ওষুধ

প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি কেন্দ্রের মাধ্যমে

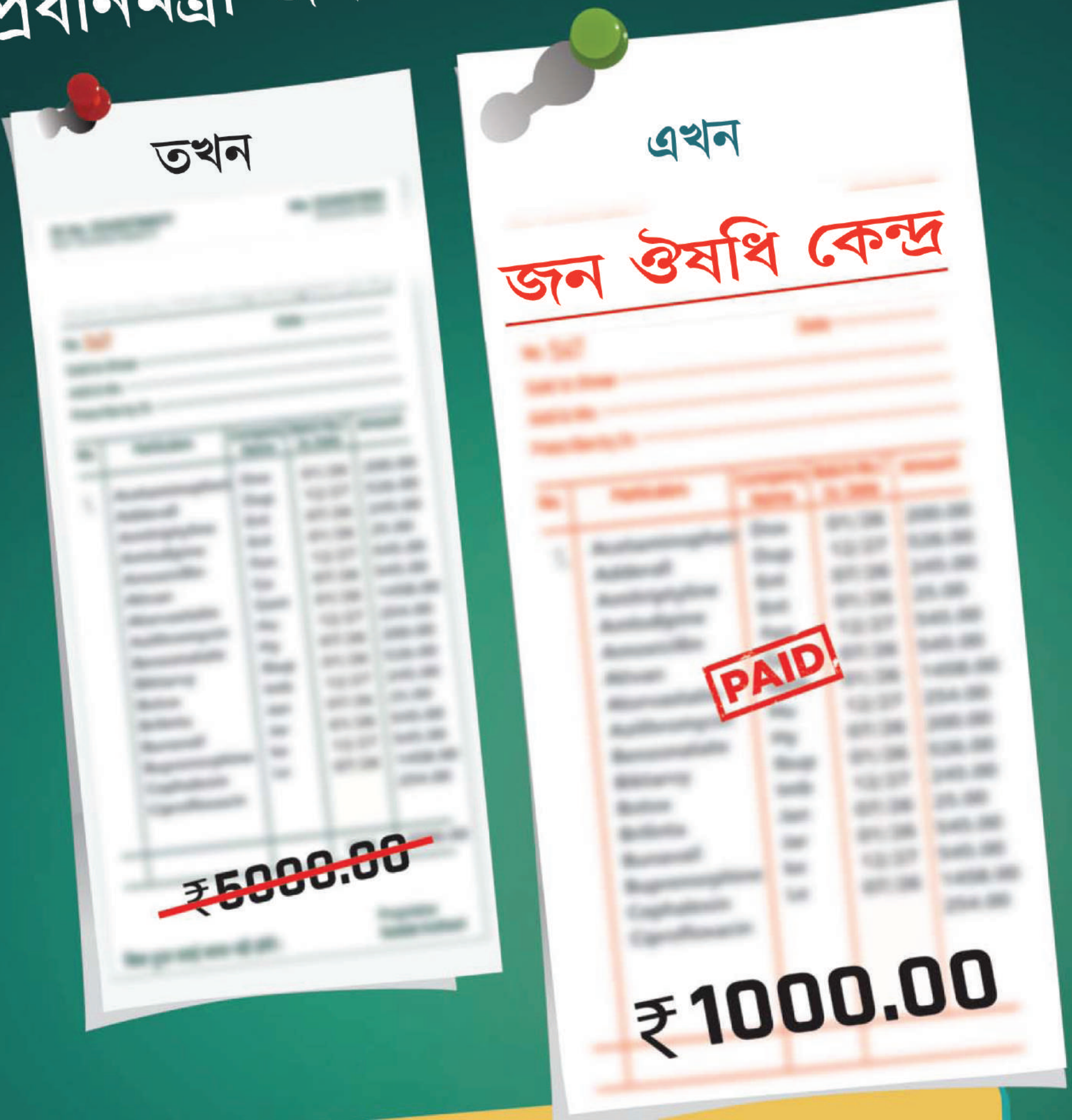

বিগত ৬ বছরে গরিব ও অভাবীদের

৩০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয়

- দেশজুড়ে ১৫,০০০+ জন ঔষধি কেন্দ্র
- ৫০%-৯০% সস্তায় ওষুধ
- ২০০০-এর বেশি জেনেরিক ওষুধ
- সাধ্যের মধ্যে ক্যান্সারের ওষুধ
- মাত্র ১ টাকায় স্যানিটারি প্যাড
- হু এবং এনএবিএল-প্রত্যয়িত উচ্চ-মানের ওষুধ

২০২৭-এর মধ্যে দেশজুড়ে ২৫,০০০ জন ঔষধি কেন্দ্র

৭ জানুয়ারি জন ঔষধি দিবসে শুভেচ্ছা

নিকটবর্তী জন ঔষধি কেন্দ্রের খোঁজ পেতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

cbc 02107/13/0006/2425

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৯৬ সংখ্যা, শুক্রবার ২২ ফাল্গুন ১৪৩১

ইতিহাসবিদ সুকুমার সেন

সত্যিই তাঁর কাছে বাঙালি জাতি অনেক ঋণী । অথচ সেই গুণী মানুষটি কখনও নিজেকে পণ্ডিত হিসেবে দাবি করেন নি। পাণ্ডিত্যের পন্থী বলতে ভালবাসতেন, বলতেন প্রবন্ধ পড়ে লোকে তাঁকে যতটা পণ্ডিত ভাবে তিনি আসলে তেমন পণ্ডিত নন, পাঁচটা বই দেখে প্রবন্ধ লিখেছেন মাত্র। তবে সত্যিকারের পণ্ডিত হওয়ার স্পৃহা বারবার জেগে উঠে তাঁকে গবেষণার কাজে ঠেলে দিয়েছে। পড়াশোনা ছাড়া খেলাতেও আগ্রহ তাঁর। একবার মোহন-ইস্ট ডার্বি দেখতেও যান। প্রিয় ক্রিকেটার গাওস্কর, কপিল নন। ভারতের খেলা থাকলেই তাঁর জিজ্ঞাসা, মহিন্দর অমরনাথ আর রজার বিনি কেমন খেলেছে রে? কঠিন অসুখে পড়ে জীবন সংশয় হলে গৃহদেবতা রঘুনাথের আশীর্বাদে রোগমুক্তির পরে নামকরণ হল রঘুনাথ। তবে অনিল হোক বা রঘুনাথ কেউ স্থায়ী হতে পারেননি, স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় সুকুমার নাম সবার পছন্দ হলে সেই নামে আত্মপ্রকাশ ও আত্মপরিচয়। পাণ্ডিত্য আর রসবোধের সম্মিলনে আচার্য সুকুমার সেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় নাম। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় সব থেকে পছন্দের সাবজেক্ট ছিল গণিত,সেই সময়ে বীজগণিত নিয়ে কিছু গবেষণা করেছেন। ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটিতে নিজের আবিস্কৃত থিয়ারেম পাঠিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন। তবে দুঃখের বিষয় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে গণিত ছাড়তে হয় কারণ সেখানে গণিত ছিল না। যখন এম এ পরীক্ষা দিচ্ছেন একটি বাক্যে একটি পদে সামান্য ভুল, সুকুমার উত্তর পত্রে রবীন্দ্রনাথের ভাষাচার্য আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখে দিয়েছিলেন আসল উত্তর। সুনীতিকুমার সেই ঘটনা ভুলে যান নি, বেশ কয়েক বছর পরে মুহাম্মদ শহীদুল্লাহের সঙ্গে অন্যতম প্রিয় ছাত্রের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় বলেন 'ইনি আমার ছাত্র,আমার প্রশ্নপত্রে ভুল ধরেছিলেন'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় সুকুমারের প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'বাংলার নারী ভাষা' প্রকাশিত হয়। এইভাবে গুরুশিষ্যের মধ্যে ধীরে ধীরে মানসিক অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। সুকুমার সেন বিলেত থেকে ডিগ্রি আনতে পারেন নি। কারণ বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যু। তিনি সুকুমারের থিসিস কপি চেয়ে নিয়েছিলেন নিজে পড়বেন বলে। তবে সেই নিয়ে খেদ ছিল না সুকুমার সেনের মনে গর্ব করে বলতেন তিনি পুরোপুরি Home backed scholar. যদিও সবাই বলেন সুকুমার সেনের সব থেকে বড় কীর্তি 'ভাষার ইতিহাস ও সাহিত্যের ইতিহাস 'রচনা। ODBL সহজপাঠ্য ছিল না সহজ প্রাপ্য তো নয় ।তাই লিখতে হল ভাষার ইতিবৃত্ত। প্রথমে আকারে কৃশকায়,পরে বিভিন্ন সংস্করণে সংস্কারে সংশোধনে ও সংযোজনের মধ্য দিয়ে প্রায় নতুন আকার ধারণ। সত্যি বলতে সুকুমার সেন কে সচরাচর ভাষাবিজ্ঞানী,মিথ ও ধর্মকথার ব্যাখ্যাতা ও ঐতিহাসিক,তথ্যসন্ধানী বলা হয় ।তাই তাঁর সমাদার,খ্যাতি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই তিনি বাঙালি সাহিত্য সমালোচকদের অগ্রগণ্য।

অভিমানী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনটে দোষ ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন সাংবাদিক রবি বসুর কাছে। এক, তিনি টাকা ধার দিয়ে ফেরত চাইতে পারতেন না। দুই, নিজের জন্য কিছু চাইতে পারতেন না। আর তিন, সেটাই সবচেয়ে ঝামেলার, তিনি কারও অন্যায় কথাবার্তা সহ্য করতে পারতেন না। আর এই শেষেরটার জন্য কত মানুষের অপ্রিয় হয়েছেন কতবার। সেই সেবার এক ইন্টালেকচুয়াল স্টার থিয়েটারে বসে একমনে মহাশ্বেতা দেবীর কুৎসা গাইতে ব্যস্ত। কেন তিনি বিজন ভট্টাচার্য্যকে ছেড়ে অজিত গুপ্তকে বিয়ে করলেন তা নিয়ে রসিয়ে চারটি গপ্পো করছিলেন। বোঝেন নি ভিতরেই ভানুবাবু আছেন। আচমকা বাইরে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,আচ্ছা মশাই আপ্নের পিতৃদেব এই বৎসর কত বিঘা জমিতে ধান চাষ দিছেন? ভদ্রলোক অবাক। আমার বাবা ধান চাষ করবেন কেন? তিনি তো দেহ রেখেছেন অনেকদিন হল। -বেশ। তবে বাঁইচা গেছেন। জীবিত থাকলে জিগাইতাম মহাশ্বেতা দেবী আপনের কয় বিঘা জমির পাকা ধানে মই দিসে যে আপনের ইন্টালেকচুয়াল পুত্তুর তারে লইয়া প্যাচাল পাড়তাসে? জন্মের সময় এমন পোলারে নুন দিয়ে মাইরা ফেলেন নাই ক্যান? আবার এই ভানুই যখন জানতে পারেন এইচ এম ভি নতুন কমেডিয়ান সুশীল চক্রবর্তীকে ভাগিয়ে দিয়েছে, বলেছে ভানু ছাড়া কারও রেকর্ড করবে না, তখন তিনিই ফোন করে শর্ত রাখেন,সুশীলের রেকর্ড করলেই আমি রেকর্ড করুম। নয়তো গুডবাই। এইচ এম ভি মেনে নিতে বাধ্য হয় তার কথা। আমরা দুর্ভাগা এখনও আশিতে আসিও না, মাসিমা মালপোয়া খামু, ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিস্টেন্ট কিংবা ওরা থাকে ওধারে-র অরে আর ঢুকতেই দিমু না। কিংবা কমেডি স্কিটে ইনি আর গীতা দে-র সেই সব অসামান্য নাটকের বাইরেও যে এক সিরিয়াস ভানু আছে, তা আমরা মানতে নারাজ। কমেডিয়ানদের সমস্যা হয়তো এটাই। কেউ মানতেই চায় না কমেডি ইজ এ সিরিয়াস বিজনেস। সেই সৌমিত্রবাবুর গল্পটা মনে পড়ে। তখন আর্টিস্ট ফোরাম আর শিল্পী সংসদ নিয়ে চরম দোলাচল। ভানু এসেছেন সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে আলোচনায়। গাড়িতে বসে কথা হচ্ছে। এমনসময় প্রায় ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে এক ফাজিল জিজ্ঞেস করলে, কেমন আছেন ভানুবাবু?। ভানু একটু বিরক্ত। বললেন,আগে যেমন ছিলাম। বলে আবার আলোচনা শুরু করলেন। সে থামবার পাত্র নয় । রস করে বললে,আগে কেমন ছিলেন সেটাও ত জানি না। ভানু এবার চার অক্ষরের এক গালি দিয়ে বললেন,সেটা যদি নাই জানো, এখন কেমন আছি জাইন্যা কি করবা?

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

জাগরিত হবে দৈব্য মহাশক্তির। সেই দৈব্য শক্তিকে কাজে লাগতে হবে। দেশের দশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। মানব সমাজের উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। নারী উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। বিজ্ঞানের উন্নতির চর্চায় লাগাতে হবে। সৃজনশীলতায় কাজে লাগাতে হবে। নতুনভাবে ভারত গড়ে তুলতে হবে। নিত্য নতুন আবিস্কারের নেশায় মগ্ন হয়ে থাকতে হবে। মাতৃশক্তি জাগরিত করে মানব কল্যাণে ব্যবহার .করতে হবে। নিজের মহৎ শক্তির দ্বারা আপনাকে পরিচালিত করে অধিকারকে অর্জন করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে বিশ্বের সেরা সম্পদ।

সাধক রামপ্রসাদ

হালিশহর নিবাসী মা কালী রামপ্রসাদ বলতেন, দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না। বরং বৃদ্ধি পায়। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি শিক্ষা এবং ধন দান করেন তিনি শেষ হয়ে যান না। তার সম্পদও আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যিনি দান করেন তিনি পরম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ভগবান হলেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। কালী ভক্ত রামপ্রসাদ বলেছেন, মা কালীর পুজো করতে হবে। মা কালীর আর্শিবাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। নিজের মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে উপকার কর।

সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার কথা শুনে অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তীর একেবারে পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড়

বিশেষ প্রতিবেদক

তুলসী চক্রবর্তী সম্পর্কে একটু জানাতে ইচ্ছে করছে। নিজেকে তিনি ,হেঁশেল বাড়ির হলুদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের কাছে যিনি ছিলেন ভারতের মরিস শিভ্যালিয়র।

১৮৯৯সালের ৩রা মার্চ কৃষ্ণনগরেরর গোয়ারীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা আশুতোষ চক্রবর্তী রেলে কাজ করতেন, ফলে ছেলেবেলা তুলসী চক্রবর্তী অনেক ঘুরেছেন। পরে বাবার অকালমৃত্যুর পর তুলসী অল্প বয়সে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে জ্যাঠামশাই প্রসাদ চক্রবর্তীর কাছে কলকাতার জোড়াসাঁকোয় আশ্রয় পান।

মা নিস্তারিণী দেবীকে নিয়ে কলকাতায় এসে তার প্রথম লক্ষ্যই

ছিল একটা ভাল চাকরী খোঁজা। ভাল গান গাইতে পারতেন, বিশেষ করে কীর্তনাঙ্গের গান। গিরিশ পার্কের পার্বতী ঘোষ লেনের ব্যায়ামাগারে নিয়মিত ব্যায়াম ও শরীরচর্চাও করতেন।

জ্যাঠামশাইয়ের অর্কেষ্ট্রা পার্টির গ্রুপ ছিল। কলকাতার বড়লোক বাড়িতে নানা অনুষ্ঠানে তাঁর দল নাটক করত। তুলসী চক্রবর্তীও সে দলে যোগ দিয়ে কীর্তন ও শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। পরে জ্যাঠামশাই স্টার থিয়েটারে যোগ দিলে কলকাতার রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে চিৎপুরের এক মদের দোকানে বয়ের কাজ জোটালেন। জ্যাঠামশাই খবর পেলে কাজ ছাড়তে হল।

এরপর কাজ নিলেন ঘড়ি সারাইয়ের দোকানে। সেখানে বেশিদিন মন টিকল না তাই বাড়ি থেকে পালিয়ে বর্মা গেলেন। যে জাহাজে পালালেন সেটিতে বোসেস সার্কাস পার্টিও চলেছিল। সেখানেই চাকরি নিলেন। মাঝে মধ্যে শোয়ের ফাঁকে জোকারও সাজতেন। এভাবেই তিনি হাস্য-কৌতুকের প্রতি ঝোঁকেন। একথা সত্য যে সারা জীবন হাস্য-কৌতুক করলেও তিনি কখনও ভাঁড়ামো করেন নি।

অ্যান্ড্রু রবিনসন 'পরশপাথর'-এ তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় সম্পর্কে বলেছিলেন, 'chakravarti recalls Chaplin to his best. Instead of moustache– he has a pair of eyes as bulbous as a frogó which he opens wide with every emotion known to man.

যদিও চার্লি চ্যাপলিন সম্পর্কে তুলসী চক্রবর্তী খুব বেশি আগ্রহী ছিলেন বলে জানা যায় না। তার সম্পর্কে সৌমিত্র চ্যাটার্জির বলেছেন, 'তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয়ে কোথাও বিদেশের অভিনেতাদের কোনও প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। সে অভিনয় নিতান্তই দেশজ। দেশের মানুষের চরিত্র লক্ষণের মধ্যেই তার শেকড় খুঁজতে হয়।'

তুলসী চক্রবর্তী সার্কাসে থেকে কিছু খেলা যেমন শিখলেন তেমনি শিখলেন উর্দু ও হিন্দী বলতে। সার্কাসে তিনি ছয়মাস মত ছিলেন। চলে আসার কারণ জিজ্ঞাস করলে বলতেন,'শরীর থেকে জন্তু জানোয়ারের গন্ধ বেরচ্ছে দেখে চলে এলুম।'

জ্যাঠামশায় তখন ছাপাখানায় কম্পোজিটরের কাজ জুটিয়ে দিলেন। সেখানে থিয়েটারের হ্যান্ডবিল ও পোস্টার ছাপা হত। তা দেখে তার অভিনেতা হতে ইচ্ছে করল। জ্যাঠামশায়কে অনেক অনুরোধ করায় তিনি স্টার থিয়েটারে অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে ঢোকালেন। সে সময় প্রেসে তার মাইনে ছিল ৩২টাকা। স্টারে এলেন ৮ টাকার মাইনেতে! তৎকালীন স্টার থিয়েটারের মালিক ছিলেন অপরেশ মুখোপাধ্যায়। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই চোখে পড়ে যান অপরেশবাবুর। সালটা ছিল ১৯১৬। এই অপরেশবাবুই তালিম দেন তুলসী চক্রবর্তীকে। টপ্পা গান, পাখোয়াজ বাজানো সব শিখেছিলেন। ধিরে ধিরে তিনি 'থেটার' করার সুযোগও পেলেন।

১৯২০ তে প্রথম স্টেজে অভিনয় করেন। নাটকের নাম ছিল 'দুর্গেশনন্দিনী'। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি স্টার থিয়েটারেই ছিলেন। পরে যোগ দেন, মনমোহন থিয়েটারে। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪২টি নাটকে অভিনয় করেন। শেষ নাটক ছিল- শ্রেয়সী (১৯৬০)। তার পর তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য (হৃদযন্ত্র) আর নাটকে অভিনয় করেন নি। মঞ্চে অভিনয় তিনি চুটিয়ে উপভোগ করতেন। অসুস্থ থাকলে কিছুদিন ছুটি নিলে থিয়েটার মালিক বাড়িতে মাইনে পাঠালে আনন্দে বলেন, 'রোগে শুয়ে থাকলেও থিয়েটারের মালিক মাইনে দেন, এই অভিজ্ঞতা এই আনন্দ নিয়ে আমি চোখ বুজবো।' থিয়েটারে ঢোকার পর খুব যত্ন করে শেখেন পাখোয়াজ, হারমোনিয়াম, তবলা, ঢোল। সেই সঙ্গে আরেকটা বিষয়েও চর্চা করলেন-নাচ। 'কবি' সিনেমায় কবির লড়ায়ে যার পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার এক সিনেমা শুটিং,এ অনাহুতের মত হাজির হয়ে বৈষ্ণব সাজার অনুমতি পেলেন। তুলসী চক্রবর্তী বৈষ্ণব সেজে শ্রীখোল হাতে পরিচালকের সামনে যেতেই তিনি তাকে একেবারে সামনের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তুলসী চক্রবর্তী শট দিলেন, খোল বাজাচ্ছেন, মুখে হরিনাম, চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। পরিচালক এত খুশি হলেন যে দেড় মিনিটের শট তিনি চার মিনিট নিলেন এবং সিনেমায়ও রাখলেন।

একবার 'রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত' নাটকে তবলিয়ার হঠাৎ কলেরা হলে জহর গাঙ্গুলির কথায় তুলসী চক্রবর্তীকে অনুরোধ করা হলে তিনি ধ্রুপদী গানের সাথে অনায়াসে সংগত করে দিলেন। এভাবে যে যখন যা বলছেন করে দিতেন এক লহমায়। তুলসী চক্রবর্তীর সিনেমা শুরু ১৯৩২সালে নিউ থিয়েটারের 'পুনর্জন্ম' সিনেমায়। পরিচালক ছিলেন সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। তাঁর শেষ সিনেমা মৃত্যুর আঠারো বছর পর মুক্তি পায় ১৯৭৯সালে 'আমি রতন'। 'শুভদা'য় এক গাঁজাখুড়ের ভূমিকায় অভিনয় করার সময় স্বকণ্ঠে গান করেছিলেন।

''কবি''তে কবির লড়াইয়ে নাচ যেমন করছেন তেমনি তিনি গানও করেন। অভিনেতা তরুণকুমার তাঁর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে জানান যে তুলসী চক্রবর্তীর মুখে প্রায়ই শোনা যেত 'জয় গুরু জয় গুরু দিপম দিপ্পা দিপম দিপ্পা হরিবোল'। দিপম দিপ্পা হল তবলার বোল। তরুনকুমার তুলসী চক্রবর্তীকে স্মরণ করতে গিয়ে তার নির্লোভ চরিত্রের কথাও বলেছেন। ১৯৫৭ সালে তিনি 'অবাক পৃথিবী' প্রযোজনা করেন। সেখানে একটা মুদির চরিত্রে উত্তমকুমারের কথায় তুলসী চক্রবর্তীকে নেওয়া হলে তাকে ডাকতে লোক যায় এবং ট্যাক্সিভাড়া দেওয়া হয়। কিন্তু তুলসী চক্রবর্তী কিছুতেই তা নেবেন না, তার বক্তব্য তিনি ট্রামে-বাসে যাতায়াত করেন। পরেরদিন একবেলা কাজ করে যখন উত্তমকুমারের কথা মত তাঁকে তিনশো টাকা দেওয়া হয়। তখনও তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। কারণ তখন তার রেট ছিল ডেলি একশো পঁচিশ টাকা। এ সময় তিনি উত্তমকুমারের সাথে 'স্টার'-এ 'শ্যামলী' নাটকটি করছিলেন।

সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর' সিনেমার সময়ও এমন ঘটনা ঘটে। অনেকদিনের কাজ পাচ্ছেন বলে তিনি অসম্ভব কম পারিশ্রমিক চান। সত্যজিৎ রায় জানিয়েছিলেন তিনি তার ছবির নায়ককে এত কম টাকা দিতে পারবেন না। শোনা যায় 'পরশপাথর' করে তিনি ১৫০০ টাকা পান। হাওড়ার নিজের বাড়ীতে ট্রাম ধরে ফিরে যেতেন স্যুটিং এর পর। টাক মাথা, ধুতি হাফ ফতুয়া পরা এই ভদ্রলোক পৌরহিত্যও করতে হত টাকার জন্য।

সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় 'পরশপাথর' মুক্তি পায় ১৯৫৮সালে। এর আগেও তুলসী চক্রবর্তী 'পরশপাথর' নামে ১৯৪৯ সালে আর একটি সিনেমায় ছোট্ট একটি চরিত্রে অভিনয় করেন যার পরিচালক ছিলেন অতীনলাল ও ললিতকুমার। চরিত্র সামান্য হোক বা গুরুত্বপূর্ণ-মনপ্রাণ দিয়ে তিনি অভিনয় করতেন।

তার এই অসামান্য অভিনয় প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে বলতেন,'আমি একটু চোখ,কান খোলা রাখি, আর সব ধরনের মানুষ দেখে বেড়াই। এবার চরিত্র মত তাদের তুলে ধরি। যেখানে যে লাগে আর কি!' কেউ বাহবা দিলে বলতেন, ''এই চরিত্র করার জন্য ভাল অভিনয় করার দরকার হয় না কি? তোমার চারপাশে এরা ঘুরে বেরাচ্ছে, একটাকে তুলে এনে নিজের কাঁধে ভর করাও।''

আসলে তিনি দেখতে জানতেন, যা সকলে পারে না। কেবল ব্যক্তি নয় তিনি সমাজের কাছ থেকেও অভিনয় শিখেছিলেন, তাই তাঁর অভিনয় এত সাবলীল। 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'চাওয়া পাওয়া', 'একটি রাত'-তিনটি সিনেমায় কোথাও তিনি মেস মালিক, হোটেল মালিক, সরাইখানা -কাম -ধর্মশালার মালিক-সবকটি চরিত্রে তার স্বকীয়তা বজায় আছে। কখনও অভিনয় এক ছাঁচের হয়ে যায় নি। 'সাড়ে চুয়াত্তর' '-এ গ্রামের বাড়িতে গিয়ে খালি গায়ে পৈতে পরিমার্জনার দৃশ্য প্রসঙ্গে পরে বলেছিলেন,'পরিচালক নির্মল দে আমায় বলেছিলেন-আপনি বাড়িতে যেমন করেন, তেমনই করবেন। তাই-ই করেছি।' এই সিনেমায় মলিনা দেবীর সঙ্গে জুটি বেঁধে দারুন অভিনয় করেন।

তাঁর কাঠ-ঘটির ''কই, কোথায় গেলে গো!''-ডাক যেন এখনও কানে বাজে। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ, পরোপকারী। কাননবালা দেবী, জহর গাঙ্গুলিদের তিনি সাহায্য করেন সিনেমা জগতে আসতে।

জহর গাঙ্গুলি শেষদিন পর্যন্ত সে ঋণ স্বীকারের কথা বলতেন। তিনি সবে গ্রাম থেকে এসে কলকাতার মিত্র থিয়েটারে ভিড়ের দৃশ্যে অভিনয় করতেন এবং অন্যদের কাছে খুব খারাপ ব্যবহার পেতেন। তুলসী চক্রবর্তী তখন স্টারে। তাদের আলাপ হয় ও জহর গাঙ্গুলির দুঃখের কথা শুনে এবং নিজের চোখে তা দেখে এসে তাকে স্টারে পরেরদিন আসতে বলেন। সে সময় নির্দেশক অপরেশ মুখার্জির হাতে,পায়ে ধরে অনুরোধ করেন,' 'ওকে যদি একটু জায়গা দেন, তা হলে ছেলেটা বেঁচে যাবে।' সেই ছেলে পরে নায়কও হন। অন্যদিকে তুলসী চক্রবর্তী সারা জীবন নায়ক-নায়িকার সঙ্গে অল্প সিনেই জীবন কাটিয়ে দিলেন। এজন্য হয়ত হাল্কা দুঃখ তার মনে ছিল। তিনি ৩১৬টি বাংলা ও ২৩টি মত হিন্দী সিনেমা করেন। তবে জীবনে সব থেকে বেশি আনন্দ পান সত্যজিৎ রায়ের 'পরশপাথর'-এ অভিনয় করে। দর্জি তাঁর পাঞ্জাবির মাপ নিতে আসছে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য, তিনি আপ্লুত হয়ে বলছেন, ''উফ! এ আমি কখনও ভাবতেও পারিনি!'' সত্যজিৎ রায় তাঁর অভিনয় প্রতিভা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। পরশুরামের কলম থেকে বেরনো পরেশ দত্তকে কেমন অবলীলায় জীবন্ত করে তুলেছিলেন তুলসী চক্রবর্তী। এই ছবিতে তিনি বড় দড়ের অভিনেতা। 'পরশপাথর'-এ অভিনয়ের সুযোগ পেলে বন্ধু মহলে বলেছিলেন, ''আমি ছবির নায়ক, বিশ্বেস হচ্ছে না গো!''

বিখ্যাত সাংবাদিক রবি বসু লিখেছেন- ''পরশপাথর ছবি রিলিজের সময় তুলসীদা কেমন উদভ্রান্তের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন আমাকে বললেন, এইবারে আমি নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাব। বড় বড় হোর্ডিংয়ে ইয়া বড় বড় মুখ আমার। জীবনে তো কখনও এত বড় বড় মুখ হোর্ডিংয়ে দেখিনি। এর আগে যাও বা দু-চারবার হয়েছে, তা সে সব মুখ তো দুরবিন দিয়ে খুঁজে বার করতে হত। এ আমি কী হনু রে!'' 'পরশপাথর' ছাড়া তিনি সে ভাবে আর কোনও সিনেমায় বড় চরিত্র পাননি। তবে নীরেন লাহিড়ীর 'ভাবীকাল' ও ফণী বর্মার 'জনক নন্দিনী'তে সিরিয়াস চরিত্রে অভিনয় করেন। যদিও এ সিনেমাগুলির প্রিন্ট এখন আর পাওয়া যায় না। 'জনক নন্দিনী'তে সীতা দেবীর বাবার চরিত্র এবং 'ভাবীকাল'-এ নায়ক অমর মল্লিকের এক সহচরের ভূমিকায়। ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে আদর্শবাদী নায়ক বদলে যায় কিন্তু সহচর বদলায় না, সেখানেই বাধে সংঘাত। দুর্দান্ত অভিনয় করেন তুলসী চক্রবর্তী।

উত্তমকুমার অভিনীত প্রায় তিন ডজন সিনেমায় তুলসী চক্রবর্তী অভিনয় করেছেন। উত্তমকুমার বলতেন,'তুলসীদা যেভাবে অভিনয় করেন, আমি তো কোন দিনই পারব না। ওঁর মতো 'জীবন্ত' হয়ে ওঠা আমার দ্বারা হবে না।......তুলসী চক্রবর্তীকে প্রণাম জানানোর একটাই পথ আমার কাছে। যখনই কাজ পাই, পরিচালক প্রযোজককে বলে ওঁকে ডেকে নিই। তুলসীদা থাকলে সিনটা দারুনভাবে উতরে যায়। ওঁর ঋণ শোধ তো করতে পারব না, যেটুকু পারি সাহায্য করি।''

দুঃখের কথা এই যে আমৃত্যু তুলসী চক্রবর্তী সিনেমায় কমেডিয়ান হয়েই বেঁচে ছিলেন, অভিনেতা হয়ে নয়। এমনকী 'পরশপাথর'-এর পরও। সেই সাথে দারিদ্র ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

সংসার পাতেন স্ত্রী ঊষারানী চক্রবর্তীর সাথে ২নং কৈলাস বসু থার্ড লেন-এ, মধ্য হাওড়ার এক সংকীর্ণ গলির দু'কামরার দোতলা বাড়িতে। ঘরে আসবাব বলতে ছিল একটি প্রাচীন পালঙ্ক, একটি কাঠের আলমারি, গোটা কয়েক টুল আর একটা ইজি-চেয়ার। অবসর সময়ে ঘরেই বসাতেন সংগীতের আসর। তাঁর কিছু গান স্বরচিতও ছিল। সেগুলোতে পছন্দ মতো রাগ বসাতেন। একটি গান তিনি প্রায় গেয়ে শোনাতেনঃ 'শিবরাত্রির পরের দিন / শিবের হল সর্দিকাশি/ ঘটি ঘটি জল ঢেলেছে/ জ্যেঠি কাকী মামী মাসী/ তাই শিবের হল সর্দিকাশি/ আদা দিয়ে চা করে/ দুগগা এসে সামনে ধরে/ 'সিদ্ধি আজকে খেও না, বাপু'/ বললে শিবে মুচকি হাসি/ শিবের হল সর্দিকাশি।'

এই দোতলাবাড়ি যাওয়ার আগে তিনি একটা 'বারো ঘর, এক উঠোন'-এ ভাড়া থাকতেন। দোতলা বাড়িটা যখন ছ'হাজার টাকায় কেনেন তাঁর স্ত্রী তখন তাকে তার জমানো বেশ কিছু টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকা পেয়ে তিনি যেমন অবাক হন, তেমনি ভয়ও পান। কারণ তাঁর স্ত্রীর কাছে টাকা কি ভাবে এল ভেবে পাচ্ছিলেন না। তিনি অল্প রেটে যা কাজ করে পেতেন বাড়ি ফিরেই স্ত্রীকে দিতেন, তাতেই সংসার চলতো। স্ত্রী যে তার থেকে জমাতে পারেন ভাবতেই পারেন নি।

লেখিকাঃ দীপান্বিতা

'যখন পুলিশ ছিলাম' বইটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের খ্যাতি হল

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

নারী মহলে বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা ছিল। বহু বাঙালি নারীর হৃদয়ে বসত করে ছিলেন ধীরাজ ভট্টাচার্য যখন অভিনয় করতেন। যশোরের পাঁজিয়ায় সাধারণ ঘরের ছেলেটি শুধু সিনেয়ায় নয় সাহিত্যেও অসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন।

'যখন পুলিস ছিলাম 'লিখলেন আড়ালে আবডালে অনেকেই

বললেন এ - লেখা অবধারিত প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখে দিয়েছেন বন্ধুকে। খুব দুঃখ পেয়ে ধীরাজ ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন প্রেমেন আমার বন্ধু বটে,থাকিও এক পাড়ায়, কাজ না থাকলে সকালটা ওঁর বাড়িতে আড্ডাও দিই, কিন্তু ছাপার আগে আমার লেখাটা প্রেমেন্দ্র মিত্র কোনওদিন পড়েও দেখেনি। বন্ধুবর ধীরাজের কথায় সম্মতি জানিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন এমনি তিনি নিজের লেখার বিষয়ে সারাজীবন কুঁড়ে, আর আমি কিনা লিখব অত বড় লেখা! মাথা খারাপ আমার। ওসব নিন্দুকের রটনা। সমালোচকরা অনেকে কিছু বলতে পারেন,ওসব কথায় কর্ণপাত না করা শ্রেয়। হাওড়ায় এক বধূ এসেছিলেন যাঁর বাপের বাড়ি যশোরের পাঁজিয়ায় । ছেলে - মেয়ের বিয়ে হবে ,মেয়েরা স্বামীর ঘর করতে শ্বশুরবাড়ি যাবে চিরাচরিত এই রীতি বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ। অচিরেই হাওড়ায় আসা বউটি খুব খাতির- যত্ন পেতে লাগলেন যখন তিনি জানালেন চিত্রতারকা ধীরাজ ভট্টাচার্য তাদের গাঁয়ের মানুষ। পাড়ার অন্য বউরা তাঁর কাছে জানতে চায় ও টুলুর মা তুমি ধীরাজ ভট্টাচার্য কে দেখেছো? বধূ হাসতে হাসতে বলে কেন দেখবো না,কতবার দেখেছি, আমাদের গ্রামের ছেলে তো। প্রতিবছর দুর্গাপুজোর সময় ধীরাজ কলকাতা থেকে তাঁর গাঁয়ের বাড়িতে যেতেন। গ্রাম জুড়ে পুজোর কদিন শুধু উৎসবের আমেজ। প্রতিদিন স্টেজ বেঁধে অভিনয় হবে। গৃহবধূরা সন্ধ্যার আগেই রান্না শেষ করে নেবেন।

হ্যাঁ ধীরাজ ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ির সাহিত্যের আড্ডায় যেতেন শুধু নয় রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতেন। প্রেমেন্দ্র সবার প্রিয় প্রেমেনদা। সেই সময়ে সিনেমা বা সাহিত্য যারা উজ্জ্বল করেছেন অথবা উজ্জ্বল হয়েছেন তাদের সবাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ির আড্ডায় উপস্থিত হয়েছেন। ওই আড্ডার সঙ্গদোষে অভিনেতা ধীরাজ একদিন সাহিত্যিক হলেন। যখন তাঁর লেখা ' যখন পুলিস ছিলাম' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে বাঙালি পাঠক চমকে উঠলেন, এ কি! এ যে সেই সিনেমার ধীরাজ ভট্টাচার্য। তবু পাঠক দেখলেন জীবন সায়াহ্নে সিনেমার এক প্রবীণ অভিনেতা কি অপরূপ ভঙ্গিতে লিখেছেন। লিখেছেন ' যখন নায়ক ছিলাম'। অভিনেতা ধীরাজ সিনেমার পর্দায় প্রেমিকের চরিত্রে দিব্যি অভিনয় করেছেন আবার খলনায়কও হয়েছেন। বহুমুখী অভিনেতা, সুদর্শন চেহারা,একমাথা ঘন কোঁকড়ানো চুল,চাওনিতে মাদকতা। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ম্যাডান কোম্পানির নির্বাক ছবি ' সতীলক্ষ্মী'তে সুযোগ পেলেন। পিতৃদেব শিক্ষক মানুষ ছেলের অভিনয় মোটেও ভালচোখে নিলেন না। ধীরাজকে পুলিসের চাকরিতে যোগ দিতে হল। প্রথম পোস্টিং চট্টগ্রাম। তবে বেশিদিন চাকরি করতে পারলেন না। অন্য চাকরি খুঁজছেন,মনের মত কাজ না পেয়ে আবার সিনেমার জগৎকে বেছে নিতে হয়। নির্বাক ছবির পরে সবাক যুগে ধীরাজের প্রথম ছবি 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। একবার দুঃখ করে বলেছিলেন তারা যখন অভিনয় করেছেন তখন সিনেমা, অভিনেতা এসব মানুষ খুব ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখত না। অভিনয় করেন বলে কেউ বাড়ি ভাড়া দিতে চাইত না,পাড়ায় ঢুকলে অন্য বাড়ির জানালা বন্ধ হয়ে যেত।

অভিনেতা ধীরাজ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এর ছবি 'শহর থেকে দূরে', 'মানে না মানা' ছবিতে রোমান্টিক নায়ক,প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছবি 'নতুন খবর'এ যশুরে ভাষার সংলাপে কামাল করেছেন। এরপর ' কালো ছায়া' ছবিতে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয়। ক্রমেই মরণের পরে,হানাবাড়ি,ডাকিনীর চর,রাত একটা, ধূমকেতু,এই সব ছিল তাঁর অভিনীত ছবি। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকে হাজারি ঠাকুরের চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন। 'বসুশ্রী'তে দেখেছেন সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' । অদ্ভুত ভাল লেগেছিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বাড়িতে অনুজ সাংবাদিককে জরুরী তলব। বললেন এমন মরা ব্যাঙ,জলের ওপর পোকা -মাকড়ের খেলা,কাশবন,অনেক দূরে হারিয়ে যাওয়া রেলের লাইন সবকিছু যেন জীবন্ত ।তার চেয়েও জীবন্ত ছবির মানুষগুলো। এতকাল সিনেমার পর্দায় সাজা -মানুষ দেখে এসেছি, নিজেও যা করেছি সব সাজা-মানুষ। এই 'পথের-পাঁচালী' ছবিটা দেখিয়ে দিল আমরা কত ব্যাক ডেটেড।

একসময় লিভারের সিরোসিস ধরল ধীরাজকে। বিছানায় শুয়ে আছেন, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়িতে। কোথায় সেই কাঁচা সোনার মত রঙ। চামড়ার মধ্যে দিয়ে ঢাকা একটা কঙ্কাল, চুলগুলো রুক্ষ। সেদিনও ছিল তাঁর বেঁচে থাকার উৎসাহ ইচ্ছে। মনে মনে বিশ্বাস করতেন তিনি আবার সুস্থ্য হবেন। বই লিখবেন, অভিনয় করবেন। বলেছিলেন সারাজীবন শুধু বঞ্চনা পেয়েছেন। অভিনেতা হিসেবে প্রশংসিত হওয়ার পরিবর্তে নিষ্ঠুর ভাবে সমালোচনা সহ্য করেছেন অনেক নিন্দুকের। আর লেখা! সে তো রটে গিয়েছিল কেউ নিশ্চিত লিখে দিয়েছে। নিন্দুকের তীর ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের দিকে। ১৯৫৯ এর ৪ মার্চ তিনি প্রয়াত হলেন।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ

অনুগল্প ঃ ফ্যান

বিশেষ প্রতিবেদক

ফ্যানের আত্মকথা কথা । কলকাতার মার্চের আবহাওয়া ঠিক যেন গল্পের নায়িকার মতো; কখনও রোদের তেজে গনগনে, কখনো মেঘে ঢাকা উদাসীন! কখনও শীতের মৃদু পরশ, কখনও গরমের আগুন ঝরা হাওয়া। মানুষ এই দোলাচলে কেমন যেন বিভ্রান্ত! আর আমি?

আমি এক খেটে-খাওয়া ছাদ ফ্যান। বছরের কিছুটা সময় আমি নীরব দর্শক, আর গরম পড়লেই যেন পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র হয়ে উঠি! আমার অবস্থা তখন সকাল-দুপুর-রাত সবসময়ই খুব করুণ থাকে। সকালের দৃশ্যঃ -উফ! কী গরম! ফ্যানটা চালা! শুভেন্দু'দা একগাল ঘাম মুছতে মুছতে চিৎকার দিলেন। আমি মনে মনে হাসলাম। বেশ! এবার আমি স্বস্তির বাতাস ছড়িয়ে দিতে পারব! ঘুরতে শুরু করলাম, বাতাস বইতে লাগল, সবাই একটু আরাম পেল।

কিন্তু দশ মিনিটও পার হলো না।- উফ! কী ঠান্ডা! ফ্যানটা বন্ধ কর! শুভেন্দু'দার ছোট ভাই অর্ক গায়ে চাদর জড়িয়ে কুঁকড়ে গেল! আমি হতাশ! এতক্ষণ পর একটু কাজে লাগতে শুরু করলাম, এখন আবার বিশ্রাম নিতে হবে! আমি কি সত্যিই একটা যন্ত্র? আমার কি কোনো অনুভূতি নেই? দুপুরের দৃশ্য ঃ সকালের পর আমি একটু বিশ্রাম পাচ্ছিলাম। কিন্তু তখনই সূর্যদেবের তেজে চারদিক উত্তপ্ত হয়ে উঠল! ঘরের ভেতর যেন ওভেনের মতো গনগন করছে! আমি মনে মনে বললাম, এবার নিশ্চয়ই আমাকে চালু রাখবে! - ফ্যানটা চালা! এই গরমে থাকা যায় না! অর্ক'দা খাওয়া শেষ করেই গলা ছেড়ে বললেন। আমি উল্লাসে ঘুরতে লাগলাম। মনে হলো যে এবার কেউ অন্তত আমাকে নিয়ে খেলা করবে না!

কিন্তু বিধি বাম! মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে মনুজা বৌদির আগমন! - ফ্যান বন্ধ করো, কাশি হচ্ছে! দেখছ না ঠান্ডা হাওয়া বইছে? এই সময়ই শরীর খারাপ হয়!

অর্ক'দা নিরুপায়! আদেশ পালন করলেন। আর আমি আবার হতভম্ব! কী হবে আমার জীবনের? কখনও মরুভূমির উষ্ণ হাওয়া, কখনও বরফের হিমেল ঠান্ডা; আমাকে কেউ বুঝতে চায় না! রাতের দৃশ্য ঃ সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়েছে। আমি আশায় ছিলাম, এবার নিশ্চয়ই শান্তিতে বাতাস বিলিয়ে রাত কাটাতে পারব। কিন্তু আবারও বিপত্তি! শুভেন্দু'দা নির্দেশ দিলেন, - ফ্যানটা মাঝামাঝি চালাও, বেশি না, কমও না! অর্ক'দা প্রতিবাদ করলেন, না না, একটু বাড়াও! বাতাস লাগছে না! একদম বন্ধ করো! ঠান্ডা লাগছে!

মনুজা বৌদি ফতোয়া জারি করলেন। আমি একেবারে রাগে ফেটে পড়লাম, তোমরা ঠিক করো, আমাকে কী করতে চাও! আমি কি তোমাদের ক্রীতদাস? কিন্তু কে শোনে আমার কথা! আমি তো ফ্যান, একটা যন্ত্র মাত্র! তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, পরের জন্মে আমি আর ফ্যান হয়ে জন্মাবো না! মানুষ হওয়া যদি না-ও হয়, তবে অন্তত নিরপেক্ষ কিছু হব যেমন দেওয়াল ঘড়ি! তাও অন্তত এতবার চালু-বন্ধ করতে হবে না!

এই রকম বহু অনুগল্প একন বাংলায় প্রকাশিত হতে শুরু করে দিয়েছে। ভালো হল। যখন বাংলায় কেউ আর বড় গল্প লিখতে চাইছে না তখন মিনি গল্প লেখা শুরু করা যেতে পারে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে এক একটি গল্প পড়া শেষ। **কলমেঃ মেঘাদ্রিতা**

আবার তারাপীঠ শ্মশানে আন্দোলনে বিজেপি, গ্রেফতার জেলা সভাপতি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৬ মার্চ ঃ বৈষ্ণবদের সমাধি ধ্বংস শ্মশানের মধ্যে করে নোংরা জল মজুতের বিরোধিতা করতে গিয়ে গ্রেফতার হলেন বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। একই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে একাধিক নেতা কর্মীকে। দলীয় সভাপতি এবং নেতা কর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে তারাপীঠ থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। পরে অবশ্য সকলকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জানা গেছে, তারাপীঠের প্রধান রাস্তার ধু-ধার এবং পাণ্ডা পাড়ার নোংরা জল মজুত করার জন্য তারাপীঠ শ্মশানে একটি রিজার্ভার নির্মাণ করছিল জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর। সেই জল পরিস্রুত করে দ্বারকা নদীতে ফেলার কথা। পশ্চিমাঞ্চল পরিবেশ আদালতের নির্দেশে ওই কাজ করা হচ্ছিল বলে জানান তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্মশানের পবিত্রতা নষ্ট করে রিজার্ভার নির্মাণের বিরোধিতা করে আসছে বিজেপি। ২৭ ফেব্রুয়ারি বিজেপির পক্ষ থেকে শ্মশানে বিক্ষোভ দেখানো হয়। মাটি ফেলে কিছুটা বন্ধ করে দেওয়া হয় রিজার্ভারের গর্ত। ওইদিন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা হুঁশিয়ারি দেন ' কাজ শুরু হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে দল'। বিজেপির হুঁশিয়ারিকে আমলা না দিয়ে দিন দুয়েক থেকে একই জায়গায় ফের মাটি কাটার কাজ শুরু করে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর। তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। নেতৃত্ব দেন ধ্রুব সাহা, জেলা সহ সভানেত্রী রুপা মণ্ডল, দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক শান্তনু মণ্ডল, বিজেপি মোর্চার জেলা সভানেত্রী রশ্মি দে। সকলে মিলে কোদাল ধরে গর্তে মাটি ভরাট করতে শুরু করেন। এরপরেই তারাপীঠ থানার পুলিশ গিয়ে ধ্রুব সাহা সহ ১৫ জনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাও। বিজেপি থানাতেও বিক্ষোভ শুরু করে। তাদের দাবি ধৃতদের নিঃশর্তে মুক্তি দিতে হবে। ঘণ্টাখানেক পর সকলকে ব্যক্তিগত বন্ডে ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিকে বিজেপি নেতা কর্মীদের গ্রেফতারের পরেই শ্মশানের সাধু সন্তরা তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে নিয়ে খনন কাজের কাছে জমায়েত হন। তারা বিজেপির পতাকা খুলে ফেলে দেন। ছিঁড়ে ফেলেন পোস্টার। সাধুদের দাবি, নোংরা জলকে পরিস্রুত করে নদীতে ফেলার জন্য এই নির্মাণ হচ্ছে। এটা ভালর জন্যই হচ্ছে। বিজেপি এখানে রাজনীতি করতে এসেছে। আমরা নোংরা রাজনীতিকে ধিক্কার জানাচ্ছি। যদিও ধ্রুব সাহা বলেন, সাধুদের আমরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। অধিকাংশ সাধু আমাদের সঙ্গে আছেন। কিছু সাধু তৃণমূলের কাছে সুবিধা পেয়ে এসব করছেন। তারা সাধু নন। সাধু হলে সনাতনী সমাধি ধ্বংসের প্রতিবাদে সোচ্চার হতেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, তৃণমূল আমাদের আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য দলীয় অফিসে মস্তান জমায়েত করেছিল। পুলিশ তাদের সরাতে না পেরে আমাদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব। কোন মতে শ্মশানে নির্মাণ কাজ করতে দেব না। শ্মশানে নোংরা জলের রিজার্ভার নির্মাণের প্রতিবাদ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বৈরাগী বৈষ্ণব সমিতির রাজ্য সম্পাদক শ্যামা পদ দাস বলেন, বিষয়টি খুব চিন্তার। এভাবে বৈষ্ণবদের সমাধি ধ্বংস করা উচিত নয়। আমরা এই নির্মাণের বিরোধিতা করছি। তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, এই কাজ করছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতর। পবিত্র মহাশ্মশানে এবং দ্বারকা নদীতে যাতে দুষিত জল না পরে সেই জন্য রিজার্ভার নির্মাণ করা হচ্ছে। সেখানে জমা হওয়া জল পরিস্রুত করে দ্বারকা নদীতে ফেলা হবে। এর ফলে দ্বারকার জলে দূষণ হবে না। এই মুহূর্তে হতেল-লজের নোংরা জল সরাসরি নদীতে পড়ছে। ফলে জল দুষিত হচ্ছে। তাছা।। পরিবেশ আদালতের নির্দেশেই এই কাজ করা হচ্ছে। এই নির্মাণ করতে গিয়ে একটিও গাছ কাটা হবে না। ধ্বংস করা হবে না সমাধি। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবীর জয়দীপ মুখোপাধ্যায় তারাপীঠের দূষণ সংক্রান্ত বিষয়ে ২০১৮ সালে জাতীয় পরিবেশ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার রায়ে আদালত ৭০ টি হোটেল - লজকে চিহ্নিত করে জরিমানা করে সেই সঙ্গে দূষণ রোধে সরকারকে একাধিক নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশ কার্যকর করতেই ওই নির্মাণ বলে জানান সুকুমার মুখোপাধ্যায়।

উত্তরকন্যা অভিযানের প্রস্তুতি কে কেন্দ্র করে ডিওয়াইএফআইএর কর্মীসভা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মার্চঃ চলতি মাসেই সিপিএমের যুব সংগঠনের উত্তরকন্যা অভিযান। বিরাট স্কুলের মাফিয়া রাজবন্দ্ব, সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো ফেরানো এবং নিয়োগ থেকে শুরু করে একাধিক দাবিতে এই অভিযান। সেই অভিযানের প্রস্তুতি উপলক্ষ্যে এলাকায় কর্মী সভায় মীনাক্ষী। কর্মীসভার পর রাজপথ জুড়ে মিছিল। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ। মীনাক্ষীর উপস্থিতিতে বাড়তি অক্সিজেন বাম ছাত্র যুবদের। বৃহস্পতিবার বিকেলে মালদা হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের সংগঠন সমিতি হলে উত্তরকন্যা অভিযানকে সামনে রেখে ডিওয়াইএফআইএর একটি কর্মীসভা হয়। সেখানে এসে ছিলেন মীনাক্ষী মুখার্জী। কর্মীসভা শেষ করে সংগঠন সমিতি হল থেকে সমগ্র সদর এলাকা জুড়ে একটি মিছিল হয়. ডিওয়াইএফআইয়ের। হরিশ্চন্দ্রপুরের রাজপথ বামেদের অগ্নিকন্যার স্লোগানে মুখরিত হয়। মীনাক্ষী অভিযোগ করেন উত্তরবঙ্গ জুড়ে সিন্ডিকেট রাজ চলছে। দিনের পর দিন কাজ না পেয়ে যুবক যুবতীরা বাইরে যাচ্ছে। বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা। পরিকাঠামো ভেঙে পড়ছে সরকারি স্কুলের। বন্ধ রয়েছে নিয়োগ। তার প্রতিবাদেই চলতি মাসে ২৮ তারিখ উত্তরকন্যা অভিযান। মীনাক্ষীর আরো অভিযোগ এই উত্তরকন্যা ভবন কোন কাজ করছে না। শুধুমাত্র কাটমানি আদায়ের একটি দপ্তর হয়ে গেছে। যাদবপুর প্রসঙ্গে তিনি বলেন এসএফআই নির্বাচন চাইছে। তৃণমূলের বিরোধিতা করলে মনে রাখতে হবে সিপিএম আমলে সঠিক নির্বাচন না হলে কোনদিন তৃণমূল ক্ষমতায় আসতো না। এদিন মীনাক্ষীর কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বামেদের উৎসাহ হয়ে ছিল চোখে পড়ার মতো।

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE
The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites **E-Tender** in on percentage basis in the prescribed form for **Eleven (11)** nos. works vide **E-NIT No: - 27/E.O/HPS/2024-2025, Date:-06.03.2025** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

HDFC BANK
We understand your world
রেজিস্টার্ড অফিসঃ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক হাউস, সেনাপতি বাপাট মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পশ্চিম), মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এই অফিসের একটি ছাড়া রিটেল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২

এইচডিএফসি ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজের বিক্রয়ের জন্য বিক্রয়ের ইঙ্গিত এবং প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	০৪ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত বকেয়া পরিমাণ	বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির তারিখ
১	xxxx৮৬৩২	সর্বোজিৎ বারিক	১৯,১৭,৯৪২.২৭	০৭-মার্চ-২৫
২	xxxx২৯৬৫	কস্তুরি চট্টোপাধ্যায়	১,৭৫,৭৯৩.৩৭	০৭-মার্চ-২৫
৩	xxxx৫৭২১	কাঞ্চন বসু	৫,১৮,৬৫১.৭৬	০৭-মার্চ-২৫
৪	xxxx৬২৫৭	বরুন সিং	১১,০৯৪.২৬	০৭-মার্চ-২৫
৫	xxxx২৯৪৬	বিদ্যুৎ চ্যাটার্জী	৪৯,৮২২.৫৭	০৭-মার্চ-২৫
৬	xxxx৮৬৩০	রতন বিশ্বাস	১,০৪,৮০৮.২৯	০৭-মার্চ-২৫
৭	xxxx১৩০৬	মেহেদি হাসান	৫১,৯২৭.৮১	০৭-মার্চ-২৫

তারিখঃ ০৭.০৩.২০২৫ স্বা/-
স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড

পূর্ব রেলওয়ে
সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেপিএ-ইআরএস-ওটি-৪৩-২৪-২৫, তারিখঃ ০৪.০৩.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নম্বর নং: কেপিএ-ইআরএস-ওটি-৪৩-২৪-২৫। বিবরণঃ** রেলওয়ে চত্বর/শপ-১০/কাঁচরাপাড়া, বোলস্টার সহ লোকো বগি ফ্রেম ও ইএমইউ/এমইএমইউ বগির শট ব্লাস্টিং, পরিমাণ-৮৯০টি। **টেন্ডার মূল্যমান:** ৪৯,১৪,৫৫৫.৪০ টাকা, জিএসটি ও অন্যান্য চার্জ সহ। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৫.০৩.২০২৫ দুপুর ৩টা। **সম্পাদনের সময়সীমা:** ২৪ মাস। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইটে **www.ireps.gov.in** থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং-এর মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল প্রস্তাবের অনুমোদন নেই এবং কোন ম্যানুয়াল প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা গ্রাহ্য হবে না ও তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (MISC-366/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ইসি/টি/ট্রান্সফর্মার অয়েল পাইপলাইন/ওটি-১৬/২৪-২৫, তারিখ ০১.০৩.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন-৭৪৩১৪৫, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ইসি_টি_টিএফপি_ওটি-১৬_২৪-২৫, তারিখঃ ২৮.০২.২০২৫। অবস্থান সহ কাজের নামঃ** ডেপুটি সিইই/ডব্লু/কাঁচরাপাড়া অর্গানাইজেশন, কাঁচরাপাড়া ওপেন টেন্ডার ভিত্তিতে সহজগম্যতার সমস্যা যুক্ত ১০০টি প্রচলিত ইএমইউ/এমইএমইউ মোটর কোচগুলির অক্সিলিয়ারি রিজার্ভার সমেত মেইন ট্রান্সফর্মার অয়েল পাইপলাইন অ্যাসেম্বলি পরিবর্তন সম্পর্কিত কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্যমান** ঃ ৯৯,৩৫,৬০০ টাকা (জিএসটি সহ)। **টেন্ডারপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য জমা** ঃ ১,৯৮,৭০০ টাকা। **যে ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে ২৮.০২.২০২৫ থেকে ২৪.০৩.২০২৫ তারিখ বেলা ৩টা অবধি টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যাবে। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ৩৬ মাস। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ** ২৮.০২.২০২৫ থেকে ২৪.০৩.২০২৫ তারিখ বেলা ৩টা অবধি। **প্রস্তাব জমার সময়সীমা ঃ** ১০.০৩.২০২৫ থেকে ২৪.০৩.২০২৫ তারিখ বেলা ৩টা অবধি। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৩.২০২৫ তারিখ বেলা ৩টা অবধি। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৩.২০২৫ তারিখ বেলা ৩.৩০ মিনিট অবধি। (MISC-367/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

সরকারকে আলু কেনার দাবীতে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ মার্চ ঃ জমি থেকে আলু উঠতে শুরু করলেও আলুর দাম না পাওয়ায় চরম সমস্যায় চাষিরা। অবিলম্বে রাজ্য সরকার কে ৯টাকা কেজি নয়, ১৫টাকা দরে আলু কেনার দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি। বৃহস্পতিবার বর্ধমান শহরের কার্জনগেট চত্বরে রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখান কৃষকরা। সহায়ক মূল্যের দাবিতে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন তারা। এদিন পূর্ব বর্ধমানের মেমারী, জামালপুর ব্লক সহ বেশ কয়েকটি ব্লকের কৃষকরা আলুর সহায়ক মূল্যের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হন। কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি সহ চারটি কৃষক সংগঠন বিক্ষোভে সামিল হয়। পূর্ব বর্ধমানের রায়না, জামালপুর, বর্ধমান-২, মেমারী সহ বেশ কয়েকটি ব্লকে বিপুল পরিমাণে আলুর চাষ হয়। আর সেই আলু এবার জমি থেকে উঠতে শুরু করেছে। মাঝখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ও বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আলুর সেভাবে দাম না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে চাষিদের। একদিকে আলুবীজের আকাশছোঁয়া দাম, অন্যদিকে রাসায়নিক সারের দামও বেশি। বিক্ষোভরত কৃষকদের অভিযোগ, মজুরি-সহ আলু চাষ করতে প্রতি বিঘাতে খরচ হয়েছে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা। কিন্তু বর্তমান সময়ে আলুর যা মূল্য তাতে প্রতি বিঘাতে আলু বিক্রি করে চাষিরা হাতে পাচ্ছেন ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। এতে লাভ তো দূর অস্ত, খরচ করা টাকাও উঠে আসবে না। কৃষক সংগঠনের আহ্বায়ক অনুরুদ্ধ কুন্ডুর দাবি, কৃষকদের বিপুল ক্ষতির মুখ থেকে বাঁচাতে অবিলম্বে রাজ্য সরকার কে আলু ৯ টাকা কেজি দরে না কিনে ১৫ টাকা কেজি দরে কিনতে হবে। তা হলে কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি সহ চারটি কৃষক সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে।

‘সপ্তশতী’ - আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনে আই কমিউনিকেশনস

দুরন্ত বার্তা, ৬ মার্চ ঃ সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে এমন নয়জন অসাধারণ নারীকে সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে, আই কমিউনিকেশনস আয়োজন করে সপ্তশতী নামে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। ৬ মার্চ, ২০২৫ কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে তাঁদের নবদুর্গা আখ্যা দিয়ে তাঁদের সংগ্রাম ও অনুপ্রেরণামূলক ভূমিকার স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। সম্মানিত এই নয়জন মহীয়সী নারীদের মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী ও সমাজ সংস্কারক আলোকানন্দা রায়, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কো-চেয়ারপার্সন মানসী রায়চৌধুরী, পঞ্চকবির গানের অনন্য শিল্পী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রখ্যাত প্লেব্যাক সিঙ্গার ও সুরকার ড. সায়নী পালিত, বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, গীতিকার ও বাচিকশিল্পী ঝর্ণা ভট্টাচার্য্য, কলকাতা রিস্তার সেক্রেটারি ও এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সন্তোষ কুমার গিরি, নৃত্যশিল্পী ও ক্যানসারজয়ী অঞ্জলি রায়, পশুপ্রেমী সুনীতা দাস, এবং অ্যাসিড আক্রান্ত বীর যোদ্ধা ও ব্রেভ সোলস ফাউন্ডেশনের সমাজকর্মী মনিষা পৈলান। এই সম্মাননা অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন - সরোদ মায়স্ত্রো পদ্মশ্রী পণ্ডিত তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্র্যান্ডমাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া, অবসরপ্রাপ্ত আইএএস ও নিউ টাউন স্মার্ট সিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন, ধান্বন্তরি গ্রুপের সিএমডি ও নাইজারের অনারেরি কনসাল রাজেন্দ্র খাণ্ডেলওয়াল, আইসিসিআর কলকাতার প্রাক্তন আঞ্চলিক অধিকর্তা গৌতম দে, কলকাতা ইনস্টিটিউট অফ গ্রাফোলজির ফাউন্ডার-ডিরেক্টর মোহন বসু, ৯১.৯ ফ্রেন্ডস এফএম-এর প্রধান জিমি ট্যাংরি, এবং ইনফিনিটি গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্কেটিং অনিন্দ্য দাস। আই কমিউনিকেশনস-এর ফাউন্ডার ও সিইও রুমকি মহাপাত্র বলেন, সপ্তশতী শুধুমাত্র একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নয়, এটি নারীশক্তির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মানের প্রতিফলন। এই মহীয়সী নারীরা সাহস ও সংকল্পের সঙ্গে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন এবং তাঁদের গল্প বহু মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে। এই প্রসঙ্গে আই কমিউনিকেশনস-এর অ্যাডভাইসার সৌম্যজিত মহাপাত্র বলেন, নারী ক্ষমতায়ন কেবল অর্জনের স্বীকৃতিতে নয়, বরং তাঁদের সংগ্রামের কাহিনিগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরার মধ্যেও নিহিত। সপ্তশতীর মাধ্যমে আমরা এই মহীয়সী নারীদের আত্মত্যাগ ও সাফল্য উদ্‌যাপন করতে পেরে গর্বিত। ‘সপ্তশতী’ শুধুমাত্র একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি নারীদের আত্মশক্তি, সংগ্রাম ও অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি মঞ্চ। বিশিষ্ট অতিথিদের সহযোগিতা ও আই কমিউনিকেশনস-এর আন্তরিক প্রচেষ্টায়, এই উদ্যোগ নারীশক্তির জয়গান গাইতে ও সমাজের পরিবর্তন সাধকদের উদ্‌যাপন করতে এক শক্তিশালী বার্তা পৌঁছে দেয়।

ভ্যাকসিন নেওয়ার পরই মৃত্যু শিশুর, উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৬ মার্চ ঃ দেড়মাসের এক শিশুকন্যার মৃত্যু ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে মালবাজার মহকুমার লাটাগুড়ির ক্রান্তি মোড়ে। শিশুটির মা কবিতা রায়ের বিস্ফোরক অভিযোগ, ভ্যাকসিন নেওয়ার কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়ে তাঁর সুস্থ মেয়ে। ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতেই মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। হতভাগ্য মায়ের অভিযোগ, গতকাল ক্রান্তি মোড় এলাকার একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে তাঁর দেড়মাসের মেয়েকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। সেই সময় মেয়ে পুরোপুরি সুস্থ ছিল। কিন্তু, রাতে মেয়ের জ্বর আসে। তিনি জ্বরের ওষুধ খাওয়ান। এর কিছুক্ষণ পর থেকেই তাঁর মেয়ে জোরে জোরে হাঁচি দিতে থাকে। ওই শিশুকন্যার নাক-মুখ দিয়ে রক্ত, কফ বেরিয়ে আসে। এরপরই তাঁর একরত্তি মেয়ে ঝিমিয়ে পড়ে। তাঁরা তৎক্ষণাত গাড়ি ভাড়া করে মেয়েকে নিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিক্যালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড বিভাগে নিয়ে আসেন। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর দেড়মাসের মেয়েকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরিবারের দাবি, ভ্যাকসিনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন লাটাগুড়ির ক্রান্তি মোড় এলাকায় পথ অবরোধ শুরু করেছে মৃত শিশুর পরিবার। যদিও জেলা স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা এখনও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

ভুয়ো ভোটার রুখতে ময়দানে নামলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক

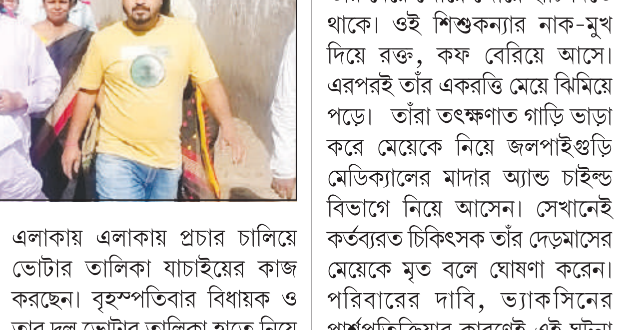

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ মার্চ ঃ ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করতে সরাসরি ময়দানে নামলেন বৃহস্পতিবার বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরেই, ভোটার তালিকায় থাকা ভুতুড়ে নামগুলি সরিয়ে ফেলার উদ্যোগে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি। এদিন বর্ধমান শহরের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাটির বাগ এলাকায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে সন্দেহজনক ভোটারদের বিষয়ে খোঁজখবর নেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন দলীয় কর্মীরা। রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে দলীয়ভাবে সক্রিয় হয়েছেন তৃণমূল নেতারা, এরই অংশ হিসেবে, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস এলাকায় নেমে সরেজমিনে তদন্ত চালাচ্ছেন। ভুয়ো ভোটারদের বিষয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছেন তিনি। বিধায়কের কথায়, ভুয়ো ভোটারদের কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নষ্ট হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে, আমরা চাই ভোটার তালিকা একদম পরিষ্কার হোক। তাই ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে ভোটার তালিকা যাচাই করছি। বৃহস্পতিবার সকালে মাটির বাগ এলাকায় পৌঁছে বিধায়ক খোকন দাস বাড়ি বাড়ি যান এবং ভোটার তালিকার সঙ্গে বাস্তব বসবাসকারীদের তথ্য মেলানোর কাজ করেন। কারা প্রকৃত ভোটার, কারা বাইরে চলে গেছেন বা কারা ভুয়ো নামে তালিকায় রয়েছেন- সেই বিষয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করেন তিনি। শুধু বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ভোটার তালিকা বিশুদ্ধকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে দলীয় নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন কোনও ভুয়ো ভোটার তালিকায় না থাকে। সেই মতো বিধায়ক, কাউন্সিলর ও দলীয় কর্মীরা এলাকায় এলাকায় প্রচার চালিয়ে ভোটার তালিকা যাচাইয়ের কাজ করছেন। বৃহস্পতিবার বিধায়ক ও তার দল ভোটার তালিকা হাতে নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে, ভোটার তালিকার তথ্যের সত্যতা যাচাই করছেন। সন্দেহজনক কোনও নাম পেলেই, তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

এক বাংলাদেশী ও এক ভারতীয় দালাল গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৬ মার্চ ঃ আবারও বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসার অপরাধে এক বাংলাদেশীসহ একজন ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করলো নদীয়ার হাঁসখালি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর গতকাল রাতে বিশেষ অভিযান চালায় নদীয়ার হাঁসখালি থানার পুলিশ সেখান থেকেই এক বাংলাদেশী ও এক ভারতীয় দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর ধৃত বাংলাদেশি মান্নান মন্ডল বাংলাদেশের ঝিনাইদহের বাসিন্দা। বেশ কিছুদিন আগে সে হাতখালি থানার রামনগর মুসলিমপাড়া এলাকায় বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে প্রবেশ করে। ঘটনায় আরাফাত মন্ডল নামে নদী আর হাঁসখালি রামনগর মুসলিম পাড়ার বাসিন্দা এক ভারতীয় দালাল এর সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায় তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।

জবরদখল উচ্ছেদ করতে নামতে চলেছেন হলদিয়া পৌরসভা ও হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ

দুরন্ত বার্তা, হলদিয়া, ৬ মার্চ ঃ শিল্পশহর হলদিয়ায় স্ট্রীটলাইট, রাস্তাঘাট, জবরদখল উচ্ছেদ করতে একসাথে পথে নামতে চলেছেন হলদিয়া পৌরসভা ও হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ। হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদে এক বোর্ড মিটিংয়ে এমনই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে যৌথ প্রশাসন। স্ট্রীটলাইট খারাপ হয়ে গেলে স্ট্রীটলাইটে গায়ে লেখা থাকবে ফোন নম্বর। যাতে সহজেই ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারেন এবং তড়িঘড়ি তার সমাধান মেলে। এমনই অভিনব উদ্যোগ হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ মিটিংয়ে। শিল্প শহরের সিসি ক্যামেরা গুলিকে সঠিকভাবে চালু করার দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদ কিংবা হলদিয়া পৌরসভার বেশ কিছু জমি বেদখল হয়ে গেছে । শিল্পশহর হলদিয়ায় বেদখলিকৃত জমি গুলো উদ্ধারের জন্য যৌথভাবে ইন্সপেকশন করা হবে । সাথে পুলিশকে সঙ্গে নিয়েই কাজ করা হবে বলে জানায় হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান জ্যোতির্ময় কর ।

OFFICE OF THE PRODHAN DHANIAKHALI -2 GRAM PANCHAYET
Vill + P.O.- Boso, Dhaniakhali:: Hooghly
Memo No. - 075/DNK-2 GP/2025 Dated:- 06/03/2025
Notice inviting competitive E-tender in two cover system on percentage basis in the prescribed format are hereby invited from resourceful, experienced, bonafied, reputed Contractors for execution of the 2nos. works. **N Ie-T NO.- 07/DNK-2 GP/ 2024-25,** source of fund 15 th FC. Completion time 60 Days. Date & time of Publication : **06/03/2025 at 16.00.** Documents download & Bid proposal submission start date & time (Online) : **06/03/2025 at 16.00.** Documents download end date & time (Online) : **17/03/2025 at 12.00.** Bid proposal submission end date & time (Online) : **06/03/2025 at 16.00.** Bid opening Date & time for Technical Proposal (Online) : **19/03/2025 at 12.00.** All other necessary details will be available from the office of the Dhaniakhali-2 Gram Panchayat on all working days.
Sd/-
Pradhan
Dhaniakhali -2 Gram Panchayet

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
টেলি ঃ (+৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১-১৩, ফ্যাক্সঃ (+৯১-৩৩) ২৬৪১ ২৬১৩
অ্যাকাউন্স বিভাগ
টেন্ডার নোটিশ

ক্রম নং	মেমো নং	তারিখ	টেন্ডার বিবরণ	দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	অভিজ্ঞতা
১	১৮০৭ / এডি / ২৪-২৫	০৩-০৩-২০২৫	০১.০৪.২০২৫ থেকে ৩১.০৩.২০৩০ (২০২৫-২৬ অর্থবছর থেকে ২০২৯-৩০ অর্থবছর) পর্যন্ত সময়কালের জন্য এইচএমসিতে আয়কর পরামর্শদাতা নিয়োগ। (৩ কল)	১২.০৩.২০২৫ বিকাল ৫টা	সরকার / স্থানীয় স্বশাসনে একই ধরণের কাজের তিন বছরের অভিজ্ঞতা।
২	১৭৯২ / এডি / ২৪-২৫	২৭-০২-২০২৫	০১.০৪.২০২৫ থেকে ৩১.০৩.২০৩০ সময়কালের জন্য এইচএমসির জন্য ইপিএফ পরামর্শদাতা নিয়োগ। (৩ কল)	১৩.০৩.২০২৫ বিকাল ৫টা	সরকার / স্থানীয় স্বশাসনে একই ধরণের কাজের দু বছরের অভিজ্ঞতা।

● বিস্তারিত তথ্য অফিসের ওয়েবসাইট এবং www.wbtenders.gov.in-এ ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি থেকে পাওয়া যাবে।
● এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৯২(২) / ২৪-২৫
০৬।০৩।২০২৫
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (‘‘**আইআইএফএল**’’) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **10.03.2025** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল - ১ম তলা, মৃন্ময় হাউস, সেঃট জন’স অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পো-আগোরি, পিএস-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-৭১১৩০২, সকাল 10:00** টায় শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31246541, GL33748148, GL33752544, GL33769995, GL23939333, GL27170956, GL30357996, GL31356085, GL31370890, GL31719318, GL31725439, GL33358465, GL33373283, GL33468298, GL33472204, GL33671846, GL33687635, GL33709687, GL33870243, GL33890423, GL33948029, GL31534674, GL31559317, GL31826414, GL33609749, GL33413583, GL33433921, GL33465958, GL34282119, GL32813429, GL32834169, GL33242214, GL33261677, GL33313941, GL33323734, GL33520016, GL33538098, GL33759629, GL33872913, GL26990704, GL31360872, GL31503678, GL31482963, GL31378005, GL31392768, GL31484471, GL32333145, GL32344652, GL25643128, GL25644687, GL27823905, GL27824207, GL32359211, GL33033873, GL33072174, GL33084984, GL33129907, GL33151637, GL33220709, GL33223502, GL33225109, GL33231485, GL33238066, GL33238684, GL33362301, GL33367686, GL33716566, GL33743048, GL33781824, GL33790109, GL33971202.

অকশন (নিলাম) ‘‘যেখানে যেরকমভাবে আছে’’, ‘‘যেমতাবস্থায় আছে’’ এবং ‘‘যা আছে’’ ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: হাওড়া
তারিখ: 07.03.2025
Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (‘‘আইআইএফএল’’) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **10.03.2025** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে: **কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জেএম অ্যাভিনিউ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ৮বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআইয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০৬, পশ্চিমবঙ্গ, সকাল 10:00 টায়** শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24026618, GL24077544, GL29293864, GL29859360, GL29897781, GL31633591, GL31651920, GL31088127, GL31218547, GL31229256, GL31236009, GL33934376, GL33934643, GL33047738, GL33055916, GL33278274, GL33293536, GL33379060, GL33829015, GL33861718, GL31610883, GL31626915, GL33048793, GL33056177, GL33081248, GL33181298, GL33446628, GL33459542, GL33587909, GL34072747, GL31693468, GL31916808, GL34125659, GL34141648, GL23925038, GL31111430, GL31121601, GL31306013, GL31319370, GL32149353, GL32174037, GL32686080, GL33205683, GL33276105, GL33295168, GL33713589, GL26767136, GL27846968, GL33272667, GL32462283, GL32473273, GL33409871, GL33426839, GL23790710, GL26004627, GL29782239, GL33844884, GL26515991, GL31220162, GL31233213, GL32512066, GL33931309, GL33978384, GL33982777, GL33984139, GL32934699, GL32955639, GL33783644, GL31496148, GL31516216, GL33409497, GL33430745, GL33474839, GL33785376, GL31247363, GL31308711, GL31037419, GL33363759, GL33372620, GL33869043, GL33890741, GL31324895, GL31344180, GL33047857, GL33056521, GL33170222, GL33179797, GL33364111, GL33372521, GL33440153, GL33460104, GL33500620, GL33516986, GL33530005, GL33542142, GL33547362, GL33567161, GL33612220, GL33722729, GL33725383, GL33759227, GL33830790, GL33861700, GL32593390, GL32608962, GL32759508, GL32843395, GL33814988, GL27809034, GL29174897, GL30915447, GL31807186, GL33077391, GL33248392, GL33284417, GL33410234, GL33448696, GL33469912, GL33600319, GL33733194, GL33866225, GL33868810, GL33881914, GL33899544, GL33962323, GL33974132, GL23757150, GL26093431, GL27816310, GL28656417, GL31156033, GL31177570, GL31694741, GL32939392, GL32955488, GL33025248, GL33131886, GL33151362, GL33201637, GL33316544, GL33329848, GL33353208, GL33476911, GL33577701, GL33592199, GL33614006, GL33630000, GL33718357, GL33744481, GL33790796, GL33873970, GL33878995, GL33892579, GL34263604, GL33074260, GL33085778, GL33225539, GL33232893, GL33481664, GL33528948, GL33542964, GL33671127, GL33688657, GL33727870, GL33837640, GL33925496, GL33203434, GL33209368, GL33928842, GL25828249, GL31381785, GL31392841, GL31660656, GL31676531, GL33316669, GL33721132, GL33723920, GL33736904, GL33740267, GL33761432, GL33814231, GL26819129, GL27119789, GL27438876, GL28197499, GL31477029, GL31490882, GL31511140, GL31512005, GL32966755, GL32984121, GL33099596, GL33118909, GL33216188, GL33231574, GL33256910, GL33274966, GL33294368, GL33382168, GL33480154, GL33574973, GL33575696, GL33591735, GL33592208, GL33806793, GL33811201, GL33811510, GL33824806, GL33825354, GL33825398, GL33921679, GL28690478, GL31349792, GL32821847, GL32828517, GL33158922, GL33651471, GL33679403, GL33718259, GL33742698, GL33332611, GL33356350, GL33357788, GL33383216, GL23941589, GL24600708, GL28199447, GL28754199, GL31240293, GL31806424, GL32971357, GL32987423, GL33040621, GL33055451, GL33062448, GL33082788, GL33184254, GL33245322, GL33262887, GL33271436, GL33274279, GL33290865, GL33293819, GL33414395, GL33524684, GL33524837, GL33525393, GL33541126, GL33542176, GL33758807, GL34249705, GL34268921, GL24817522, GL32911771, GL32923450, GL32945776, GL32957368, GL33098109, GL33121682, GL33339906, GL33351224, GL33366559, GL33503956, GL33507716, GL33764112.

অকশন (নিলাম) ‘‘যেখানে যেরকমভাবে আছে’’, ‘‘যেমতাবস্থায় আছে’’ এবং ‘‘যা আছে’’ ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: 07.03.2025
Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

গৃহসজ্জা

আলোর উৎসের দিকে খেয়াল রেখে আপনার বাড়ির দেয়ালের রং বাছাই করুন

শুরুর দিকের দিনগুলোর অনেকটা সময় শোবার ঘরেই নিভৃতে কাটান নবদম্পতিরা। কত কথা, কত ভাবনা। কত হাসি, কত কান্নার স্মৃতির আলোড়ন। কখনো চলে পুরোনো বইয়ের পাতা ওলটানো। এই ঘরের বারান্দায়ই নতুন একেকটা ভোরের সূচনা, বিকেল বা সন্ধ্যার আয়েশি সময়যাপন। সেই ঘরের দেয়ালের জন্য কোমল রংই ভালো। চলতি ধারাতেও শোবার ঘরের জন্য কোমল ধাঁচের রংই এখন জনপ্রিয়। ব্লাশ কিংবা আইভরি রং আধুনিক অন্দরে মানানসই। প্রশান্তি আর প্রেমের অনুভূতির জন্ম দেয় এমন রং। নিজস্ব এই পরিসরে লাক্সারি ম্যাট বা লাক্সারি সিল্কের রঙের ধারা ব্যবহার করতে পারেন। বসার ঘরের জন্যও লাক্সারি সিল্ক দারুণ। পরিবারের সবার সঙ্গে একটা লম্বা সময় কাটানো হয় এ ঘরে। সমুদ্রের নীলের মতো উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত রং বেছে নিতে পারেন বসার ঘরের দেয়ালের জন্য। এ ঘরের ছাদে থাকতে পারে ধূসর রঙের ছোঁয়া। অতিথিদের থাকার ঘরের জন্য বেছে নিন কোমল ধাঁচের রং। খাবার ঘরে একটু হালকা, নিরপেক্ষ ধরনের রং ব্যবহার করতে পারেন। তবে আপনার সংসারের বয়স যাই হোক, বাড়িতে রং করাতে চাইলে কিছু বিষয় খেয়াল রাখুন ঘরের আকার, জানালার অবস্থান এবং আলোর উৎসের দিকে খেয়াল রেখে দেয়ালের রং বাছাই করুন, না হলে রং বাছাইয়ের ভুলে ঘরটা অন্ধকার দেখাবে। যেমন জানালার উল্টো পাশের দেয়ালে চকচকে ধরনের রং (গ্লসি ফিনিশ) ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে জানালা দিয়ে আসা আলো দেয়ালে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ থাকবে। ফলে ঘরটা আলো ঝলমলে দেখাবে। ছোট মনে হবে না। ছোট আকারের ঘরের দেয়ালের জন্য গাঢ় শেডের রং উপযোগী না। বরং হালকা শেডের রং বেছে নেওয়া প্রয়োজন। তাতে ঘরটা বড় দেখায়। বড় আকারের ঘরের দেয়ালে বা বড় করিডরে গাঢ় শেডের রং ব্যবহার করুন। আরামদায়ক ও সুখকর অনুভূতি দেবে। রান্নাঘর ও বাথরুমের জন্য অবশ্যই ড্যাম্প প্রতিরোধী রং বেছে নিন। দেয়ালে এ ধরনের রং করানো হলে হুট করে লেগে যাওয়া দাগছোপ মুছে ফেলাও সহজ হবে। ড্যাম্পের ঝুঁকি থাকলে বাড়ির অন্যান্য ঘরের দেয়ালের জন্যও এ ধরনের রং ব্যবহার করা ভালো। যে ঘরে শিশুরা থাকবে, সেই ঘরের জন্য এমন রং বেছে নিন, যাতে চোখ জ্বালা না করে এবং উৎকট গন্ধেরও সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ শিশুর সংবেদনশীল দেহে কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। বার্জারের ব্রিদ ইজি পেইন্টের রংগুলো থেকে প্যাস্টেল শেডের যেকোনো রং বেছে নিতে পারেন। তাতে শিশুর ঘরটা প্রাণবন্ত দেখাবে। আর শেষ কথা হলো, অন্দর আপনার রুচিশীলতার পরিচায়ক। নিজস্বতার পরিচয় রাখার এমন স্বাধীনতা আর কোথায়ই বা পাবেন! তাই নিজের মনের কথা শুনুন। চলতি ধারার সঙ্গে নিজের ভাবনার মিশেলে সাজিয়ে তুলুন আপনার বাড়ির অন্দর। আর অবশ্যই আপনার জীবনসঙ্গীর ভালো লাগার দিকেও খেয়াল রাখুন। দুজনে মিলে তবেই না সংসার! দুজনের একই সঙ্গে পথচলার জন্যই না এত আয়োজন।

দেশের বাজারে প্রচলিত আসবাবগুলোতে মূলত ইউরোপীয় ধারা চলছে

স্বর্ণালংকার থেকে শুরু করে পোশাকে যেমন এসেছে আধুনিকতার ছোঁয়া, তেমনি আসবাবেও লেগেছে সেই ছোঁয়া। তাই ক্রেতাদের এখন বিশেষ পছন্দ আধুনিক ধারার ফার্নিচার বা বহুমুখী আসবাব। বিশেষ করে ছোট ফ্ল্যাটে বাস করা পরিবারগুলো এমন আসবাব খোঁজেন, যাতে জায়গা কম আবার দেখতে আধুনিক। আপনার বাসার জন্য কেনা সোফা একই সঙ্গে মেটাবে খাটের চাহিদাও। গেস্টরুমে এই আসবাব যেমন কার্যকর, তেমনি বাঁচাবে জায়গা। বর্তমান জীবনযাপনকে মাথায় রেখেই আসবাব নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো এমন নানা উদ্ভাবনী চিন্তাকে উৎসাহিত করছে। ঘর গোছানো একটি আর্ট, তাই ছোট বা মাঝারি আকারের অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দারা অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির আসবাবের দিকে ঝুঁকছেন। যে ধরনের আসবাবগুলো ঘরের খুব বেশি জায়গা দখল করবে না। শুরুতে এসব পণ্যের দাম শুনে মনে হতে পারে কিছুটা বেশি। তবে হিসাব করলে দেখা যাবে, আলাদা করে একটি ডাইনিং টেবিল ও পড়ার টেবিল কিনতে লেগে যেত ৭০ হাজার টাকা, সেটাই এখন এক আসবাবে ৪৫ থেকে ৫০ হাজারে সেরে ফেলা যাচ্ছে। আসবাব প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান পারটেক্সের ব্র্যান্ড ম্যানেজার বলেন, 'একাধিক কাজে ব্যবহারযোগ্য পণ্যগুলোর দাম অনেকের কাছে কিছুটা বেশি মনে হয়। তাই যাঁরা একটা পণ্য কিনতে দোকানে যান, তাঁরা মাল্টিপারপাস আসবাব এড়িয়ে চলেন।' বাজারে একাধিক প্রতিষ্ঠান এনেছে 'মাল্টিপারপাস সোফা'। যে সোফা বসার পাশাপাশি ডাবল বেডের খাট হিসেবেও ব্যবহার করা যাবে। অনেক ব্র্যান্ডে ডিভানকেও খাট হিসেবে ব্যবহারের সুবিধা আছে। লিভিংরুমে ব্যবহারের জন্য নিতে

পারেন মডিউল সোফা, যেটি আপনার পছন্দমতো সাজাতে পারবেন। আপনার রুমের আকার অনুসারে কাস্টমাইজ করেও নেওয়া যাবে এসব আসবাব। তিনদুইএক টাইপের সনাতন ধারার সোফা সেটের ধারণা এখন নেই। এক, দুই সিটেও এখন সোফা পাওয়া যায়। যাঁর বাসায় যেটুকু জায়গা বা যাঁর যে কয়টা প্রয়োজন, তাই কিনতে পারবেন তিনি। দেখতেও বেখাপ্পা মনে হয় না আজকাল। এ ক্ষেত্রে হাতিলের স্টোরেজ সোফা হতে পারে আপনার প্রথম পছন্দ। কারণ, এই সোফার ভেতরে ড্রয়ার বা বাক্স আকারে অন্য নানা জিনিসপত্র রাখার সুযোগ আছে। হাতিলে আছে ভিন্ন ধারার বাচ্চাদের পড়ার টেবিল, যা তার পড়া শেষে ঘুমানোর বেডে রূপান্তর করতে পারবেন। বহুমুখী আসবাবের মধ্যে আরও আছে বেঞ্চ কাম মই, ড্রেসিং টেবিল কাম স্টোরেজ, দেয়ালের তাক কাম দোতলা খাট ইত্যাদি। জনপ্রিয় হলেও বিদেশে কিন্তু গত শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই তৈরি হচ্ছে মাল্টিপারপাস আসবাব। সাধারণ বাড়িতে আসবাবের খুব বেশি বাহুল্যই অবশ্য দেখা যেত না। বড়জোর এক বা দুটি বড় চৌকি পেতে বাড়ির মানুষ ঘুমানোর ব্যবস্থা, একটা মিটসেফ আর আলমারি। বেশির ভাগ বাড়িতে বসার জন্য পাটির চল ছিল। এটাও কিন্তু একধরনের মাল্টিপারপাস উপকরণ। যে পাটিতে খাওয়া হচ্ছে, একটু পর তাতে বসেই বাড়ির ছেলেপুলেরা লেখাপড়া করছে, সেখানেই আবার রাতে ঘুমানোর জন্য ঢালাও বিছানা পাতা হতো। অতিথি এলেও গ্রামে পাটি পেতে দেওয়ার চল ছিল। আর্থিক অবস্থার সঙ্গে বদলেছে মানুষের রুচি। সামর্থ্য যখন বাড়তে শুরু করে, মানুষের রুচিতেও আসে বদল। আসবাবও এর ব্যতিক্রম নয়। আগে যেমন ধনী বাড়িতে জাঁকজমকপূর্ণ আসবাব দেখা যেত, এখন ধনীরা মিনিমালিস্টিক আসবাব খোঁজেন। একের ভেতর দুই কাজের আসবাবও তেমনি মানুষের প্রয়োজনের পাশাপাশি রুচির প্রকাশ।' বর্তমানে দেশের বাজারে প্রচলিত আসবাবগুলো মূলত ইউরোপীয় ধারার। ডিজাইন খুব সাধারণ হলেও দেখতে বেশ আকর্ষণীয়।

আধুনিক ফার্নিচারগুলোয় খুব বেশি কারুকাজের দেখা মেলে না, এগুলোর ওজন থাকে কম। তাই সহজেই স্থানান্তর করা যায়। শুধু বাসাবাড়িতেই না, করপোরেট জগতেও বেড়েছে এ ধরনের ফার্নিচারের চাহিদা। আসবাবে বর্তমানে সাদা ও কফি কালার বেশি চলছে বলে জানালেন ঢাকার কাজীপাড়ার একাধিক ফার্নিচার বিক্রেতা। কাদের জন্য বহুমুখী আসবাব কিছু বিশেষ শ্রেণির মানুষকে টার্গেট করে তৈরি হয় বহুমুখী আসবাব।

ভোটার তালিকা গড়মিল, প্রথমবার বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ ভোটার তালিকা গড়মিলের অভিযোগ সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে গঠিত তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্তরের কোর কমিটি আজ প্রথমবার বৈঠকে বসে। দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর নেতৃত্বে কমিটির ওই বৈঠকে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজ খতিয়ে দেখার জন্য সাংগঠনিক জেলাওয়ারি কয়েকজন নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সুব্রত বক্সী নিজে দক্ষিণ কলকাতা এলাকায় এই কাজ দেখভাল করবেন। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। আগামী ১৫ই মার্চ এক ভার্চুয়াল বৈঠকে তিনি কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।ভোটার তালিকা কে ত্রুটিমুক্ত করতে তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তরে স্মারকলিপি দেবে বলেও ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দলের সমীক্ষায় এ পর্যন্ত একই এপিক নম্বরের একাধিক ভোটার সংক্রান্ত যে সব তথ্য জেলা গুলি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে তা কমিশনের কাছে জমা দেওয়া হবে। এরপরেই বিকেলে ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সহ তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে আসেন।

শন্তিনিকেতনে ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস

দেবব্রত রায় চৌধুরীরঃ একের সদ ইচ্ছাতেই অধিক জনশক্তির জোয়ারে ভেসে উঠল বীরভূমের শান্তি নিকেতন। নিজের পরিকল্পনার জেরেই স্বাস্থ্য সম্মেলনে উপস্হিত হলেন প্রায় শতাধিক চিকিৎসক, প্রচুর পরিমাণে ঔষধ উত্পাদনকারী ও বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিরা। রাজ্যের স্বাস্থের উন্নতিতে তাঁর ইচ্ছা আধুনিকি করণের স্বার্থে এ আই অর্থাৎ আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলেজিন্সী এবং রোবোটেক্ এর গুরুত্ব আরোপ করা। আর সেটাই অত্যন্ত সফল ভাবে শেষ করলেন তিন-দিনের এই মহাযজ্ঞ। তিনিই হলেন শান্তি নিকেতন মেডিকেল কলেজের ও হাসপাতালের সভাপতি মলয় পিট ও এই উদ্যোগের আহবাহক। গত ১লা মার্চ থেকে ৩রা মার্চ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ক্যাম্পাস বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজার-হাজার মানুষের ভিড়ে আক্ষরিক অর্থেই মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এই স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্র। যা দেখেই হয়তো প্রথম দিনে ১ মার্চ এশিয়ার প্রখ্যাত লিভার ট্রান্সপ্লান্ট বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুরেশ সিংভি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিকাঠামো দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেন, আমি বারবার এখানে আসতে চাই। এ ধরনের পরিকাঠামো এই অঞ্চলে কল্পনাতীত। তিনিই এস এম সি মেড এক্সপো ২৫ এবং ১৬তম আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজের সভাপতি মলয় পীট, প্রিন্সিপাল ডাঃ গৌতম নারায়ণ সরকার, ডিন

ডাঃ অয়ন গোস্বামী, প্রখ্যাত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য শিল্পপতিরা। দেশের খ্যাতনামা রেডিওলজিস্ট ডাঃ কে প্রভাকর রেড্ডিও উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ সিংভি হাসপাতালের ওপিডি-তে রোগী দেখেন এবং ভবিষ্যতে আবার আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ১লা থেকে ৩রা মার্চ পর্যন্ত মেড এক্সপো ২৫-এ প্রায় ১০০০ চিকিৎসক, ২০০০ নার্সিংহোম ও হাসপাতালের মালিক এবং ১০০টিরও বেশি চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা অংশ নেন। আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি ও গবেষণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই তিনদিনে। মেডিকেলের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এস্টেয়লা ২০২৫,মেডিকেল ও প্যারামেডিক্যাল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রতিভা তুলে ধরে। কলেজের সভাপতি মলয় পীট বলেন, সাধারণ মানুষকে উন্নত চিকিৎসা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য এই প্রদর্শনী গুরুত্বপূর্ণ। তিনি রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নেরও প্রশংসা করেন। ২০২৭ সালের মধ্যে সরকারের সহযোগিতায় শান্তিনিকেতন স্বাস্থ্য উপনগরী গড়ে তোলার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়।

রবিবার (২ মার্চ) সকালে ডাঃ প্রভাকর রেড্ডি ও ডাঃ সুরেশ সিংভি এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেন। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ডাঃ রেড্ডি বলেন, সাফল্যের চাবিকাঠি হল চারটি - ডিসিশন, ডিটারমিনেশন, ডেডিকেশন ও ডিসিপ্লিন।

তিনি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের পরিকাঠামো ও শিক্ষার মানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ডাঃ সিংভি বলেন, এখানকার পরিকাঠামো আন্তর্জাতিক মানের। আমি ভবিষ্যতে বারবার আসতে চাই। তিনি ও ডাঃ রেড্ডি ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ও পরামর্শ দেন। এদিন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে অনুষ্ঠিত মহিলা উদ্যোক্তা কর্মসূচির শিলান্যাস করে বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের জন্য অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছেন। এখানেও দেখলাম মহিলাদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর করতে মলয় বাবু মহিলাদের উদ্যোক্তা করে সামাজিক উন্নয়ন করার যে সময় উপযোগী ভাবনা নিয়েছে সেক্ষেত্রেও বীরভূম জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসন একযোগে কাজ করতে ইচ্ছুক। আমি কথা দিচ্ছি, আপনারা এগিয়ে যান। বীরভূম জেলাপরিষদ আপনার পাশে আছে। সোনার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আপনার পাশে থাকবেন। তিনি মলয় পীটের উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, এই মেডিকেল কলেজের কারণে এলাকার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে। তিনি সমস্তটা ঘুরে দেখে মন্তব্য করেন, বইমেলা বা শিল্পমেলা দেখেছি, কিন্তু এমন স্বাস্থ্য সরঞ্জামের মেলা আগে কখনও দেখিনি। তিনি রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রশংসা করেন এবং জানান, ''মলয় পীট, যিনি শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন তিনি রাজ্যের আড়াই হাজার নার্সিংহোম ও বেসরকারী হাসপাতালকে এক জায়গায় আনার উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ২০২৬ সালের মধ্যে এমন পরিকাঠামো ও ব্যবস্থা তৈরি করা হবে যাতে করে জেলার কোন মুমূর্ষু রোগীকে চিকিৎসার জন্য তার জেলার বাইরে বা রাজ্যের বাইরে যেতে না হয়। আমার স্থির বিশ্বাস এটা সম্ভব হবেই। সোমবার,শেষ দিনটিও উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়। সোমবার সকালে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সোমবার সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন নটিয়াল। সঙ্গীত ও সংস্কৃতির এক অনন্য সন্ধ্যা উপহার দেন তিনি। অনুষ্ঠানের পর কলেজের সভাপতি মলয় পীটের সঙ্গে এক সৌজন্য সাক্ষাৎকারে জুবিন বলেন যে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা চিরদিন পড়ে থাকবে। অর্থাৎ ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস বলাই যায়।

শ্রীসমীরেশ্বর উদ্ঘাটন সাংস্কৃতিক উৎসব

নববারাকপুর, ৬ মার্চঃ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘর বিশ্বমাতা মন্দির প্রাঙ্গণে গত ২ মার্চ রবিবার দুপুর ৪টা থেকে অনুষ্ঠিত ২২ তম শ্রীসমীরেশ্বর উদ্ঘাটন সাংস্কৃতিক উৎসব। এবছরও মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মণিপুর, ওড়িশা সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ধ্রুপদী সংগীত এবং নৃত্যের শিল্পীরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিনের অনুষ্ঠান দেখে একথাই প্রমাণিত হল রুচিশীল পরিবেশ পেলে ধ্রুপদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে এখনও মাঠ ভরে যায়যেমন ভরে গিয়েছিলেন বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিশ্বমাতা মন্দির প্রাঙ্গণ । অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। চন্দ্রিমাদেবী তাঁর বক্তৃতায় যার নামাঙ্কিত এই উৎসব সেই পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর শিল্পী প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন একজন মানুষ একাধারে সংগীত শিল্পী, মৃৎশিল্পী, ভাস্কর, চিত্রশিল্পী, সেতার, সরোদ বাদকএমন প্রতিভা দেখা বিরল । উল্লেখ্য বিশ্বমাতা মন্দির এবং বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘর প্রতিষ্ঠাতা পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারীর নামেই 'শ্রীসমীরেশ্বর উদ্ঘাটন সাংস্কৃতিক উৎসব'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বিকালের অস্তমিত সূর্যশোভায় রাগ সংগীত শুরু হল পুণে নির্ভয় সাক্সেনার কণ্ঠে। নির্ভয় প্রথমেই রাগশ্রীতে মধ্যলয়ে ঝাপতালে বন্দিশ ধরলেন। এরপর রাগ ভাটিয়ারে একতালে খেয়াল। গুরুমা পদ্মবিভূষণ গিরিজাদেবীর লেখা একটি মিশ্র খাম্বাজের ঠুংরী, তারপর দাদরা। তবলায় ছিলেন পণ্ডিত গোপাল মিশ্র, হারমোনিয়ামে সুরজ শর্মা। প্রথমেই শ্রোতৃবৃন্দের মন জয় করে নিলেন নির্ভয় সাক্সেনা। এরপর কর্ণাটকের কুচিপুরি নৃত্য শিল্পী মামেয়ে বৈজন্তী কাশী এবং প্রতীক্ষা কাশী শ্রোতাদের মনহরণ করেন নেন। শিল্পীরা নবরস, অদ্ভুতরস, রুদ্ররস, করুণ রসে চিত্রললিতা আখ্যান ফুটিয়ে তোলেন। তাঁদের নৃত্যের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং ভঙ্গিমা একথাই বুঝিয়ে ছিল অনুশীলন এবং নৃত্য নৈপুণ্যতায় তারা অতীব যত্নশীল। অনুষ্ঠান শেষ হয় ভুবনেশ্বরের প্রদ্যুম্ন মহান্তী অভিনব শিব ছৌ নৃত্য দিয়ে। ছৌ নৃত্যকে ওডিশি ঘরানায় মিশ্রন করেন তিনি শিবছৌ পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে সমাজের বিভিন্ন স্তরের কৃতিদের 'উদ্ঘাটন' সম্মানে ভূষিত করা হয়। ভারত সরকারের এম.এস.এম.ইতে প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কর্ণধার অতনু সরকার 'উদ্ঘাটন উদ্যোগপতি সম্মান', দক্ষিণ ২৪ পরগণার প্রত্যন্ত গ্রামের শিশু সাহিত্যিক শক্তি পুরকাইতকে 'উদ্ঘাটন শিশু সাহিত্য সম্মান', ৮০টি অধিক অধ্যাত্মিক গ্রন্থের প্রণেতা গৌতম বিশ্বাসকে 'উদ্ঘাটন সাহিত্য সম্মান'। সুচারু সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বাচিক শিল্পী আবৃত্তিকার শম্পা বটব্যাল।

Name Change
I, Mohiuddin (Old Name) son of Samser Mondal, residing at Vill- Jagannathpur, P.O.- Taragunia, P.S.- Baduria, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743401, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohiuddin Mandal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/03/2025. Mohiuddin Mandal (New Name) and Mohiuddin (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Moula Box Mondal (Old Name) S/O Khodabaks Mandal, residing at Ektarpur Rautari Chakdah, Dist- Nadia, Pin- 741248, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mamla Baks Mandal (New Name) as declared before the notary public at Kolkata, dated 04/03/2025. Mamla Baks Mandal (New Name) and Moula Box Mondal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,ALEMA BIBI,WIFE OF ROBBAN ALI SEKH, RESIDING AT LALPUR SHYAMBAZAR GOGHAT, P.S - GOGHAT, HOOGHLY RURAL - 712122,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANJURA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2025. THAT ALEMA BIBI AND ANJURA BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,ASHRAFIA KHATOON,WIFE OF EQBAL AKHTER, RESIDING AT 22B GORA CHAND ROAD, BENIAPUKUR, KOLKATA - 700014,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHRAFI KHATOON VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2025. THAT ASHRAFIA KHATOON AND ASHRAFI KHATOON BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Md Abdul Momin S/o Late Khelafat Hossian Residing at Vill - Harpur Uttar Para, P.o - Madunda, P.s - Amdanga, District - 24 Pgs(N), Pin- 743711 West Bengal India shall henceforth be known as Md Abdul Momen. I declare that Md Abdul Momin and Md Abdul Momen is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-03-2025.

Name Change
I, Nazrul Mandal, S/o-Arman Mondal, resident of Vill. Hantra Dakshinpara, P.o- Chhota Andulia, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741124 do hereby declare that I have changed my name from Nazrul Mandal to Najrul Mondal and henceforth I shall be known as Najrul Mondal in all purpose, vide affidavit No. 38 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 26.12.2024. Najrul Mondal and Nazrul Mandal both are same and identical person.

Name Change
I, Previously called Sania shakil D/O, Shakil Ahmed R/O, 6 harin bari lane p.s Bowbazar, kolkata 700012, have changed my name sania najam and address 89d Shakespeare sarani P.s beniapukur, Kolkata 700017 vide an affidavit sworn before the notary public at alipore kolkata on 3.3.25

Name Change
I, Ashoka Chatterjee (Old Name) wife of Rajesh Chatterjee, residing at Near Punra Post Office, VILL & P.O.- Punra , P.S-Baduria, North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ashoka Pal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/03/2025. Ashoka Pal (New Name) and Ashoka Chatterjee (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Santosh Narayan Shankar (Old Name) son of Venkat Shankar, residing at 36J, Girish Mukherjee Road, P.O.- Bhowanipore, Kolkata- 700025, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as S Santosh Narayan (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/03/2025. S Santosh Narayan (New Name) and Santosh Narayan Shankar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Md Abdul Jabbar (Old Name) son of Abdul Halim, residing at Vill- Krishnapur, Panpara, P.O.- Garalgacha, P.S.- Chanditala, Dist.- Hooghly, Pin- 712708, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdul Jabbar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/03/2025. Abdul Jabbar (New Name) and Md Abdul Jabbar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ajoy Mukherjee (Old Name) son of Sushil Kumar Mukherjee, residing at 75D/2, Jaigirghat Road, Nilkhanta Appartment F2, Paschim Barisha, P.S.- Thakurpukur, Kolkata- 700063, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ajay Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/03/2025. Ajay Mukherjee (New Name) and Ajoy Mukherjee (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I,RAMEN CHOWDHURY,SON OF LATE BASUDEB CHOWDHURY, RESIDING AT RABINDRANAGAR, PO-CHAKDAH, PS- CHAKDAH, RANAGHAT - 741222, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMENDRA CHOWDHURY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2025. THAT RAMEN CHOWDHURY AND RAMENDRA CHOWDHURY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,PRABIR KUMAR SADHUKHAN,SON OF LATE MANICK LAL SADHUKHAN,RESIDING AT VILL-VIDYANAGAR, MAUKHALI, PO- CHARASHYAMDAS, DIAMOD HARBOUR - 743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRABIR SADHUKHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2025.THAT PRABIR KUMAR SADHUKHAN AND PRABIR SADHUKHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sanjoy Sarker (Old Name) son of Swapan Sarkar, residing at Ranabandh Bedekhalipara, P.O.- Ranabandha, P.S.- Chapra, Nadia, Pin- 741123, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sanjoy Sarkar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/03/2025. Sanjoy Sarkar (New Name) and Sanjoy Sarker (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Tapan Kr Das S/o Radha Kanta Das Residing at Rajarampur, Sitalatala, District - South 24 Parganas, Pin - 743513 West Bengal India shall henceforth be known as Tapan Das. I declare that Tapan Kr Das and Tapan Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-03-2025.

Name Change
I, Anchar Mondal S/o Alikadar Mondal Residing at Beara, Beara, District - North 24 Parganas, Pin - 743251 West Bengal India shall henceforth be known as Ansar Mondal. I declare that Anchar Mondal and Ansar Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-03-2025.

Name Change
I, Rajesh Nahar (Old Name) son of Dalchand Nahar, residing at 172/A, Bagmari Road, 2nd Floor Kankurgachi, Kolkata, Pin: 700054, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Rajesh Kumar Nahar (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/03/2025. Rajesh Kumar Nahar (New Name) and Rajesh Nahar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mohammad Arman Alam (Old Name) son of Mohammad Hasim Siddiqui, residing at Vill.- Bachchipur, Bhagwanpur, East- Medinipur, Pin- 721601, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Arman Alam Siddiqui (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/03/2025. Mohammad Arman Alam Siddiqui (New Name) and Mohammad Arman (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ranjit Paul (Old Name) son of Ramesh Chandra Paul, residing at 2/120, Azad Hind Nagar, P.O.- Agar Para, P.S.- Ghola, Dist.-North 24 Pgs, Pin- 700109, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ranajit Paul (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/03/2025. Ranajit Paul (New Name) and Ranjit Paul (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Suresh Suhasaria (Old Name) son of Badridas Suhasaria, residing at 87 A, Bondel Road, Ballygunge, Kolkata- 700019, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Suresh Kumar Suhasaria (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/03/2025. Suresh Kumar Suhasaria (New Name) and Suresh Suhasaria (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Yeasin Ali Sekh (Old Name) son of Anar Ali Sk, residing at Vill.- Ajodhyanagar, P.O.- Serakole, P.S.- Usthi, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743513, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Eyasin Ali Sk (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, dated 03/03/2025. Eyasin Ali Sk (New Name) and Yeasin Ali Sekh (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mohammed Golam Kibria Sarkar (Old Name) son of Kala Chand Sarkar, residing at Vill.- Chak Jaydi, P.O.- Sitalatala Rajarampur, P.S.- Usthi, Dist.- South 24 Parganas, Pin- 743513, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Golam Kibria Sarkar (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, dated 03/03/2025. Golam Kibria Sarkar (New Name) and Mohammed Golam Kibria Sarkar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Ayan Halder S/O Late Aloke Kumar Halder, declare that my father said name Aloke Halder & Alok Haldar (old names), residing at VILL-MOYDAH, P.O.- MOYDAH, BARUIPUR, P.S.- JOYNAGAR, Pin-743337, West Bengal, India, have changed my father name and he shall henceforth be known as Aloke Kumar Halder (new name) vide an affidavit sworn before the Notary public at Kolkata on 06/03/2025. Aloke Kumar Halder (new name) and Aloke Halder & Alok Haldar (old names) all are the same and one identical person.

Name Change
I, SUSIL PAL (OLD NAME) S/O MADHU SUDHAN PAL RESIDING AT 23, CHANDITALA STREET, UTTARPARA,PO & PS -UTTARPARA DIST-HOOGHLY, PIN-712258, WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSIL KUMAR PAL (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD.1ST CLASS EXECUTIVE JUDICIAL MAGISTRATE AT SERAMPORE COURT ON 28/02/2025. THAT SUSIL PAL (OLD NAME) AND SUSIL KUMAR PAL (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SANTIGOPAL JANA (OLD NAME) S/O MANAS JANA RESIDING AT VILL-RADHAKRISHNANAGAR, PO-DURBACHATI, PS-PATHAR PRATIMA, DIST-24 PARGANAS (NORTH), PIN-743347, WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHANTIGOPAL JANA (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2025. THAT SANTIGOPAL JANA (OLD NAME) AND SHANTIGOPAL JANA (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,AKHILESH KUMAR YADAV (OLD NAME) S/O LATE SUNIL PRASAD YADAV & SUNIL PD YADAV,RESIDING AT 33/34,SANATAN MISTRY LANE,PO-SALKIA,PS-GOLABARI, DIST -HOWRAH,PIN-711106,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKHILESH KR YADAV (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2025. THAT AKHILESH KUMAR YADAV(OLD NAME) AND AKHILESH KR YADAV(NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

আগামী ৮ থেকে ১৪ মার্চ নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা অনুষ্ঠিত হবে নবদ্বীপ কোলের ডাঙ্গা কেশবজী গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৬ মার্চ ঃ দোলযাত্রা বা হোলি হলো একটি জনপ্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ উৎসব, যা বসন্ত উৎসব বা রঙের উৎসব নামেও পরিচিত । আর গোটা দেশ জুড়ে এই উৎসব পালিত হয় যথাযথ মর্যাদায় ও মহা ধুমধামে ও এতে সামিলও হয় আট থেকে আশি সকলেই। কিন্তু দেশের অন্যান্য জায়গার থেকে ব্যাতিক্রমি ও ভিন্ন ভাবে এই দোল উৎসব পালিত হয় নদীয়ার নবদ্বীপে। কারন এই নবদ্বীপেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং শ্রী চৈতন্য দেব বা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, আর তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই দোল পূর্ণিমা বা গৌড় পূর্ণিমা তিথিতে, এবছর যা ৫৪০ তম শুভ আর্বিভাব তিথি। ফলত মন্দির ও বৈষ্ণব নগরী নবদ্বীপে এই দোল উৎসব বা দোল পূর্ণিমার গুরুত্ব অনেকটাই বেশি। এমনিতেই নবদ্বীপ ধাম হলো ভক্ত - ও ভক্তির পীঠস্থান, আর এই নবদ্বীপে দোলের আবহও অনন্য, যা এবছর ইতিমধ্যে এই আবহ শুরু হয়ে গেছে। নবদ্বীপ শহর জুড়ে রয়েছে অসংখ্য মঠ মন্দির, আর এই দোল উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন মঠ মন্দিরের উদ্যোগে আয়োজিত হয় নবদ্বীপ মন্ডল পরিক্রমা তো কোথায়ও নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা। আর যে সকল মঠ মন্দির এই নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার আয়োজন করেথাকে তার মধ্যে অন্যতম হলো নবদ্বীপ শহরের একদম দক্ষিণাঞ্চল, কোলেরডাঙ্গা রোডে এলাকার কেশবজী গৌড়ীয় মঠ। দোল উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিবছরই এই মন্দিরের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সহ নবদ্বীপ ধাম পরীক্রমা। আর এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকেও প্রচুর ভক্ত সমাগম ঘটে। এই বছরও আসন্ন দোল উৎসব বা গৌড় পূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। এই পরিক্রমার দায়িত্বে থাকা অন্যতম মহারাজ তথা মন্দিরে ভান্ডারি ভক্তি বেদান্ত দামোদর মহারাজ জানান প্রতি বছরের মতো এবছরও নবদ্বীপ কোলের ডাঙ্গা রোডের কেশবজী গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে দোল উৎসব উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন ইতিমধ্যে আমাদের মন্দির দেশের বিভিন্ন প্রান্ত সহ একাধিক বিদেশ থেকে আনুমানিক সারে তিন হাজার ভক্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। এবছরের পরিক্রমা শুরু হবে আগামী ৮ মার্চ থেকে ১৪ মার্চ পর্যন্ত, পাশাপাশি তিনি আরও জানান অন্যান্য বছর এই পরিক্রমা উপলক্ষ্যে প্রায় ৩৫-৪০ হাজার ভক্ত সমাগম ঘটে, তবে এবছর বিদেশের বহু ভক্তের পাসপোর্ট ভিসার কিছু সমস্যা হবার কারন সহ উচ্চ মাধ্যমিক সহ বিভিন্ন পরীক্ষা থাকার কারনে হয়তো কিছু ভক্ত সমাগম কম হবে, তবে এবছর আনুমানিক ২০ থেকে ২৫ হাজার ভক্ত সমাগম ঘটবে বলেও তারা আশাবাদী বলেও তিনি জানান, কারন এখনো প্রচুর ভক্ত আসছেই। ইতিমধ্যে তিন থেকে সারে তিন হাজার ভক্ত সমাগম ঘটেছে, তাদের জন্য আয়োজন করা হয়েছে প্রসাদের, প্রসাদ বিতরণের জন্যও নিয়োগ করা হয়েছে দুশো জনকে, এরই সাথে তিনি বলেন বিগত বছরের থেকে এবছর আগত ভক্ত দের থাকার ব্যাবস্থাতেও করা হয়েছে আমুল পরীবর্তন, বিগত দিনে তাদের প্যান্ডেলে থাকতে হতো, এবছর সকলের জন্য নতুন ম্যাটের ব্যাবস্থা, সহ লাইট পাখারও ব্যাবস্থা করা হয়েছে। পরিক্রমা তে নিরাপত্তার ব্যাবস্থারও রাখা হয়েছে জোরদার, সুদুর অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত তরুনী গোপী দাসী জানান আমি নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার জন্য এই মন্দিরে এসেছি, আমার জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্য আর চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা, যে আমি নবদ্বীপ ধামে আসতে পেরেছি, ও নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় অংশ নিতে পারবো। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন আমি আশাবাদী একদিন ঠিক আমি সুদ্ধ ভাবে হরি নাম করতে পারবো, কারন এই কলিজুগে এই হরিনাম ছাড়া গতি নেই। মেদিনীপুর থেকে বয়স পঞ্চাশের আশালতা দেবনাথ জানান বিগত কয়েক বছর থেকেই আমি এই মন্দিরে আশি ও দোল উৎসবে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমায় অংশ নেই, এবছরও তাই আশা। সব মিলিয়ে একদিকে যেমন চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ শহরে এখন দেশ- বিদেশের ভক্ত সমাগমে সরগরম হয়ে উঠেছে পাশাপাশি বিভিন্ন মঠ মন্দিরেও চলছে দোল উৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন, তবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকার জন্য প্রশাসনের নির্দেশ মেনেই এখনো পর্যন্ত সিংহ ভাগ মঠ মন্দিরে চলছে অনুষ্ঠান।

গাজোলে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৩, দুর্ঘটনায় জখম ১

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ মার্চ ঃ বৃহস্পতিবার সাতসকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয় তিনজনের। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম আরও একজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মালদার গাজোলে। ৫১২ নং জাতীয় সড়কের উপর এই ভয়াবহ এই দুর্ঘটনার জেরে সাময়িক যানজনটও তৈরি হয়। বৃহস্পতিবার সকালে মালদার গাজোলের হিয়াঘর এলাকায় ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে দ্রুগ গতিতে আসা একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা দেয় একটি টোটোকে। সেই দুর্ঘটনার জেরে ঘটনাস্থলেই মর্মান্তিক মৃত্যু হয় তিনজনের। দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম আরও একজনকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। এদিন আলতাফ হোসেন নামক স্থানীয় এক বাসিন্দার টোটোয় চেপে মাছের বাজারে যাচ্ছিলেন ওই ৩ জন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় টোটো চালক সহ-৩ জনের। পরে আহত ব্যক্তিকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। এই দুর্ঘটনার কেউ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। ফলে গাড়িটিকে এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম ললিত ভুঁইমালি (৬০), আলতাফ হোসেন (৪২) , শামসুদ্দিন শেখ (৬০)। আহত ব্যক্তির নাম নিজামুদ্দিন শেখ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, এ দিন ললিত, শামসুদ্দিন এবং নিজামুদ্দিন বাড়ি থেকে মাছ ও সবজি নিয়ে বিক্রি করার জন্য যাচ্ছিলেন স্থানীয় বাজারে। পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। চারজনকেই গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। সেখানেই চিকিৎসক ৩ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় একজনকে স্থানান্তরিত করা হয় মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গাজোল থানার পুলিশ। যে গাড়ি ধাক্কা মারে তাকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজও। ওই গাড়ির চালকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছেন মৃতদের পরিবারের লোকজন।

ঋণের চাপে আত্মঘাতী দম্পতি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ মার্চ ঃ ঋণের পরিশোধ করতে না পেরে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলো এক দম্পতি। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের লাভপুরের বাবনা গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম লক্ষণ মুখোপাধ্যায় (৫২) ও তার স্ত্রী বনশ্রী মুখোপাধ্যায় (৪৬)। লক্ষণ মুখোপাধ্যায় পেশায় দিনমজুর। জানা গেছে, বন্ধন, সম্পূর্ণা, আশীর্বাদ সহ আরও দুটি বেসরকারি সংস্থায় লোন পরিশোধ করতে না পারায় অপমানের দায়ে কীটনাশক ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যা স্বামী-স্ত্রীর দুজনে। জানা যায়, অভাবের তাড়নায় সংসারের হাল ধরতে সাঁইথিয়া, আমোদপুর বোলপুর সহ বিভিন্ন জায়গার ৫ টি বেসরকারি লোন সংস্থার কাছে থেকে লোন নিয়েছিলেন। সেই লোন পরিশোধ করতে না পারায় গত কাল একটি বেসরকারি লোন সংস্থার তরফে আধিকারিকরা এসে ওই পরিবার কে অপমান ও হেনস্থা ও বার বার চাপ দিতে থাকে লোন পরিশোধ করার জন্য। এমনকি, ঘরে তালা মারতে দেওয়ার চেষ্টা করে লোন সংস্থার আধিকারিকরা বলে অভিযোগ। আর সেই অপমান সহ্য করতে না পেরে গত কাল চালে দেওয়া বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে মৃত্যু হয় দুজনের। ঘটনার দিন ওই দম্পতি বাড়ির বাইরে ছিলেন। ছোট মেয়ে সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মা একটি বিয়ে বাড়িতে গেছিল। সেখান থেকে আহমদপুরে দিদির বাড়িতে ছিলেন। বাবা লাভপুরে মিষ্টির দোকানে কাজ করতেন। সেখান থেকে আহমদপুর যান। লোন পরিশোধের জন্য বেসরকারি সংস্থারা চরম চায় দেয়। কিন্তু বাবা টাকা যোগাড় করতে পারে নি। এদিকে বেসরকারি সংস্থারা সকালে বাড়িতে হাজির হয়ে ঝামেলা করবেন বলেছিলেন। তাই অপমানের ভয়ে লজ্জায় বাবা মা দু'জনে পাশের গ্রামের বক্কেশ্বর নদীর ধারে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। ঘটনার দিন বিকেলে, লক্ষণ মুখোপাধ্যায় বাড়িতে ফোন করে জানায় তারা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তারপর পরিবারের সদস্যরা গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। কাল সন্ধ্যা নাগাদ দু-জনেরই মৃত্যু হয় হাসপাতালে। মৃতর বন্ধু অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, খুবই অভাবী ছিলেন। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। কখনও বিশ্বভারতীর ক্যান্টিনে কাজ করে, কখনও মিলে কাজ করে কষ্ট করে সংসার চালাচ্ছিলেন। বর্তমানে লাভপুরে মিষ্টির দোকানে কাজ করছিলেন। তবে মাথার উপরে ছিলো পাঁচটা সংস্থায় ঋণভার। সংস্থার আধিকারিকরা কাজের জায়গা থেকে বাড়িতে এসে লোকজনের সামনে অপমান করেন। অপমানের ভয়ে তারা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। গতকাল পাশের চৌহট্টা গ্রামে বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল। সেখান থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। তেকোড্ডার কাছে বক্রেশ্বর নদীর ধারে বিষ ট্যাবলেট খেয়ে ছোট জামাই অয়নকে ফোন করে জানান যে তারা বিষ খেয়েছেন। মেয়েকে যেন দেখেন। মিষ্টির দোকানেও ফোন করে জানান যে আর কাজে যেতে পারবেন না। বিষ খেয়েছেন। বোলপুর সিয়ান হাসপাতালে দুজনে মারা যান। প্রথমে স্ত্রী মারা যান। তার আধ ঘন্টা পর স্বামী মারা যান। মৃতর ছোট জামাই বলেন, বেসরকারি সংস্থার হুমকিতে আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটেছে। একদিন বাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়।

NOTICE INVITING E-TENDER
Tender Reference/ **e-NIT No.:- 486/PGP - (1 No), Dt. 06/03/2025,** of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on **13/03/2025 upto 06.00 PM**. For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**
Sd/- Pradhan
Panchra Gram Panchayat

Office of The Baragram Gram Panchayat
At+PO-Baragram, PS-Joypur, Dist-Purulia
Notice Inviting e-Tender/Tender
Pradhan, Baragram GP has invited **NIT-07,08/24-25** of 33 schemes [15 th CFC & SBM (G)] and **NIeT-06 to 11/24-25, 18** schemes [15 th CFC & 5 th SFC] on **06/03/2025**. For details contact Baragram GP Office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Baragram Gram Panchayat

OFFICE OF THE
Purandarpur Gram Panchayat
(Under Kandi Panchayet)
P.O.- Purandarpur, Dist.– Murshidabad. (W.B.)
Email- pgp.prodhan@gmail.com
Sealed tender is hereby invited from the experienced bidders for execution of works. **e-tender no-MSD/KAN/PGP/12/2024-25**. Last date of dropping **13/03/2025 at 13.40 Hrs**. And opening date (online) **18/03/2025 at 12.00 Hrs**.(Technical). For detals please visit website : **www.wbtenders.gov.in**.
Sd/- Prodhan
Purandarpur Gram Panchayat

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYET
VILL –DEHIBATPUR,P.O.-ALATI
P.S.-PURSURAH,HOOGHLY.
Notice Inviting e-Tender
e-NIT vide **NIT No: 14/DGP/24-25(SI no. 1 to 9), Fund : 15 th FC and Nit No. 15/DGP/24-25(SI no.1)**, Fund : 5 th SFC Dated **06/03/2025** are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Online EMD & Tender fees through ICICI Bank Payment Gateway in e-procurement portal for deposit from **06/03/2025 to 13/03/2025** , Bid submission closing online on **13/03/2025 at 17:30 Hrs.** Date of Bid Opening **17.03.2025 (11:30 O'Clock)**.For details contact the above office or visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan, Dehibatpur Gram Panchayat

আবার চুরি মন্দিরে, ক্ষোভ বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ মার্চ ঃ এ-যেন নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন ফুলবাড়ি- ডাবগ্রাম এলাকায়। প্রতিদিন ওই সমস্থ এলাকায় কোন না কোন মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেই চলছে। পুলিশ তৎপরতার সাথে চুরি সামগ্রী দোষীকে গ্রেফতার করলেও কমেনি চুরির দৌরাত্ম্য। এবার চুরির ঘটনা ঘটলো এনজেপি সংলগ্ন সাউথ কলোনী রামনগর মজদুর বস্তি এলাকার একটি হনুমান মন্দিরে। বৃহস্পতিবার সকালে যখন মন্দির কর্তৃপক্ষ মন্দির খুলতে যান তখন দেখেন দান বাক্স ও সাউন্ড সিস্টেম মন্দির থেকে চুরি গেছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন এনজেপি থানায়। পরবর্তীতে পুলিশ এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মাঝে মধ্যই এই হনুমান মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটায় দুস্কৃতিরা। মূলতঃ বর্তমান সমাজে নতুন প্রজন্ম নেশায় আসক্ত হওয়ার কারনেই এই ধরনের চুরির ঘটনা ক্রমশই বেড়ে চলছে। তারা দাবি করেন পুলিশ যাতে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে।

Office of The Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender are hereby invited by the undersigned for differemt Schemes under Bishnupur-I Panchayat Samity, details of which as noted below: **1. N.I.T. No: WB/BISHNUPUR-I/EO/NIT-22(14)/2024-25**, **Dated: 05.03.2025. 2.** Bid submission start date: **06.03.2025 at 11:00 Hrs**. **3.** Bid submission closing date: **13.03.2025 at 15:00 Hrs**. For further details please visit the website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Bishnupur-I Panchayet Samity
Bhasa, South 24 Parganas

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH
TENDER NOTICE
TENDERS are invited from the bonafide contractors vide Notice no- : **NIT-123/2025, Dated-19.02.25 04 NOS OF WORKS** (MPLADS)
SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. -
WBMAD/UM/440/e-Tender/2024-25 Dated: 06.03.2025,
WBMAD/UM/441/e-Tender/2024-25 Dated: 06.03..2025
WBMAD/UM/442/e-Tender/2024-25 Dated: 06.03..2025
WBMAD/UM/443/e-Tender/2024-25 Dated: 06.03..2025
(Construction of Concrete road, Drain & Bullah Pilling in different ward within Uluberia Municipality.)
Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/-
Executive Officer, Uluberia Municipality

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE
The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tender for "CONSTRUCTION OF 1ST. FLOOR OF NULM SECTION UNDER COOCH BEHAR MUNICIPALITY"
Estimated Cost - Rs. 5,21,981.00
vide Tender Id - **2025_MAD_822668_1.**
eTender submission end date -**15/03/2025**
Details information will be available from the website —
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii)www.coochbeharmunicipality.com
Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (**"আইআইএফএল"**) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **10.03.2025** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে **বীরভূম-বোলপুর জিএল - ১ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো ও পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২০৪, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ, সকাল 10:00** টায় শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30533135, GL31018607, GL31045722, GL31256963, GL31276107, GL31536668, GL31550284, GL31559376, GL31656615, GL31676543, GL33258986, GL33731179, GL33746236, GL31535660, GL31559505, GL24059490, GL33389500, GL33715951, GL33739277, GL23823658, GL31022596, GL31028282, GL31045777, GL31093146, GL31111453, GL33506367, GL33523781, GL33543221, GL31018485, GL31045908, GL31473082, GL31492769, GL33673736, GL24005542, GL29469162, GL31563557, GL31566223, GL31582539, GL31582689, GL32579930, GL32761435, GL32778505, GL33184165, GL33220539, GL33233781, GL33442354, GL33465399, GL33754889.

অকশন (নিলাম) "যেখানে যেরকমভাবে আছে", "যেমতাবস্থায় আছে" এবং "যা আছে" ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: বীরভূম
তারিখ: 07.03.2025
Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কার অকশন (নিলাম)-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (**"আইআইএফএল"**) সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টের অধীনে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির একটি সর্বজনীন নিলাম **10.03.2025** নির্ধারিত জেলা কেন্দ্রে: **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, ১ম তলা, ডেবরা, পো-পিএস-ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১২৬, সকাল 10:00** টায় শুরু হবে। ভেন্যু বা তারিখের কোন পরিবর্তন (যদি প্রযোজ্য হয়) নিলাম সাইটে পোস্ট করা হবে। নির্দিষ্ট তারিখে নিলাম করা না গেলে বা একই দিনে সম্পন্ন না হলে, একই নিয়ম ও শর্তের অধীনে পরবর্তী তারিখে নিলাম পুনরায় শুরু বা পরিচালনা করার অধিকার আইআইএফএল সংরক্ষণ করে। গ্রাহকের মৃত্যুর ক্ষেত্রে, নিলামের সমস্ত শর্ত মনোনীত বা আইনি উত্তরাধিকারীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23829547, GL28382902, GL32394063, GL32406231, GL24064831, GL27970806, GL31697345, GL33473452, GL33627734, GL33808762, GL33851853, GL33114727, GL32927998, GL32957597.

অকশন (নিলাম) "যেখানে যেরকমভাবে আছে", "যেমতাবস্থায় আছে" এবং "যা আছে" ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর
তারিখ: 07.03.2025
Sd/-
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

e-Tender
Kalekhantala-II Gram Panchayat
Parulia, Purba Bardhaman.
NIT no-67/NIT/CFC-T/K-2 GP/2025(2 No Drain) date:- 04/03/2025 & NIT no.66/NIT/CFC/K2GP/2025(3 nos Road) date 04/03/2025 Published on **eNIT site on 07/03/2025 Fund:15th CFCG Untied & Tied(24-25)** For Details, Please Visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat.

e- Tender invitation of Srinagar G .P. of nos.3 under Kakdwip Block, Nit no. **SNGP/NIT/-10(e) /2024 -25** & **Nit.no.SNGP/NIT/-11(e)/2024 -25** & **Nit.no.SNGP/NIT/-12(e)/2024-25** Publishing dated **05/03/2025** , Last date of submission accordingly **18/03/25 before 14.00 PM** & Opening date accordingly **19/03/2025**/ in website.**www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Pradhan,
Srinagar Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) সনৎ দাস পিতা গনেশ চন্দ্র দাস- ২) সেখ মনিরুদ্দিন পিতা সেখ কালো ৩) দিলীপ কোলে পিতা সন্তোষ কোলে ৪) অমিত মণ্ডল পিতা রাম মণ্ডল ৫) সৈকত পাত্র পিতা শঙ্কর চন্দ্র পাত্র ৬) দীপেন ওঝা পিতা বাসুদেব ওঝা ৭) সন্তু পোদ্দার পিতা সুনীল কুমার পোদ্দার ৮) শেফালী ধাড়া স্বামী দিলু ধাড়া ৯) হাসনুয়ারা বেগম স্বামী সেখ আসগর মণ্ডল ১০) প্রদীপ্ত সিংহরায় পিতা শক্তিপদ সিংহরায় ১১) সত্যনারায়ন পাল পিতা কালিপদ সর্বসাং- ধনিয়াখালি থানা ধনিয়াখালি জেলা হুগলী। নিবালাগন ধনিয়াখালি ভূমিসংস্কার ব্লক অফিসে ল' ক্লার্ক হিসাবে বহুদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছি। আমরা ল' ক্লার্কস্ লাইসেন্স ও এনরোলমেট পাইবার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ল' ক্লার্কস্ স্টেট কাউনসিল, কোলকাতা অফিসে আবেদন করিয়াছি। যদি ঐ বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ঐ সংস্থার চেয়ারম্যান এর নিকট আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন।

Verified &
Allowed
Falguni Chakrobarty
GENERAL SECRETARY
W.B. LAW CLERIKS ASSOCIATION
STATE COMMITTEE. W.B.

E tender notice
Online bids are invited the year 2024-25 from bonafied contractors for listed work from SBM (G) fund 2024- 25 of 3 nos schemes in respect of tender id: **2025_ZPHD_822752 (1 to 3)**, last date of submission tender **11.03.2025 upto 12 pm**. For details information contact to the undersigned
S/d- Prodhan
Kusumgram Gram Panchayet

RDB INFRASTRUCTURE AND POWER LIMITED
(formerly known as RDB Realty & Infrastructure Limited)
CIN: : L68100WB2006PLC110039
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-10, Kolkata, West Bengal, India, 700001
Phone : 90384 40761 , Fax: 033-22420588
Email id -csrdbinfra@rdbindia.com, Website: www.rdbindia.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশ
এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, RDB ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড (পূর্বে RDB রিয়েল্টি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড নামে পরিচিত) এর সদস্যদের একটি অতিরিক্ত সাধারণ সভা (EGM) আগামী ২৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখ শনিবার দুপুর ১২.৩০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। (IST) ভিডিও কনফারেন্সিং (VC) অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ), সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/ ২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০/ ২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, ৩৩/ ২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩৯/ ২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ০১/ ২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ২০/ ২০২১ তারিখ ০৮ ডিসেম্বর, এর প্রযোজ্য বিধান মেনে EGM-এর নোটিশে উল্লেখিত বিশেষ ব্যবসাগুলি পরিচালনা করার জন্য। ২০২১, ২১/ ২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ০২/ ২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১০/ ২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ০৯/ ২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ০৯/ ২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা (MCA সার্কুলার) এবং SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/ P/ CIR/ 2024/ 133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড কর্তৃক জারি করা (SEBI সার্কুলার), সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই।

উপরোক্ত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি / ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত সকল সদস্যের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে বৃহস্পতিবার, ০৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ই-মেইলের মাধ্যমে ই-মেইলের মাধ্যমে ই-মেইলের মাধ্যমে ই-মেইলের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ই-মেইলের নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbindia.com, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) https://www.evoting.nsdl.com, বিএসই লিমিটেড www.bseindia.com এবং সিএসই লিমিটেড www.cseindia.com-এও পাওয়া যাবে।

যেসব সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে নিবন্ধন করতে পারবেনঃ

শারীরিক ধারণ	নির্ধারিত ফর্ম ISR-১-এ বিস্তারিত তথ্য নিবন্ধন / আপডেট করুন, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র সহ কোম্পানির কাছে অথবা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) Niche Technologies Private Limited-এর কাছে। ফর্ম ISR-১ নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারেঃ https://nichetechpl.com/wp-content/uploads/2023/03/ Form_ISR-1.pdf।
ডিম্যাট হোল্ডিং	আপনার সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বিশদ নিবন্ধন / আপডেট করুন।

ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর জন্য নির্দেশাবলীঃ

১. সদস্যদের ভোটদানের সুবিধা (ই-ভোটিং) এনএসডিএল দ্বারা সরবরাহ করা হবে। ইজিএমের নোটিশে ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সদস্যরা কীভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন সে সম্পর্কে নির্দেশাবলী রয়েছে।

২. সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শনিবার, ২২ মার্চ, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। সকল সদস্যকে অবহিত করা হচ্ছে যে-

ক) ইজিএমের নোটিশে উল্লেখিত বিশেষ ব্যবসাগুলি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে লেনদেন করা হবে

খ) রিমোট ই-ভোটিং ২৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯.০০ টায় (আইএসটি) শুরু হবে

গ) রিমোট ই-ভোটিং ২৮ মার্চ, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় (আইএসটি) শেষ হবে

ঘ) ইজিএমে রিমোট ই-ভোটিং অধিকার বা ই-ভোটিং প্রয়োগের জন্য সদস্যদের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল শনিবার, ২২ মার্চ, ২০২৫ এবং কাট-অফ তারিখে সদস্য না থাকা ব্যক্তিদের এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত

ঙ) নোটিশ পাঠানোর পর যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ২২ মার্চ, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য NSDL-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

চ) সদস্যরা মনে রাখবেন যেঃ

।) পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে NSDL দ্বারা রিমোট ই- ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যদের দ্বারা কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্যরা পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না

।।) EGM-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়া সদস্যরাও EGM-এ যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না

।।।) যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ শনিবার, ২২ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, তিনি EGM-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং ই- ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।

৩. কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য, মিসেস প্রাচী টোডি, সদস্য নং ACS ৫৩০২২, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকে যাচাই-বাছাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

৪. যেহেতু EGM VC/ OAVM এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, EGM এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, সদস্যদের তাদের নাম, ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট নম্বর / ফোলিও নম্বর, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে csrdbinf@rardbindia.com অথবা secreta@rialrdbindia.com ঠিকানায় তাদের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা আগে থেকেই জানাতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২৫ মার্চ, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০ টা (IST) পর্যন্ত কোম্পানি কর্তৃক প্রাপ্ত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা EGM চলাকালীন বিবেচনা করা হবে এবং উত্তর দেওয়া হবে।

৫. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি https://www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ EGM এর বিজ্ঞপ্তি বা সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা নির্ধারিত ইমেল আইডি evotingnsdl.co.in এ ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
RDB ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড
স্বা /-
আমান সিসোদিয়া
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৭ মার্চ, ২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/EE_PS/III/30/7/24-25 (1st Call)
Name of work : **Shifting of boundary wall at Western side of Vivek Uddyan in Ward No. 30, Br.-III**; Estimated Cost : **₹ 3,07,419.28**; Earnest Money : **₹ 6,200.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **18.03.2025 - 1 pm**; The bid forms and other details shall be available on and from **08.03.2025 (10 am)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Dy. C.E. (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/DCE_PS/VII/56/7/24-25R1 (2nd Call)
Name of work : **Repairing of garden at D.C. Dey Road, Bibi Bagan in Ward No. 56, Br.-VII**; Estimated Cost : **₹ 4,34,063.84**; Earnest Money : **₹ 9,000.00**; Period of completion : **30 Days**; Last date and time of submission of bid : **19.03.2025 - 1 pm**; The bid forms and other details shall be available on and from **08.03.2025 (10 am)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Bustee), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/EEBS/HQ/29/24-25/305 (1st Call)
Name of work : **Repairing of bustee sanitary latrine at 6A, 6/H/11, 7D Kasai Bustee 1st Lane, 247/H/3, 247B M.M. Road and different slum area in Ward No. 29, Br.-III**; Estimated Amount : **₹ 4,98,264.27 (Incl. GST & LWC)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Period of completion : **60 Days**; Last date and time of submission of bid : **24.03.2025 upto 11:00 Hrs.**; Bid opening date and time for technical proposals : **26.03.2025 at 11:30 Hrs.**; The bid forms and other details are available on and from **12.03.2025 (17:00 Hrs.)** from the website **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in**

The **Executive Engineer, Water Supply (West), KMC** invites e-tender for the following works :
(1) NIT No. : KMC/WS/WEST/W-71/T-08/2024-25
Name of work : **Laying of 100mm dia D.I. pipeline from 4/1 S.N. Pandit Street to 83 Chowringhee Road along Northern Flank Footpath of S.N. Pandit Street in Ward No. 71**; Estimated Amount : **₹ 2,80,438.00**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Period of completion : **10 Days**.
(2) NIT No. : KMC/WS/WEST/MAINS/R1/T03/24-25
Name of work : **Jacketing of the damaged portion of existing 900mm dia F.W. PSC reserve main on 8, Ekdalia Road under Br.-VIII**; Estimated Amount : **₹ 2,10,859.00**; Earnest Money : **₹ 4,500.00**; Period of completion : **07 Days**; Last date of receipt/opening of tender (Online) : **17.03.2025 upto 1 pm / 19.03.2025 at 1 pm (For Sl. No. 1 & 2)**; The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in & https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The **Dy. C.E. (E)/WS/IGWTP, KMC** invites e-tender for the following works **(Submission of Bid through online)**.
(1) NIeT No. : KMC/IGWTP/352/24-25 dt. 05.03.2025
Name of work : **Strengthening of river water inlet Gate No. 3 of the Eastern side stilling chamber at 60 MGD WTP, IGWTP**; Estimated Amount : **₹ 2,87,886.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Time of Completion : **30 days**.
(2) NIeT No. : KMC/IGWTP/353/24-25 dt. 05.03.2025
Name of work : **Repairing of the rolling shutters & collapsible gate under Pressure Station No. 2, IGWTP**; Estimated Amount : **₹ 2,38,988.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : **₹ 5,000.00**; Time of Completion : **30 days**.
(3) NIeT No. : KMC/IGWTP/354/24-25 dt. 05.03.2025
Name of work : **Repairing of the office & its approach premises at Pressure Station No.-2, IGWTP**; Estimated Amount : **₹ 1,40,002 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : **₹ 3,000.00**; Time of Completion : **30 days**.
(4) NIeT No. : KMC/IGWTP/355/24-25 dt. 05.03.2025
Name of work : **Restoration of the ceiling and walls of the instrument room and attach lavatory premises under Laboratory, IGWTP**; Estimated Amount : **₹ 4,21,721.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : **₹ 9,000.00**; Time of Completion : **60 days**.
(5) NIeT No. : KMC/IGWTP/356/24-25 dt. 05.03.2025
Name of work : **Restoration of the common utilities cum lavatory complex attach with the Security Barrack-3 and 4 under IGWTP**; Estimated Amount : **₹ 4,95,176.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Time of Completion : **60 days**.
(6) NIeT No. : KMC/IGWTP/357/24-25 dt. 05.03.2025
Name of work : **Improvement of the power network and illumination arrangement around the new series of SSFB at IGWTP**; Estimated Amount : **₹ 4,89,238.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : **₹ 10,000.00**; Time of Completion : **30 days**.
(7) NIeT No. : KMC/IGWTP/359/24-25 dt. 05.03.2025
Name of work : **Maintenance of the in and around the premises of the labour shed and security duty points within SSFB Areas at IGWTP**; Estimated Amount : **₹ 1,95,954.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : **₹ 4,000.00**; Time of Completion : **180 days**.
(8) NIeT No. : KMC/IGWTP/360/24-25 dt. 05.03.2025
Name of work : **Maintenance of the Western alignment approach ways of the old series and the Western aligned premises of the extension series SSFB units upto Gate-6 at IGWTP**; Estimated Amount : **₹ 2,48,591.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : **₹ 5,000.00**; Time of Completion : **180 days**.
(9) NIeT No. : KMC/IGWTP/361/24-25 dt. 05.03.2025
Name of work : **Maintenance of the surface drain and the sand and gravel stack-yard premises along the Southern alignment of the extension series SSFB units at IGWTP**; Estimated Amount : **₹ 2,98,783.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Time of Completion : **180 days**.
(10) NIeT No. : KMC/IGWTP/362/24-25 dt. 05.03.2025
Name of work : **Cleaning of the premises in between the intake Station-2 and conference for the maintenance of the Storm Water Flow at IGWTP**; Estimated Amount : **₹ 2,65,258.00 (Including GST 18% & LWC 1%)**; Earnest Money : **₹ 6,000.00**; Time of Completion : **240 days**; Cost of tender & tender documents : **NIL (For Sl. No. 1 to 10)**.; Last date & time of online submission of tender : **09.04.2025 upto 1 pm (For Sl. No. 1 to 10)**; For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in Please keep watching on the above website for all further Addendum / Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only**. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 10)**. 1455/24-25

মরুশহরে কিউয়িদের বিরুদ্ধে বদলা নিতে মুখিয়ে মেন ইন ব্লু

দুবাই, ৬ মার্চঃ ২৫ বছর আগে মিনি বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও নিউজিল্যান্ড। এ বার ফের এই টুর্নামেন্টে ট্রফির শেষ লড়াইয়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে দুটো দল। ২০০০ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে কী হয়েছিল ফলাফল? লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে মিচেল স্যান্টনারের নিউজিল্যান্ড ফাইনালে উঠতেই অনেক ক্রিকেট প্রেমীর মনে পড়ছিল ২০০০ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের কথা। রবিবারের ভারত-কিউয়ি মেগা ফাইনালের আগে ফিরে দেখা বছর ২৫-এর আগের ফাইনাল। নাইরোবিতে ২০০০ সালের ১৫ অক্টোবর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভারত নেমেছিল স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের কিউয়িদের বিরুদ্ধে। টস জিতে প্রথমে ভারতকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছিলেন কিউয়ি

ক্যাপ্টেন। মেন ই ব্লুর অধিনায়ক সৌরভের ১১৭ রান, সচিন তেন্ডুলকরের ৬৯ রানের সুবাদে ভারত প্রথমে ব্যাটিং করে ৬ উইকেটে ২৬৪ রান তোলে। সৌরভ ও সচিন ছাড়া সেই ম্যাচে রাহুল দ্রাবিড় করেন ২২ রান। সেই ম্যাচে অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং করেন ১৮ রান। বর্তমানে বিসিসিআইয়ের নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকর সেই ম্যাচে ১৫ রান করেছিলেন। আর রবিন সিং করেছিলেন ১৩। এরপর ২৬৫ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে শুরুতেই হোঁচট খায় কিউয়িরা। ১.৫ ওভারে ওপেনার ক্রেগকে (৩) ফেরান ভেঙ্কটেশ প্রসাদ। তারপর অধিনায়ক স্টিফেন ফ্লেমিং (৫) এর উইকেটও তুলে নেন ভেঙ্কটেশ। জোড়া উইকেট হারিয়ে নাথান অ্যাস্টেলের সঙ্গে জুটি বাঁধেন রজার। পাঁচে নেমে ১০২ রানের অপরাজিত ইনিংস উপহার দেন ক্রিস কেয়ার্নস। কিউয়িদের হয়ে দ্বিতীয় সর্বাধিক রান করেন ক্রিস হ্যারিস (৪৬)। দেখতে দেখতে জয়ের দিকে এগিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। ২ বল বাকি থাকতেই জয় তুলে নেয় ফ্লেমিং এর টিম। ৪৯.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ২৬৫ রান তোলে নিউজিল্যান্ড। ফলে ৪ উইকেটে জয় কিউয়িদের। বছর ২৫ আগে ভারতের মুখের সামনে থেকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ছিনিয়ে নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। এ বার ৯ মার্চ রোহিতদের সেই হারের বদলা নেওয়ার পালা।

গোয়া ম্যাচেই যুবভারতীতে শিল্ড হাতে বাগান ব্রিগেড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ শনিবার মোহনবাগানের জন্য এক ঐতিহাসিক দিন হতে চলেছে। ঘরের মাঠ যুবভারতীতে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে তারা। তবে এই ম্যাচের গুরুত্ব শুধুমাত্র ঐতিহাসিক কারণেই বিশেষ। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ২০২৪-২৫ মরসুমে লিগ শিল্ডের ভাগ্য আগেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। তাই আগামী রবিবার টানা দ্বিতীয়বারের জন্য ঘরের মাঠে শিল্ড হাতে তুলতে তৈরি বাগান ব্রিগেড। যুবভারতী স্টেডিয়ামে ভরা গ্যালারিতে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের উচ্ছ্বাস, আর আতসবাজির মধ্য দিয়ে এই শিল্ডের জয়ের উৎসব হবে এক অনন্য দৃশ্য। যদিও, ২৩ ফেব্রুয়ারি যখন ওড়িশা এফসিকে হারায় মোহনবাগান, তখন শিল্ড আনুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া হয়নি। এর কারণ ছিল, ম্যাচের ফল নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ট্রফি আনা হয়নি কলকাতায়। এফএসডিএল কর্তৃপক্ষ এই

কারণে প্রথমে শিল্ড ট্রফি গ্যালারি ভর্তি দর্শকের সামনে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এফসি গোয়ার ম্যাচের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে সবুজ-মেরুন শিবিরের হাতে শিল্ড তুলে দেওয়া হবে। মোহনবাগানের জন্য, এই শিল্ড শুধুমাত্র এক ফুটবল ট্রফি নয়। এটি দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পাওয়া সম্মান। কলিঙ্গ ওয়ারিয়র্সদের বিপক্ষে দিমিত্রি পেত্রাতোসের দুর্দান্ত গোলের পর, যুবভারতী স্টেডিয়ামে আনন্দের ঢেউ উঠে গিয়েছিল। কিন্তু, ওইদিনের পরিবর্তে এবার তারা গোয়া ম্যাচেই শিল্ড হাতে নিতে চলেছে। যদিও, এই ম্যাচে বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বোস কার্ড সমস্যার কারণে খেলতে পারবেন না, তবুও পুরো দল মাঠে নেমে একটিই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাবে- জয় অর্জন। মোহনবাগান কোচ জোসে মোলিনা অবশ্য চান যে তার দল গোয়া ম্যাচে জিতে প্লে অফে উজ্জীবিত হয়ে নামুক। মুম্বই ম্যাচে তারা দু'গোলে এগিয়ে গিয়েও শেষ মুহূর্তে ড্র করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু, এই ম্যাচে জয় তাদের জন্য অনেক কিছু প্রমাণ করতে পারে। মোহনবাগান শুধুমাত্র শিল্ড জিতে শিরোনামে থাকবে না, কারণ টানা দ্বিতীয়বার শিল্ড জয়ের ইতিহাস গড়বে। সব মিলিয়ে, শনিবারের ম্যাচটি শুধুমাত্র এক ফুটবল ম্যাচ নয়, বরং এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকবে।

ব্যাকআপ থেকে 'বিরাট' ভরসা, অক্ষরের উত্থানের নেপথ্যে কে?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির গ্রুপ পর্বে অপরাজিত থেকে টিম ইন্ডিয়া সেমিফাইনালে উঠেছিল। সেখানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট পায় রোহিত ব্রিগেড। অবশ্য গ্রুপ পর্বের টেবল টপার হয়ে টিম ইন্ডিয়ার হয়তো শেষ চারে খেলা হত না। কারণ, কেন উইলিয়ামসন। তিনি যেভাবে কিউয়িদের হয়ে দেওয়ার তোলার চেষ্টা করেছিলেন, গ্রুপ পর্বে ভারতের শেষ ম্যাচে, তাতে জয় নিউজিল্যান্ডেরও হতে পারত। কিন্তু অক্ষর প্যাটেল সেটা হতে দেননি। অক্ষর নিজের স্পেলের শেষ বলে দেখান বাজিমাত। তুলে নেন কেনের উইকেট। সেখানেই ঘোরে খেলা। তাঁকে নিয়ে কেন আলোচনা? আসলে, অক্ষর একটা সময় ছিলেন টিম ইন্ডিয়ার তৃতীয় পছন্দের স্পিনার। অর্থাৎ যদি কোনও স্পিনার চোট পেতেন, তা হলে অক্ষর খেলার সুযোগ পেতেন। সেখান থেকে তিনি ধীরে ধীরে রোহিত শর্মা, গৌতম গম্ভীরদের ভরসা জিতে নিয়েছেন। হয়ে উঠেছেন টিমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু তাই নয়, আগে সাত-আট

নম্বরে আগে ব্যাটিংয়ে পাঠানো হত তাঁকে। আর এখন লোকেশ রাহুল, রবীন্দ্র জাডেজার আগে ব্যাটিংয়ে পাঠানো হয়। এক সময় ব্যাকআপ প্লেয়ার থাকলেও এখন ছবিটা বদলে গিয়েছে। যদিও অক্ষরের জন্য এই পথটা মোটেও মসৃণ ছিল না। তাঁকে একটা সময় ক্রিকেট মহলে প্রবল ভাবে 'রবীন্দ্র জাডেজার ছায়া' বলা হচ্ছিল। সেখান থেকে নিজের দক্ষতায় বেরিয়ে এসেছেন। পরিচিতি তৈরি করেছেন অক্ষর। নিজের ব্যাটিং দক্ষতার উন্নত করেছেন। আর তার শুরুটা হয়েছিল ২০২২ সালে। বার্বাডোজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অপরাজিত ৬৪ রান অনেকটা তফাৎ গড়ে দেয় অক্ষরের কেরিয়ারে। তিনি বলেন, ''ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচটার পর আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমিও ম্যাচ জেতাতে পারি। যখন আমি আত্মবিশ্বাস জড়ো করতে পেরেছিলাম, সেই সময় আর অন্য কিছু নিয়ে ভাবিনি।'' এরপর অক্ষর ব্যাটিং অর্ডারে প্রোমোশন পান। পাঁচে ধারাবাহিক ভাবে ব্যাটিং করে তিনি সফল হন। ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর থেকে শুরু করে ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা সমর্থন করতে থাকেন অক্ষরকে। গৌতি বলেন, ''অক্ষরের মধ্যে কী ক্ষমতা রয়েছে তা আমরা জানি। ও কী করতে পারে সেটাও আমরা জানি। আর আমরা তাই ওকে পাঁচ নম্বরেই সুযোগ দিচ্ছি। যাতে ও পারফর্ম করতে পারে। এই জায়গায় ওকে নিজের প্রতিভা বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে হবে। পাঁচ নম্বরে ভালো পারফর্ম করেছে ও।'' ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানান, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ভারতের মাটিতে হওয়া ওডিআই সিরিজের সময় অক্ষর প্যাটেলকে পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হয়েছিল যে, তাঁকে কী করতে হবে। রোহিত বলেন, ''ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ শুরু হওয়ার আগে অক্ষরকে একটা পরিষ্কার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। যে পরিস্থিতি হোক না কেন, ওকে ৫ নম্বরে ব্যাট করতে হবে। গত বছর থেকে ও যেভাবে উন্নতি করেছে, তাতে আমরা বুঝতে পেরেছি যে ওকে মিডল অর্ডারে আমরা ভালো ভাবে কাজে লাগাতে পারি।''

১০ জনের বার্সাকে জেতালেন রাফিনিয়া

বেনফিকা ০ - ১ বার্সেলোনা
বায়ার্ন ৩ - ০ লেভারকুসেন
ফেইনুর্ড ০ - ২ ইন্টার

লিসবন, মিউনিখ, রোটারডাম, ৬ মার্চঃ লা লিগায় দুর্দান্ত ছন্দ নিয়েই চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোয় বেনফিকার মাঠে খেলতে গিয়েছিল বার্সেলোনা। এই ম্যাচেও নিশ্চিত ফেবারিট ছিল কাতালান ক্লাবটি। কিন্তু ম্যাচের শুরুতে দলের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার পাউ কুবারসি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লে চাপে

জয়ের পর বার্সা খেলোয়াড়দের উদযাপন।

পড়ে যায় বার্সা। কিন্তু সেই চাপও শেষ পর্যন্ত রুখতে পারেনি বার্সাকে। একজন কম নিয়ে প্রায় ৮০ মিনিট খেলেও শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে বার্সা। বেনফিকার বিপক্ষে বার্সার ১-০ গোলের জয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন রাফিনিয়া। প্রতিপক্ষের মাঠে পাওয়া এই জয়ের পর সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে ঘরের মাঠে পরের লেগ খেলতে নামবে বার্সা। বেনফিকার মাঠে শুরুতেই পিছিয়ে যেতে পারত বার্সা। যদিও সে যাত্রায় কোনোভাবে বেঁচে যায় তারা। গোল না পেলেও বার্সাকে ভালোই চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল পর্তুগিজ ক্লাবটি। তবে ১২ মিনিটে বার্সার নিশ্চিত গোলের সুযোগ ঠেকিয়ে দেন বেনফিকা গোলরক্ষক আনাতোলি তুরবিন। এরপর আবার সুযোগ পেয়েছিল বেনফিকাও। কিন্তু গোল আদায় করতে পারেনি তারাও। ম্যাচের ২২ মিনিটে বড় ধাক্কা খায় বার্সা। আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে বেনফিকার ভাঞ্জেলিস পাভদিলিসকে বক্সের সামনে ফাউল করে বসেন বার্সা ডিফেন্ডার পাউ কুবারসি। এই ফাউলের কারণে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তে হয়

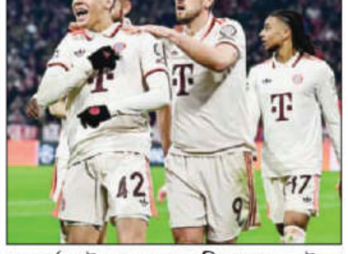

বায়ার্নের দুই গোলদাতা মুসিয়ালা ও কেইন।

কুবারসিকে। এরপর বার্সার জন্য লড়াইটা হয়ে পড়ে ১০ জন বনাম ১১ জনের। একজন কম নিয়েও অবশ্য বেনফিকার সঙ্গে লড়াই জমিয়ে রাখে হ্যান্সি ফ্লিকের দল। বেনফিকার আক্রমণের চাপ সামলে চেষ্টা করে গোল আদায়ের। যদিও প্রথমার্ধে শেষ পর্যন্ত গোল পায়নি কোনো দলই। বিরতির পরও আধিপত্য বিস্তারে খেলতে শুরু করে বেনফিকা। ৫০ ও ৫৮ মিনিটে সুযোগও পেয়েছিল তারা। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলটি আসেনি। বেনফিকা না পারলেও ভুল করেনি বার্সা। ৬১ মিনিটে ১০ জনের বার্সাকে এগিয়ে দেন রাফিনিয়া। দারুণ এক মাটি-কামড়ানো এক শটে গোল করেন দুর্দান্ত ছন্দে থাকা এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। এই গোলের পর দুই দলই চেষ্টা করেছে লক্ষ্যভেদের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর গোল পায়নি কোনো দলই। ঘরের মাঠে ১০ জনের বার্সার বিপক্ষে হার নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় বেনফিকাকে। রাতের অন্য ম্যাচে বায়ার লেভারকুসেনের বিপক্ষে অসাধারণ এক জয় পেয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। আলিয়েঞ্জ অ্যারেনায় বায়ার্নের

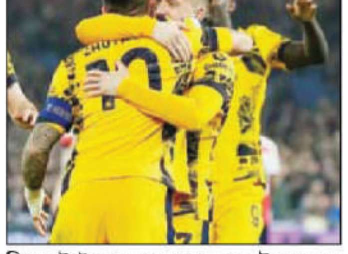

জিতে ইন্টারের খেলোয়াড়দের উদযাপন।

পাওয়া ৩-০ গোলের জয়ে জোড়া গোল করেছেন হ্যারি কেইন। অন্য গোলটি জামাল মুসিয়ালার। রাতের প্রথম ম্যাচে ফেইনুর্ডকে ২-০ গোলে হারিয়ে শেষ আটের পথে অনেকটা এগিয়ে গেল ইন্টার মিলান। ইন্টারের হয়ে প্রথমার্ধের ৩৮ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন মার্কাস থুরাম। আর বিরতির পর ৫০ মিনিটে গোল করে দলকে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন লাওতারো মার্তিনেজ। প্রতিক্ষের মাঠে পাওয়া এই জয় ইন্টারের আত্মবিশ্বাস নিশ্চিতভাবে অনেকটা বাড়িয়ে দেবে।

চোট সমস্যার জের! বাংলাদেশ ম্যাচে এবার অনিশ্চিত আনোয়ার আলি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ মার্চঃ গত সপ্তাহের শেষেই আইএসএলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসির মুখোমুখি হয়েছিল ইমামি ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধের প্রথম কোয়ার্টারে রাফায়েল মেসি বাউলির গোলে দল এগিয়ে থাকলেও কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি। বরং ম্যাচের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে গোল করে দলকে সমতায় ফেরান সুনীল ছেত্রী। যারফলে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই থেকে একেবারেই ছিটকে যায় মশাল ব্রিগেড। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশা দেখা দিয়েছিল লাল-হলুদ সমর্থকদের মধ্যে। । হিসাব অনুযায়ী দেখলে সুপার সিক্সের লড়াইয়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে হলে শেষ দুইটি ম্যাচে জয় পেতে হত ইস্টবেঙ্গলকে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। এমনকি পরবর্তীতে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়া প্রধান লক্ষ্য থাকলেও সেটা কার্যকরী হয়নি। গত বুধবার নিজেদের ঘরের মাঠে তুর্কমেনিস্তানের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব আরকাদাগ এফকের কাছে ধরাশায়ী হতে হয় মশাল ব্রিগেডকে। প্রথমার্ধের প্রথম কোয়ার্টারের শেষের দিকেই সুযোগ বুঝে বল গোলে ঠেলে দিয়ে যান ইয়াজগিলিচ গুরবানভ। যার কোনও জবাব ছিল না লাল-হলুদ ডিফেন্ডারদের কাছে। যারফলে আনোয়ার আলির অনুপস্থিতি যেন ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল গোটা ম্যাচ জুড়ে। উল্লেখ্য, গত রবিবার বেঙ্গালুরু ম্যাচ খেলতে গিয়ে চোটের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল দলের এই তারকা ডিফেন্ডারকে। যারফলে প্রথমার্ধের তিরিশ মিনিটের মাথায় তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে জিকসন সিংকে মাঠে নামাতে বাধ্য হয়েছিলেন অস্কার ব্রুজন। যা নিঃসন্দেহে বড়সড়

ধাক্কা ছিল সকলের কাছেই। ম্যাচ পরবর্তীতে সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত থেকে দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পাশাপাশি আনোয়ারের চোট নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন দলের স্প্যানিশ কোচ। যা স্পষ্ট হয়ে যায় গত মঙ্গলবার। বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাঁতে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরতে প্রায় সপ্তাহ কয়েক সময় লাগবে আনোয়ার আলির। এই পরিস্থিতিতে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের কোন ও ম্যাচেই তাঁকে মাঠে পাবে না ইস্টবেঙ্গল। তবে শুধুমাত্র ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট নয়। যতদূর খবর, সেক্ষেত্রে হয়তো আসন্ন এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফিকেশনের ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে ও খেলতে পারবেন না এই তারকা সেন্টার ব্যাক। যদিও এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয় বিষয়টি। এক্ষেত্রে পরিস্থিতি বুঝে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোচ মানোলো মার্কুয়েজ।

অবিশ্বাস্য আলিসন, নেমেই গোল এলিয়টের, লিভারপুলের পিএসজি জয়

পিএসজির টানা আক্রমণের তোড়ে ম্যাচের প্রায় পুরোটা সময় কোণঠাসা হয়ে রইল লিভারপুল। আলিসনের দুর্দান্ত কয়েকটি সেভে কোনোমতে তারা আগলে রাখতে পারল জাল। সেই তারাই শেষ দিকে উল্টো বল পাঠিয়ে দিল পিএসজির জালে! বদলি নামার পরের মিনিটেই গোল করে দলকে অবিশ্বাস্য এক জয় এনে দিলেন হার্ভে এলিয়ট।

প্যারিস, ৬ মার্চঃ ফুটবলে ম্যাচের ফল সব সময় সঠিক কথাটি বলে না। অনেক সময় ফলের নিচে চাপা পড়ে যায় দুর্দান্ত অনেক কিছু। যেমন আজ বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে লিভারপুলের জয়ের নিচে চাপা পড়ে গেছে পিএসজির দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের গল্পটা। ম্যাচজুড়ে অবিশ্বাস্য ফুটবল খেলেও শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে পিএসজিকে। ঘরের মাঠে এমন হারের পর নিয়তিকে চাইলে দুষতেই পারে পিএসজি তারকারা। একের পর এক সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে তাদের। ২৭টি শট নিয়ে মেলেনি কোনো গোল। অন্যদিকে ম্যাচে মাত্র একটি শট লক্ষ্যে নেওয়া লিভারপুল পেয়েছে জয়সূচক গোল। পাশাপাশি অবশ্য কিছুটা দোষ দিতে হবে নিজেদের ফিনিশিং দুর্বলতাকেও। নয়তো এত সুযোগ হেলায় হারাবে কেন! আর লিভারপুল চাইলে আজকের ম্যাচের পর আলিসনের নামে আলাদা একটা মূর্তি বানাতেই পারে। এই ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক একের পর এক গোল না ঠেকালে ম্যাচটা যে প্রথমার্ধে হেরে যেতে লিভারপুল। আলিসন আজ রাতে সব মিলিয়ে ৯টি গোল বাঁচিয়েছেন, যা চ্যাম্পিয়নস লিগে কোনো লিভারপুল গোলরক্ষকের সর্বোচ্চ। পাশাপাশি ক্লাবের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে কোনো ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষকেরও সর্বোচ্চ। বলতে হবে হার্ভে এলিয়টের কথাও। নিষ্প্রভ সালাহর বদলি নেমে মাত্র ১ মিনিটের মধ্যে গোল করে হয়ে গেছেন জয়ের নায়ক। প্যারিসে শুরুতে লং পাসের ওপর নির্ভর করে খেলার চেষ্টা করে লিভারপুল। যদিও তাতে কোনো সাফল্য

আসেনি। এরপর দুই দলই আক্রমণ, প্রতি-আক্রমণে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে দ্রুতই লিভারপুলের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পিএসজি। অল্প সময়ের মধ্যে একাধিক সুযোগও আদায় করে তারা। ম্যাচের ২০ মিনিটে তেমনই এক সুযোগকে দারুণ ফিনিশিংয়ে গোলে পরিণত করেন শীতকালীন দলবদলে নাপোলি থেকে আসা খিচা কাভারাস্কেইয়া। কিন্তু অফসাইডের ফাঁদে বাতিল হয়ে যায় গোলটি। গোল না পেলেও লিভারপুলকে এ সময় বেশ ভালোভাবেই চেপে ধরে পিএসজি। একের পর আক্রমণে ইংলিশ ক্লাবটির নাভিশ্বাস তুলে ছাড়ে প্যারিস জায়ান্টরা। উসমান দেম্বেলে, ব্রাডলি বারকোলা ও কাভারেস্কাইয়াদের পাসিং-প্রেসিং-ড্রিবলিংয়ে লিভারপুল রীতিমতো নাকাল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বলতে হয় কাভারাস্কেইয়ার কথা। 'নতুন মারাদোনা' খ্যাত নাপোলির ৩৩ বছর পর লিগ জেতার অন্যতম এই নায়ক শুরু থেকেই নিজের পায়ের জাদুতে মুগ্ধতা ছড়িয়েছেন। জর্জিয়ান এই ফুটবলারের কাছেই মূলত হুমকির ওপর থাকতে হয়েছে লিভারপুলকে। ৩১ মিনিটে আলিসন ও লিভারপুল রক্ষণ দেয়াল তুলে না দাঁড়ালে তখনই এগিয়ে যেতে পারত পিএসজি। সব দিক থেকে এগিয়ে থাকলেও ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতা এবং লিভারপুল গোলরক্ষক আলিসনের দৃঢ়তায় অবিশ্বাস্যভাবে গোল বঞ্চিত থেকে যায় পিএসজি। বিশেষত আলিসনকে লিভারপুল চাইলে আলাদা করে ধন্যবাদ দিতেই পারে। আয়োজকদের তোপের মুখে প্রতি-আক্রমণের ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছিল লিভারপুলকে। যদিও সেই সুযোগও খুব একটা মিলছিল না। শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে গোল খাওয়া ঠেকিয়ে বিরতিতে যায় আর্নে স্লটের দল। বিরতির পরও লিভারপুলকে চাপের মুখে রাখে পিএসজি। শুরু থেকে বারবার আক্রমণে গিয়ে সুযোগ তৈরির চেষ্টা করে তারা। ৫৪ মিনিটে অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ফ্রি-কিক থেকে কাভারাস্কেইয়ার শট ঠেকিয়ে দেন আলিসন। এই অর্ধেও পিএসজির একের পর এক আক্রমণ ঠেকিয়ে কোনো রকমে গোল খাওয়া থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে যাচ্ছিল লিভারপুল। পিএসজির আগ্রাসী ফুটবলের কোনো জবাবই যেন ছিল না অতিথিদের। তবে যেটুকু জবাব লিভারপুলের হাতে ছিল, পুরোটাই ছিল আলিসনের গ্লাভসে। তাঁর চুম্বকে মোড়া হাতটাই বারবার বাঁচিয়েছে লিভারপুলকে। আর আলিসনের কীর্তিকে শেষ পর্যন্ত স্মরণীয় করেছেন এলিয়ট। স্রোতের বিপরীতে লিভারপুলের একমাত্র গোলটি করেছেন তিনিই। এই গোলই এখন শেষ আটের পথে অনেকটা এগিয়ে দিল লিভারপুলকে।

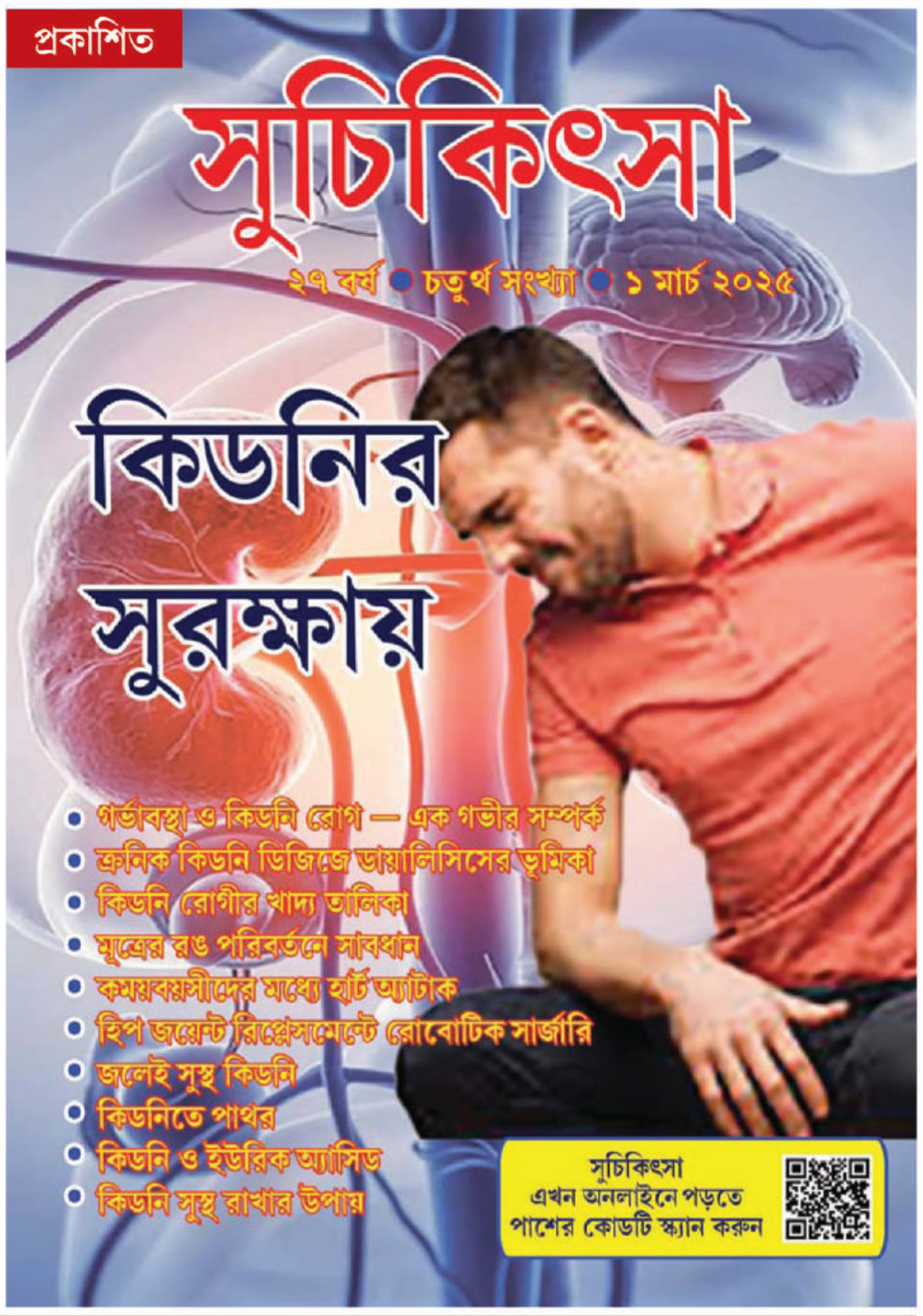

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com